# এসএমই
# মূল্য সংযোজন কর ম্যানুয়াল

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন

এসএমই মূল্য সংযোজন কর ম্যানুয়াল

প্রকাশনায় ঃ **এসএমই ফাউন্ডেশন**
রয়েল টাওয়ার, ৪ পান্থপথ, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ফোন: +৮৮ ০২ ৮১৪২৯৮৩, ৯১৪২৯০৭
ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৮১৪২৪৬৭
ইমেইল: info@smef.org.bd
ওয়েব: www.smef.org.bd

স্বত্ব ঃ প্রকাশক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল ঃ জুন ২০১৩

সম্পাদনা ঃ মোঃ মুজিবুর রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
মোঃ মামুনুর রহমান, উপ-মহাব্যবস্থাপক
আবু মঞ্জুর সাঈফ, প্রোগ্রাম ম্যানেজার
অখিল রঞ্জন তরফদার, প্রোগ্রাম ম্যানেজার
মোঃ জয়নাল আব্দীন, প্রোগ্রাম অফিসার

ডিজাইন ঃ অসীম কুমার হালদার
মোঃ মনজুরুল হক

ISBN ঃ ৯৭৮-৯৮৪-৩৩-৭৫৫৯-৯

মূল্য ঃ ১০০.০০ টাকা

# উপক্রমণিকা

যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এটা সর্বজনস্বীকৃত যে, কর্মসংস্থান তৈরী, আয় বৃদ্ধি, মূল্য সংযোজন সর্বোপরি দারিদ্র্য বিমোচনে মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অবদান অসামান্য। মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ভারী শিল্পের সহায়ক হিসেবে কাজ করে থাকে। বাংলাদেশের অধিকাংশ শিল্প মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অন্তর্ভূক্ত।

মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাগণ তাদের ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষ করে কাঁচামাল আমদানী, পণ্য উৎপাদন এবং পণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে তাদের মধ্যে কর এবং মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত সমস্যা অন্যতম। এ সংক্রান্ত আইন কানুন মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য একটি জটিল বিষয় এবং অনেক সময় তাদের কাছে এগুলো সহজে বোধগম্য হয় না। বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিয়ে এসএমই ফাউন্ডেশন মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের সফলভাবে ব্যবসা পরিচালনার জন্য “এসএমই মূল্য সংযোজন কর ম্যানুয়াল” শিরোনামে ম্যানুয়ালটি প্রকাশ করেছে।

ম্যানুয়ালটির মাধ্যমে মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাগণ মূল্য সংযোজন কর সম্পর্কিত মৌলিক ধারণা লাভের পাশাপাশি মূল্য সংযোজন কর (মূসক) নিবন্ধন, টার্ণওভার কর, মূল্য ঘোষণা, কর চালান পত্র, মূসক হিসাব রক্ষণ ও নথিপত্র সংরক্ষণ, মূল্য সংযোজন কর দাখিলপত্র এবং কর প্রদান, উপকরণ কর ও কর রেয়াত, সংকুচিত মূল্যে মূসক প্রদান পদ্ধতি, আর্থিক ও বীমা সেবাসমূহ, আমদানী পর্যায়ে সংযোজন কর, রপ্তানী কার্যক্রম এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিষয়ক তথ্যাবলী সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে।

এসএমই মূল্য সংযোজন কর ম্যানুয়ালটি গ্রন্থনা ও সংকলনের জন্য জনাব মোহাম্মদ শাহাবউদ্দীন, প্রাক্তন সদস্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। এসএমই ফাউন্ডেশন তার কাছে কৃতজ্ঞ। ম্যানুয়ালটিতে মূল্য সংযোজন কর বিষয়ে মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের উপযোগী সঠিক ও নির্ভুলভাবে তথ্য উপস্থাপনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে যা তাদের ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়। উল্লেখ্য যে, শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে দেশে বিদ্যমান বিধি ব্যবস্থা ও নিয়ম কানুন মাঝে মধ্যে সংশোধন, পরিবর্ধণ ও পুনর্বিন্যাস হওয়াটাই স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ফরম, রেফারেন্স, এসআরও ইত্যাদির সংশোধিত রূপ প্রতিপালনযোগ্য।

**মোঃ মুজিবুর রহমান**
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
এসএমই ফাউন্ডেশন



# সূচিপত্র


| | | |
|---|---|---|
| প্রথম অধ্যায় | ঃ সাধারণ আলোচনা | ০৭ |
| দ্বিতীয় অধ্যায় | ঃ নিবন্ধন | ১১ |
| তৃতীয় অধ্যায় | ঃ টার্ণওভার কর | ১৮ |
| চতুর্থ অধ্যায় | ঃ মূল্য ঘোষণা | ২০ |
| পঞ্চম অধ্যায় | ঃ কর চালানপত্র | ২৫ |
| ষষ্ঠ অধ্যায় | ঃ মূসক হিসাব রক্ষণ ও নথিপত্র সংরক্ষণ | ৩২ |
| সপ্তম অধ্যায় | ঃ মূল্য সংযোজন কর দাখিলপত্র এবং কর প্রদান | ৩৭ |
| অষ্টম অধ্যায় | ঃ উপকরণ কর ও কর রেয়াত | ৪১ |
| নবম অধ্যায় | ঃ সংকুচিত মূল্যে মূসক প্রদান পদ্ধতি | ৪৮ |
| দশম অধ্যায় | ঃ আর্থিক ও বীমা সেবাসমূহ | ৫৩ |
| একাদশ অধ্যায় | ঃ আমদানী পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর | ৫৯ |
| দ্বাদশ অধ্যায় | ঃ রপ্তানী কার্যক্রম | ৬৫ |
| ত্রয়োদশ অধ্যায় | ঃ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প | ৭৪ |
| চতুর্দশ অধ্যায় | ঃ মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি | ৭৭ |
| বিবিধ | | ৭৯ |

## সংক্ষিপ্ত শব্দাবলীর পূর্ণ পরিচিতি (Abbreviation of Words)

| | |
|---|---|
| SMEF | Small and Medium Enterprise Foundation |
| NBR | National Board of Revenue |
| VAT | Value Added Tax |
| ATV | Advance Trade VAT |
| SD | Supplementary Duty |
| LC | Letter of Credit |
| B/L | Bill of Landing |
| AWB | Air Way Bill |
| RR | Railway Receipt |
| CIF | Cost, Insurance and Freight |
| TIN | Tax Payer Identification Number |
| BIN | Business Identification Number |
| WASA | Water and Swearage Authority |
| PSI | Pre-shipment Inspection |
| CRF | Clean Report of Findings |
| DEDO | Duty Exemption and Drawback Office |
| DWT | Dead Weight Tonnage |
| H.S Code | Harmonized System Code |



## পরিশিষ্ট


২.১ নিবন্ধন/তালিকাভুক্তির আবেদনপত্র- মূসক-৬

২.২ মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধনপত্র / টার্ণওভার কর তালিকাভুক্তি পত্র/ কুটির শিল্প তালিকাভুক্তি পত্র (মূসক-৮)

৫.০১ কর চালানপত্র-মূসক ফরম-১১

৫.০২ বিক্রয় ক্যাশ মেমো - মূসক-১১ (ক)

৫.০৩ যে সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে করযুক্ত মূল্যে চালানপত্র ইস্যু করা যেতে পারে

৫.০৪ ক্রেডিট নোট- মূসক-১২

৫.০৫ ডেবিট নোট- মূসক-১২ (ক)

৬.০১ ক্রয় হিসাব পুস্তক- মূসক-১৬

৬.০২ বিক্রয় হিসাব পুস্তক- মূসক-১৭

৬.০৩ চলতি হিসাব- মূসক-১৮

৭.০১ মূল্য সংযোজন কর দাখিলপত্র- মূসক-১৯

৮.০১ প্রতিষ্ঠিত রপ্তানীকারক হিসাবে তালিকাভূক্তির আবেদনপত্র (মূসক-২১)

৮.০২ রপ্তানীর ক্ষেত্রে শুল্ক ও কর প্রত্যর্পণের আবেদনপত্র (মূসক-২২)

৯.০১ যে সকল ব্যবসা আবশ্যিকভাবে সংকুচিত ভিত্তিতে মূল্য সংযোজন কর প্রদান করবে

৯.০২ যে সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ‘প্রস্তুতকারক’ বুঝাবে

প্রথম অধ্যায়

# সাধারণ আলোচনা

## ১.১। কর কি?

একটি রাষ্ট্রের বিবিধ প্রকার ব্যয় নির্বাহের জন্য সকল জনগণের উপর সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত এবং আইন দ্বারা কার্যকর ও আদায়যোগ্য অর্থই সাধারণভাবে কর। কোন স্বেচ্ছাসেবামূলক সংগঠনের সদস্যদের উপর আরোপিত চাঁদার মতই কর আরোপিত হয়। তবে কর আরোপিত হয় প্রতিনিধিত্বশীল ও বৈধ সরকার কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা। কর একটি দেশের প্রয়োজনীয় ব্যয়যোগ্য অর্থের প্রধান উৎস।

## ১.২। কর কত প্রকার?

কর আদায়ের পদ্ধতির উপর নির্ভর করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর নামে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যক্ষ কর করদাতা নিজে সরকারকে পরিশোধ করেন। অপরদিকে, পরোক্ষ কর প্রদানকারী করদাতা করের টাকা পণ্য বা সেবা সরবরাহকারীকে মূল্যের সাথে প্রদান করেন এবং সরবরাহকারী তা সরকারকে পরিশোধ করেন। অধিকাংশ সময় পরোক্ষ কর পণ্য বা সেবার মূল্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে যা প্রকৃত করদাতা জানেও না। এ ছাড়া বিভিন্ন কর বিষয়ভিত্তিক ভাবেও ভাগ করা হয়ে থাকে, যেমন- ভোগের জন্য কৃত ব্যয়ের উপর আরোপিত কর ভোগকর বা consumption Tax নামে অভিহিত হয়।

## ১.৩। মূল্য সংযোজন কর কি?

মূল্য সংযোজন কর (মূসক) হল বাংলাদেশে পণ্য ও সেবা সরবরাহের উপর প্রযোজ্য এক প্রকার কর। আইন দ্বারা অব্যাহতি প্রাপ্ত বা প্রকারান্তরে করের আওতা বহির্ভূত পণ্য ও সেবা ব্যতীত দেশে উৎপাদিত বা আমদানীকৃত সকল প্রকার পণ্য ও সেবা এই ব্যবস্থার আওতাভূক্ত। বাংলাদেশে ব্যবসায়িক লেনদেন, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ অথবা বিতরণ প্রবাহের প্রতিটি স্তরে পণ্য সরবরাহকারী ব্যবসায়ীর নিকট থেকে তা সংগ্রহ করা হয়। এই সকল ব্যক্তি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতায় মূল্য সংযোজন করদাতা হিসাবে নিবন্ধিত হবেন এবং নির্দিষ্ট মেয়াদে দাখিলপত্র পেশ এবং মূল্য সংযোজন করপ্রদান করতে বাধ্য থাকবেন।

আমদানী পর্যায়ে শুল্ক কর্মকর্তাদের দ্বারা পণ্য খালাসের আগে আমদানী শুল্ক আদায়ের স্বাভাবিক পদ্ধতিতে আমদানীকারক ও তাদের প্রতিনিধির নিকট থেকে মূল্য সংযোজন কর আদায় করা হয়।



## ১.৪। মূল্য সংযোজন কর বা মূসক কি ধরণের কর?

মূল্য সংযোজন কর বা মূসক একটি পরোক্ষ কর এবং তা এক প্রকার ভোগ কর বা consumption Taxও বটে। এই কর পণ্য ও সেবার প্রকৃত ও চূড়ান্ত ভোগকারী কর্তৃক পরিশোধ করা হয়। কিন্তু সাধারণভাবে তিনি সরাসরি এই কর সরকারি কোষাগারে জমা করেন না, বরং মূল্যের সাথে বিক্রেতা বা সরবরাহকারীকে প্রদান করেন। সরবরাহকারী এইভাবে সংগৃহীত কর সরকারি কোষাগারে জমা করেন ।

## ১.৫। কখন এবং কি উদ্দেশ্যে মূল্য সংযোজন কর বাংলাদেশে প্রচলন করা হয়?

**১৯৯১** সালের **১** জুলাই থেকে মূল্য সংযোজন কর বা মূসক প্রচলন করা হয়। পূর্বে বিক্রয় কর ও এক্সাইজ বা আবগারী শুল্ক নামে দুইটি কর প্রচলিত ছিল । এই দুটি করের ক্ষেত্রে cascading effect বা একই করের উপর পুনরায় সেই কর আদায়ের ব্যবস্থা ছিল যা সাধারণভাবে ব্যবসায়ের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। তাছাড়া এই করগুলি আদায় ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ তদারকিভিত্তিক যা কর আদায়ের ব্যয় বৃদ্ধি করে এবং করদাতাদের প্রতি কর বিভাগের সন্দেহ ও অবিশ্বাস প্রকাশ করে যা আধুনিক কর ব্যবস্থার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এই অসুবিধাগুলি দূর করা এবং করভিত্তি বিস্তৃত করার জন্য মূল্য সংযোজন কর বা মূসক প্রচলন করা হয়।

## ১.৬। কোন কোন পণ্য বা সেবার উপর মূসক প্রযোজ্য?

নীতিগতভাবে দেশে ভোগকৃত সকল পণ্য ও সেবার উপর মূসক প্রযোজ্য, পণ্যের সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিত করা, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ভোক্তা সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করে কিছু পণ্য ও সেবা মূসকমুক্ত রাখা হয়েছে এবং সেগুলি মূল্য সংযোজন কর আইন, **১৯৯১** এর প্রথম ও দ্বিতীয় তফসিলে রাখা হয়েছে। এছাড়া প্রতি বছর বাজেটে বিশেষ বিবেচনায় কিছু পণ্য ও সেবা মূসকমুক্ত রাখা হয় এবং তা প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষণা করা হয়।

## ১.৭। মূল্য সংযোজন কর আইনে মূসক ছাড়াও সম্পূরক শুল্ক এবং টার্ণওভার কর সম্পর্কে জানা যায়। এগুলি কি ধরণের কর?

অধিকাংশ পণ্য এবং কয়েকটি সেবার ক্ষেত্রে বার্ষিক মোট উৎপাদন, ব্যবসা বা সেবা প্রদানের মূল্য ৮০ লক্ষি টাকা বা তার কম হলে হ্রাসকৃত (বর্তমানে ৩%) হারে কর আদায় করা হয় এবং সে সকল ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর আইনের বেশ কিছু বাধ্যবাধকতা মেনে চলার ক্ষেত্রে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এটি টার্ণওভার কর নামে পরিচিত। অর্থাৎ টার্ণওভার কর হলো হ্রাসকৃত হারে সহজে প্রদানযোগ্য মূসক। সম্পূরক শুল্ক হলো একটি অতিরিক্ত কর যা মূসক আইনের বিধান দ্বারা পরিচালিত হয় কিন্তু তা মূসক হিসাবে গণ্য নয়। মূল্য সংযোজন কর আইন, **১৯৯১** এর তৃতীয় তফসিলে সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য ও

সেবার তালিকা ও করের হার দেওয়া হয়েছে। সম্পূরক শুল্ক পরিশোধিত মূল্যের উপর মূসক পরিশোধ করতে হয়।

### ১.৮। মূল্য সংযোজন কর নামের কারণ কি?

একটি পণ্য কারখানায় উৎপাদন হওয়া থেকে ভোক্তা কর্তৃক ভোগ করা পর্যন্ত বেশ কয়েকটি হাত ঘুরে আসে এবং প্রত্যেক হাতে বিবিধ ব্যয় ও মুনাফা বাবদ কিছু মূল্য বৃদ্ধি পায় কারণ মুনাফা করার জন্যই ব্যবসা করা হয় । এই বর্ধিত মূল্য হল সেই স্তরের মূল্য সংযোজন এবং মূল্য সংযোজন করের দর্শন বা নীতি হল প্রত্যেক স্তরে সেই স্তরের বর্ধিত মূল্যটুকুর উপরে কর আদায় করা। একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝা যেতে পারে-

(ক) একটি পণ্য উৎপাদন ব্যয় ও মুনাফাসহ কারখানা পাইকারী ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রয় করে ১০০ টাকায়

(খ) পাইকারী ব্যবসায়ী ক্রয়, অন্যান্য ব্যয় ও মুনাফাসহ খুচরা ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রয় করে ১২০ টাকায় অর্থাৎ মূল্য সংযোজন ২০ টাকা

(গ) খুচরা ব্যবসায়ীর ক্রয়, অন্যান্য ব্যয় ও মুনাফাসহ ভোক্তার কাছে বিক্রয় করে ১৫০ টাকায় অর্থাৎ মূল্য সংযোজন ৩০টাকা

যদি মূসকের হার ১৫% হয় তাহলে তত্ত্বগত ভাবে প্রথম পর্যায়ে ১৫ টাকা, দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩ টাকা এবং শেষ পর্যায়ে ৪.৫০ টাকা মূসক প্রযোজ্য হবে।

কিন্তু আমাদের দেশের মূসক আদায় ও পরিশোধ ব্যবস্থা অনুযায়ী কারখানা পাইকারী ব্যবসায়ীর কাছ থেকে আদায় করবে ১০০ টাকা এবং ১৫ টাকা মূসক এবং আদায়কৃত মূসক ট্রেজারিতে জমা দিবে;

পাইকারী ব্যবসায়ী খুচরা ব্যবসায়ীর কাছ থেকে আদায় করবে ১২০ টাকা এবং ১৮ টাকা মূসক এবং আদায়কৃত মূসক থেকে নিজের দেওয়া মূসক বাবদ ১৫ টাকা রেখে দিবে এবং অবশিষ্ট ৩ টাকা ট্রেজারিতে জমা দিবে; এবং

একই ভাবে খুচরা ব্যবসায়ী ভোক্তার কাছ থেকে আদায় করবে ১৫০ টাকা মূল্য এবং ২২.৫০ টাকা মূসক এবং আদায়কৃত মূসক থেকে নিজের দেওয়া মূসক বাবদ ১৮ টাকা রেখে দিবে এবং অবশিষ্ট ৪.৫০ টাকা ট্রেজারিতে জমা দিবে। রাষ্ট্র তিন দফায় মোট (১৫+৩+৪.৫০)= ২২.৫০ টাকা মূসক পাবে যার সবটাই দেয় ভোক্তা, যদিও সে নিজে টাকাটা ট্রেজারিতে জমা দেয় না।

### ১.৯। মূল্য সংযোজন কর কি হারে পরিশোধ করতে হয়?

সকল ক্ষেত্রে মূসক অভিন্ন ১৫% হারে পরিশোধ করতে হয়। তবে রপ্তানী প্রভৃতির জন্য তা শূন্য হারে প্রযোজ্য। এই সকল ক্ষেত্রে কোন কর দিতে হবে না কিন্তু করদাতা হিসাবে সকল



আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হবে এবং করদাতা যে সকল সুবিধা পেতে পারে তা প্রাপ্য হবে।

### ১.১০। কোন কোন সেবার জন্য প্রযোজ্য মূসক এবং অগ্রিম মূসক বিভিন্ন হারে আদায় করা হয়, তাহলে কি অভিন্ন হারের ব্যত্যয় ঘটছে না?

কোন কোন সেবার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ১৫% হারে মূসক আদায় না ক'রে ১.৫%, ২%, ২.২৫%, ৪%, ৪.৫%, ৫%, ৫.৫%, ৬%, ৯%, ও ১০% হারে এবং আমদানী পণ্যের উপর ৪% হারে অগ্রিম ব্যবসায়ী মূসক (Advance Trade VAT) আদায় করা হয়ে থাকে কিন্তু তা সত্ত্বেও মূসকের অভিন্ন হারের কোন ব্যত্যয় হয়না। এ সকল ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয় যে, সেবা উৎপদনের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ১০% ১৩.৩৩%, ১৫%, ২৬.৬৭%, ৩০%, ৩৩.৩৩%, ৩৬.৬৭%, ৪০%, ৬০%, এবং ৬৬.৬৭% মূল্য বৃদ্ধি বা সংযোজন করা হয়েছে। আমদানী পণ্যের উপর ৪% হারে অগ্রিম ব্যবসায়ী মূসক (Advance Trade VAT) আদায় করার ক্ষেত্রে মনে করা হয় ব্যবসার প্রতিটি স্তরে পরিবহণ, গুদামভাড়া, প্রচার, বাজারজাতকরণ ও মুনাফা বাবদ গড়ে ২৬.৬৭% মূল্য সংযোজন হয়। এই মূল্য বৃদ্ধি বা সংযোজনের উপর ১৫% হারে হিসাব করলে যে পরিমাণ মূসক পাওয়া যায় মোট মূল্যের উপর প্রযোজ্য হ্রাসকৃত হারে হিসাব করলে সেই একই মূসক পাওয়া যাবে।

ধরা যাক, কোন সেবার সরবরাহমূল্য ১০০/-টাকা এর উপকরণের মূল্য ৯০/– টাকা ও সংযোজন ১০/-; এখন ১০ টাকা মূল্য সংযোজনের উপর ১৫% হারে মূসক আসে ১.৫০ টাকা এবং মোট মূল্য ১০০ টাকার উপর ১.৫% মূসক আদায় করলেও আসে ১.৫০ টাকা। তাই এরকম ক্ষেত্রে হিসাব সহজ করার জন্য মোট মূল্যের উপর ১.৫% হারেই মূসক আদায় করা হয়।

১৫% হারে মূসক পরিশোধ করা হলে যেমন উপকরণের উপর পরিশোধিত মূসক রেয়াত নেয়া যায় বা কেটে রেখে অবশিষ্ট মূসক জমা দেয়া যায়, হ্রাসকৃত হারে মূসক পরিশোধের ক্ষেত্রে তেমন রেয়াত নেয়া যায় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

# নিবন্ধন

সারা বিশ্বে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় নিবন্ধন একটি বাধ্যবাধকতা। এই পদ্ধতিতে মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষ সেই সকল ব্যবসায়ীকে চিহ্নিত করেন, যাঁরা মূসক প্রদান করবেন বা ফেরত নেবেন এবং এই ব্যবস্থা কর কর্তৃপক্ষকে প্রাপ্য কর আদায় ও নিরীক্ষা করতে সুযোগ করে দেয়। বেশির ভাগ ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক এই নিবন্ধন ব্যবস্থা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে হিসাবের খাতা ও দলিলাদি রাখতে, প্রদত্ত সরবরাহের জন্য গ্রহণযোগ্য কর চালানপত্র প্রদান করতে এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর দাখিলপত্র জমা দিতে এবং প্রদেয় কর পরিশোধ করতে বাধ্যবাধকতা আরোপ করে। প্রায় সকল মূল্য মূল্য সংযোজন করব্যবস্থায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে উপকরণের উপর পরিশোধিত মূসক কেটে রাখার বা রেয়াত নেবার অধিকার প্রদান করে।

## ২.১। মূসক নিবন্ধিত হওয়ার বাধ্যবাধকতা কাদের?

বাংলাদেশে করযোগ্য পণ্য ও সেবার সকল প্রস্তুতকারী, উৎপাদনকারী অথবা সরবরাহকারীর বার্ষিক সরবরাহের বিপরীতে আয়ের পরিমাণ ৮০ লক্ষ টাকা বা তার অধিক হলে মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

সকল পণ্য ও সেবা আমদানীকারক এবং পণ্য ও সেবার রপ্তানীকারকগণকে তাঁদের করযোগ্য টার্ণওভারের পরিমাণ নির্বিশেষে নিবন্ধিত হতে হয়।

নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক পণ্য ও সেবার সরবরাহকারীকে তাদের বার্ষিক টার্ণওভার ৮০ (আশি) লক্ষ টাকার কম হলেও আবশ্যিকভাবে নিবন্ধিত হওয়ার বিধান রয়েছে। এগুলি হলো-

ফলের রস ও ফ্রুট ড্রিঙ্ক, মিনারেল ওয়াটার, কোমল পানীয়, এনার্জি ড্রিঙ্ক, সিগারেট, বিড়ি, জর্দা ও গুল, এন্টিসেপ্টিক, ডিজইনফেক্ট্যান্ট ও ঔষধ, পেইন্টস, পিগমেন্টস, ভার্ণিশ ও পলিশ, কসমেটিক্স, কেশ পরিচর্যা সামগ্রী, শেভিং সংক্রান্ত প্রসাধন সামগ্রী, ডিওডরেন্ট, বাথসল্ট ও গোসল সামগ্রী, লন্ড্রী সাবান ছাড়া সকল প্রকার সাবান, দিয়াশলাই, মশার কয়েল, ইট, সিরামিক ও পোরসেলিন পণ্য, এমএস প্রোডাক্ট, বৈদ্যুতিক পাখা, ড্রাইসেল ও স্টোরেজ ব্যাটারী, বৈদ্যুতিক বাল্ব এবং রাবার ও প্লাস্টিক ফোম প্রভৃতি পণ্য এবং হিমাগার, বই বাঁধাই সংস্থা, বিভিন্ন ভিডিও ব্যবসা, যান্ত্রিক লন্ড্রি, ফ্রেইট ফরোয়ার্ডস, ট্রাভেল এজেন্সি, ফটো নির্মাতা, প্লান্ট ও মূলধনী যন্ত্রপাতি ভাড়া প্রদানকারী, মিষ্টান্ন ভান্ডার, চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান ও বিউটি পার্লার, করাত কল, বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, আইন পরামর্শক, শব্দ ও আলোক সরঞ্জাম ভাড়া প্রদানকারী, ভূমি বিক্রয়কারী, কোচিং সেন্টার, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, জনশক্তি রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান,



স্টকব্রোকার, সামাজিক ও খেলাধুলা বিষয়ক ক্লাব, ট্যুর অপারেটর, নিজস্ব ব্রান্ড সম্বলিত তৈরী পোশাক শিল্প, তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা এবং বিবিধ সেবা ব্যতীত সকল প্রকার সেবা।

যে সকল প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধিত হওয়ার বাধ্যবাধকতা নেই বা যারা স্বেচ্ছা নিবন্ধন গ্রহণ করেনি এরূপ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মূসক মওকুফ না থাকলে টার্ণওভার ট্যাক্স বা কুটির শিল্প হিসাবে তালিকাভুক্তির বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

## ২.২। করযোগ্য সরবরাহ এবং করযোগ্য টার্ণওভার কি?

ব্যবসা কার্যক্রমে নিয়োজিত ব্যক্তির কাজই হল পণ্য বা সেবা সরবরাহ করা। মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় সরবরাহ কথাটি একটি বৃহৎ প্রেক্ষিতে ব্যবহৃত হয়, যাতে বিক্রয়, হস্তান্তর, ইজারা অথবা অন্য কোন উপায়ে অর্থের বিনিময়ে হস্তান্তরকে বোঝায়। কর যোগ্য সরবরাহ বলতে পণ্য বা সেবা ব্যবসায়ী কর্তৃক নির্দিষ্ট ১৫% (শতকরা পনের ভাগ) হারে অথবা '০' (শূন্য) হারে মূল্য সংযোজন কর আরোপযোগ্য সরবরাহ বোঝায়। আইন দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে অব্যাহতি প্রাপ্ত পণ্য এবং সেবা (মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ এর প্রথম ও দ্বিতীয় তফশীলভুক্ত পণ্য ও সেবা সমূহ) ব্যতীত সকল পণ্য ও সেবার ওপর মূল্য সংযোজন কর আরোপযোগ্য এবং তাই সেগুলি করযোগ্য।

কর যোগ্য 'টার্ণওভার' হল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরবরাহকৃত পণ্য ও সেবার বিনিময়ে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য সকল অর্থ।

## ২.৩। করযোগ্য 'টার্ণওভার' নিবন্ধন পরিসীমার নীচে হলে ব্যবসাটি নিবন্ধিত হতে পারে কিনা?

তিনি স্বেচ্ছা নিবন্ধন নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই পণ্য বিক্রয়ের সময় মূল্য সংযোজন কর আদায়, মাসিক দাখিলপত্র পেশ এবং প্রদেয় কর প্রদান করা সম্পর্কিত বাধ্যবাধকতাগুলো পালন করতে হবে।

## ২.৪। শুধুমাত্র কর অব্যাহতি প্রাপ্ত পণ্য বা সেবার ব্যবসা করেন এমন ব্যবসায়ী নিবন্ধিত হতে পারেন কিনা?

শুধুমাত্র কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য সেবার ব্যবসায়ীও স্বেচ্ছা নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে পারেন।

## ২.৫। কোন ব্যবসায়ীকে নিবন্ধিত হতে হবে কি না এই বিষয়টি কে নির্ধারণ করেন?

কোন ব্যবসায়ীকে নিজেই নির্ণয় করতে হবে যে তাঁকে মূল্য সংযোজন করদাতা হিসাবে নিবন্ধিত হতে হবে কিনা। তাঁকে প্রথমে নিশ্চিত হতে হবে যে তিনি করযোগ্য সরবরাহ করছেন কিনা। করযোগ্য সরবরাহ না করলে নিবন্ধিত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। যদি

তিনি করযোগ্য পণ্য সরবরাহ করেন তবে তাঁকে নিশ্চিত হতে হবে যে, তাঁর বার্ষিক টার্ণওভার ৮০ (আশি) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে কিনা। যদি তা না হয় তবে নিবন্ধনের প্রয়োজন নেই। অবশ্য উভয় ক্ষেত্রেই তিনি স্বেচ্ছা নিবন্ধন করতে পারেন। যদি বার্ষিক 'টার্ণওভার' ৮০ (আশি) লক্ষ টাকা বা তার উর্ধ্বে হয় তবে তিনি সংশ্লিষ্ট স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করবেন। আমদানী ও রপ্তানীকারকগণকে অবশ্য করযোগ্য 'টার্ণওভার' নির্বিশেষে নিবন্ধিত হতে হবে।

### ২.৬। নিবন্ধনের জন্য কখন দরখাস্ত করতে হবে?

যদি কোন ব্যবসায়ীর কোন নির্দিষ্ট ধারাবাহিক ১২ (বার) মাসের করযোগ্য টার্ণওভার ৮০ (আশি) লক্ষ টাকা বা তার উর্ধ্বে হয় তবে তাঁকে সেই বার মাস সময় শেষ হওয়ার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যেই নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে হবে।

নতুন ব্যবসায়ী, যিনি প্রথম ১২(বার) মাসেই নিবন্ধন পরিসীমা অতিক্রম করবে বলে আশা করেন, তাঁকে ব্যবসার শুরুতেই নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে হবে।

### ২.৭। যদি কোন নিবন্ধন যোগ্য ব্যক্তি নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে ব্যর্থ হন তাহলে কি হবে?

যদি নিবন্ধন যোগ্য ব্যক্তি নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে ব্যর্থ হন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যথাযথ তদন্ত শেষে নিশ্চিত হন যে, উক্ত ব্যক্তি নিবন্ধিত হওয়া উচিত ছিল, তবে তিনি স্বয়ং তাকে নিবন্ধিত করবেন এবং তাকে নিবন্ধন নম্বর ও তারিখ জানিয়ে দেবেন।

নির্দিষ্ট সময়ে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে ব্যর্থতার জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জরিমানা এবং নিবন্ধন যোগ্য হওয়ার তারিখ হতে সুদ সমেত সকল বকেয়া কর প্রদান করতে হবে। এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে মামলাও রুজু হতে পারে।

### ২.৮। যদি কোন ব্যবসায়ী কর যোগ্য এবং কর অব্যাহতি প্রাপ্ত উভয় প্রকার পণ্য সরবরাহ করে তবে সে ক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা হবে?

কিছু ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান করযোগ্য এবং অব্যাহতিপ্রাপ্ত উভয় প্রকার পণ্য এবং সেবা সরবরাহ করে থাকেন। নিবন্ধনের প্রয়োজন বিবেচনার জন্য শুধুমাত্র করযোগ্য পণ্য এবং সেবার সরবরাহকেই বিবেচনায় আনা হয়। যদি করযোগ্য টার্ণওভার এর পরিমাণ নিবন্ধন পরিসীমার উর্ধ্বে হয় তবে মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধন নেওয়া আবশ্যকীয়। যদি করযোগ্য টার্ণওভার এর পরিমাণ নিবন্ধন পরিসীমার নিম্নে হয়, এমনকি মোট টার্ণওভার নিবন্ধন পরিসীমার বহু উর্ধ্বে হলেও মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধন নেওয়ার বাধ্যবাধকতা নেই।



### ২.৯। 'শূন্য' হারে পণ্য বা সেবার সরবরাহকারীকে মূল্য মূল্য সংযোজন করনিবন্ধন নিতে হবে কিনা?

'শূন্য' হারে পণ্য বা সেবা সরবরাহকারীর যথা- রপ্তানীকারীর জন্য মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধন নেওয়া আবশ্যকীয়, কেননা, 'শূন্য' হার ভুক্ত পণ্য এবং সেবাসমূহ করযোগ্য হিসাবে পরিগণিত। সকল রপ্তানীকৃত এবং রপ্তানীকৃত বলে গণ্য পণ্য এবং সেবা, 'শূন্য' হার ভুক্ত। সমুদ্রগামী জাহাজের নাবিকগণের বাংলাদেশ জলসীমার বাইরে ব্যবহারের জন্য ভোগ্য সরবরাহ পণ্যও 'শূন্য' হার ভুক্ত।

### ২.১০। চালু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হস্তান্তরের বেলায় মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধন নেওয়া প্রয়োজন কিনা?

চালু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হস্তান্তর বা নিবন্ধন সম্পর্কে কোন বিশেষ বিধান নেই। তবে যদি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটি বার্ষিক মোট টার্ণওভারের ভিত্তিতে মূসকের জন্য নিবন্ধিত হয়ে থাকে তবে মালিকানা অধিগ্রহণকালে নতুন মালিককে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে হবে।

### ২.১১। কোন ব্যবসা কিভাবে নিবন্ধিত হয়?

বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধন হয় ব্যবসার স্থান বা প্রাঙ্গণভিত্তিক। যদি কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের একাধিক শাখা বা সংস্থাপন থাকে তবে সেগুলি বিধিগতভাবে একই প্রতিষ্ঠানের অংশ হওয়া সত্ত্বেও অবশ্যই পৃথক ভাবে নিবন্ধিত হতে হবে। প্রতিটি শাখা বা প্রাঙ্গণের জন্য নিবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত পরিসীমা পৃথকভাবে প্রযোজ্য হয়।

তবে যদি কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শুধু অভ্যন্তরীণ ভোগের জন্য পণ্য সরবরাহ করে এবং এই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখা থাকে যার সকল হিসাব নিকাশ এবং নথিপত্র কেন্দ্রীয় ভাবে সংরক্ষণ করা হয় এবং কেন্দ্রীয় ভাবে ব্যবসা পরিচালনা করা হয়, তবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বিশেষ আদেশ দ্বারা, শুধুমাত্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় দপ্তরকে নিবন্ধিত হতে হবে মর্মে নির্দেশ দিতে পারে। সকল শাখার ঠিকানা এবং ব্যাংক এর বিশদ হিসাব বিবরণী জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অবহিত করতে হবে।

### ২.১২। বিদেশী কোম্পানীর স্থায়ী সংস্থাপন বা 'সাবসিডিয়ারী' ইউনিটের জন্য নিবন্ধন আবশ্যকীয় কিনা?

কোন বিদেশী কোম্পানীর যদি বাংলাদেশে কোন শাখা, 'সাবসিডিয়ারী' বা অন্য কোন স্থায়ী স্থাপনা থাকে তবে তার জন্য স্বাভাবিকভাবে নিবন্ধন নিতে হবে, যদি উক্ত স্থায়ী স্থাপনা থেকে নিবন্ধন পরিসীমার বেশী টার্ণওভারের কর যোগ্য সরবরাহ প্রদান করা হয়।

### ২.১৩। গ্রুপ বা গুচ্ছ নিবন্ধন নেওয়া যায় কি?

না, গ্রুপ বা গুচ্ছ নিবন্ধনের কোন বিধান নেই।

**২.১৪। করযোগ্য পণ্য সরবরাহের পূর্বে নিবন্ধন নেওয়া যায় কিনা?**

হ্যাঁ, এরূপ নিবন্ধন নেওয়া যায়। কোন ব্যক্তি করযোগ্য পণ্য বা সেবা সরবরাহে ইচ্ছুক হলে তাঁর ব্যবসা শুরু করার পূর্বেই মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধন নিতে পারেন।

**২.১৫। মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধনের আবেদনপত্র ফরম কোথায় পাওয়া যাবে?**

মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধনের জন্য আবেদন পত্র (মূসক- ৬) ফরম স্থানীয় মূল্য সংযোজন করদপ্তরে পাওয়া যাবে। নমুনা পরিশিষ্ট ২.১ এ সন্নিবেশিত হল।

**২.১৬। নিবন্ধনের জন্য আবেদনপত্রে কি কি তথ্য প্রদান করতে হয়?**

নিবন্ধনের জন্য আবেদনপত্রে নিম্নবর্ণিত তথ্য সমূহ প্রদান করতে হয় -

- ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম;
- প্রতিষ্ঠানের ধরণ- লিমিটেড কোম্পানী (প্রাইভেট / পাবলিক) / অংশীদারীত্ব/একক মালিকানা/ অন্যান্য;
- কোম্পানী বা গ্রুপের নাম;
- ব্যবসায়িক ঠিকানা (ফোন/ফ্যাক্স/ই-মেইল সহ);
- কারখানার ঠিকানা (ফোন/ফ্যাক্স/ই-মেইল সহ);
- প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা (ফোন/ফ্যাক্স/ই-মেইল সহ);
- চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ব্যক্তিমালিক এর স্থায়ী ঠিকানা;
- কোম্পানী/ব্যক্তিমালিক/ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এর ব্যাংক একাউন্ট নম্বর;
- 'সাবসিডিয়ারী' ইউনিট এর বিশদ বিবরণ;
- কর এর ধরণঃ মূল্য সংযোজন কর/টার্ণওভার কর/কুটির শিল্প;
- করদাতার ধরণঃ উৎপাদক / ব্যবসায়ী / সেবা প্রদান কারী / আমদানী কারক / রপ্তানীকারক;
- অন্যান্য তথ্যঃ ট্রেড লাইসেন্সের বিবরণ/আমদানী নিবন্ধন নম্বর/রপ্তানী নিবন্ধন নম্বর;
- নিবন্ধনের ধরণঃ ইউনিট/কেন্দ্রীয়;
- TIN (করদাতা সনাক্তকরণ নম্বর);
- পূর্বের BIN নম্বর (যদি থাকে)
- যে সকল পণ্য উৎপাদিত হবে বা সেবা প্রদান করা হবে তার ধরণ।



**২.১৭। নিবন্ধনের আবেদন পত্রের সংগে কোন সহায়ক দলিল দাখিল করা আবশ্যকীয় কিনা?**

হ্যাঁ, আবেদন পত্রে প্রদত্ত তথ্যের সমর্থনে দলিলাদি আবেদন পত্রের সাথে দাখিল করতে হবে।

**২.১৮। নিবন্ধনের জন্য পূরণকৃত আবেদন পত্র কোথায় দাখিল করতে হবে?**

মূসক-৬ ফরমে পূরণকৃত আবেদনপত্র, স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে অথবা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ মোতাবেক সহকারী কমিশনারের নিম্ন পদের নহেন এমন কোন কর্মকর্তার নিকট পেশ করতে হবে।

**২.১৯। ব্যবসার বিষয়ে কোন তথ্যগত পরিবর্তন করতে হলে কি করতে হবে?**

ব্যবসার বিষয়ে তথ্যগত কোন পরিবর্তন করতে হলে নিবন্ধিত ব্যক্তিকে কাঙ্খিত পরিবর্তনের ১৪(চৌদ্দ) দিন পূর্বে স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে অবহিত করতে হবে।

**২.২০। নিবন্ধন প্রদান করতে কত সময়ের প্রয়োজন?**

নিবন্ধনের আবেদনপত্র যথাযথ দপ্তরে গৃহীত হবার পর থেকে দু'দিনের মধ্যে নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

**২.২১। মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধন পত্র কে প্রদান করেন?**

মূসক-৮ ফরমে মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধন পত্র প্রদান করেন মূল্য সংযোজন কর এর একজন বিভাগীয় কর্মকর্তা অথবা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ প্রাপ্ত সহকারী কমিশনারের নিম্নপদের নহেন এমন কোন কর্মকর্তা। নিবন্ধন সনদের একটি নমুনা পরিশিষ্ট-২.২ এ প্রদত্ত হলো।

**২.২২। নিবন্ধন পত্র নিয়ে একজন করদাতাকে কি করতে হবে?**

নিবন্ধন পত্রটি নিবন্ধিত ব্যবসায় অঙ্গণের এমন দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করতে হবে যাতে তা সহজেই দৃষ্টি গোচর হয়। ব্যবসা অঙ্গণের 'সাইনবোর্ডে' বা নামফলকে নিবন্ধন নম্বরটি এমনভাবে প্রদর্শিত করতে হবে যা সহজ পাঠ্য হয়।

**২.২৩। মূসক নিবন্ধন পত্র নবায়ন করার প্রয়োজনীয়তা আছে কি?**

না, নিবন্ধন করা হয় স্থায়ীভাবে। পূর্বে বার্ষিক নিবন্ধন ও নবায়নের বিধান ছিল। বর্তমানে তা রহিত করা হয়েছে।

**২.২৪। নিবন্ধন পত্র হারিয়ে অথবা বিনষ্ট হয়ে গেলে কি হবে?**

নিবন্ধন পত্র হারিয়ে অথবা বিনষ্ট হয়ে গেলে, নিবন্ধিত ব্যক্তি নিবন্ধন নম্বর উল্লেখপূর্বক প্রতিলিপির (duplicate certificate) জন্য আবেদন করতে পারেন।

**২.২৫। যদি ব্যবসায়ী তাঁর ব্যবসায় পরিবর্তনের বিষয়ে মূসক কর্তৃপক্ষকে অবগত করতে ব্যর্থ হন?**

ব্যবসায়ের পরিবর্তনের বিষয়ে মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষকে অবগত করার ব্যর্থতা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ যাতে করদাতার জরিমানা ও জেল হতে পারে।

**২.২৬। যদি করযোগ্য টার্ণওভার নিবন্ধন পরিসীমার নীচে নেমে যায় তবে কি হবে?**

যদি করযোগ্য টার্ণওভার নিবন্ধন পরিসীমার নীচে নেমে যায় এবং মূল্য সংযোজন করবিভাগীয় কর্মকর্তা নিশ্চিত হন যে, এই করদাতার নিবন্ধিত থাকার আর প্রয়োজন নেই, তবে নিবন্ধনটি বাতিল করা যেতে পারে।

**২.২৭। যদি কর দাতা করযোগ্য পণ্য সরবরাহ করা বা সেবা দেওয়া বন্ধ করে দেন তবে কি হবে?**

এমন অবস্থায় করদাতাকে সরবরাহ বন্ধের ১৪ দিনের মধ্যে মূসক ফরম-১০ এর মাধ্যমে মূল্য সংযোজন করবিভাগীয় দপ্তরকে অবহিত করতে হবে। মূসক দপ্তর কর্তৃক যথাযথ তদন্ত শেষে নিবন্ধন বাতিল করা হবে।

**২.২৮। কোন কোন ক্ষেত্রে De-registration বা নিবন্ধন মুক্তি হয়?**

De-registration বা নিবন্ধন মুক্তি নিম্নলিখিত কারণে হতে পারে যদিঃ

ব্যবসা শুরুর উদ্দেশ্যে নিবন্ধিত ব্যবসায়ী পণ্য প্রস্তুত বা উৎপাদন এবং সরবরাহ অথবা সেবা প্রদান শুরু করতে ব্যর্থ হন;

- স্বেচ্ছা নিবন্ধন কারী ব্যবসায়ীর ব্যবসার টার্ণওভার নিবন্ধন পরিসীমার নিম্নে থাকে এবং স্বেচ্ছা নিবন্ধনে থাকতে ইচ্ছুক না হন।

**২.২৯। যদি ব্যবসায়ী করদায়ী হন কিন্তু নিবন্ধন মুক্তি (De-registration) চান সে ক্ষেত্রে কি হবে?**

করদায়ীতা সম্পন্ন না করে বা সকল বকেয়া কর পরিশোধ না করে কোন নিবন্ধন মুক্তি বা নিবন্ধন বাতিল করা যায় না। করদাতার পাওনা থাকলে তা, যথাযথ তদন্তও ফেরত নেওয়ার পদ্ধতি প্রতিপালন সাপেক্ষে ফেরত প্রদান করা হয়।



## তৃতীয় অধ্যায়

# টার্ণওভার কর

**৩.১। টার্ণওভার কর কি?**

টার্ণওভার কর মূসক আইনের অধীনে আরোপিত একটি কর যা প্রকৃতিগতভাবে হ্রাসকৃতহারে প্রদানযোগ্য একটি বিশেষ ধরণের মূসক। এক্ষত্রে নিম্নবর্ণিত কিছু শর্ত প্রযোজ্য-

(ক) পণ্য ও সেবা উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের উপর পরিশোধিত মূসক রেয়াত নেওয়া যায় না;

(খ) এক বৎসরে উৎপাদিত বা উৎপাদিতব্য পণ্য বা সেবার মোট সরবরাহ মূল্য করয়োগ্য পরিসীমার কম হতে হবে;

(গ) যে সকল পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিসীমা নির্বিশেষে বাধ্যতামূলক নিবন্ধন ও মূসক প্রদানের আদেশ প্রদান করে সেক্ষেত্রে টার্ণওভার কর প্রযোজ্য হবে না এবং

(ঘ) আমদানী পর্যায়ে মূসক ও অগ্রিম মূসক আদায়ের ক্ষেত্রেও টার্ণওভার কর প্রযোজ্য হবে না।

**৩.২। টার্ণওভার করের পরিসীমা কত?**

টার্ণওভার করের সর্বোচ্চ সীমা ৮০ লক্ষ টাকা, সরকার সময় সময় প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই সীমা পরিবর্তন করে থাকে।

**৩.৩। টার্ণওভার করদাতাকে মূসকের পরিবর্তে টার্ণওভার কর দিতে হলে কি করতে হবে?**

ফরম মূসক-৬ পূরণ করে বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট আবেদনপত্র দখিল করে তালিকাভুক্ত হতে হবে। আবেদন পত্র প্রাপ্তির পর বিভাগীয় কর্মকর্তা ঘোষিত টার্ণওভার যুক্তিযুক্ত মনে করলে তালিকাভুক্ত করবেন এবং একটি প্রত্যয়নপত্র দেবেন। তালিকাভুক্তির তারিখ থেকে পরবর্তী প্রত্যেক বৎসরের প্রথম ত্রিশ দিনের মধ্যে বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট উক্ত বৎসরের প্রাক্কলিত টার্ণওভারের পরিমাণ এবং কর প্রদান পদ্ধতি সংক্রান্ত একটি ঘোষণা (প্রথম ও দ্বিতীয় অনুলিপিসহ) ফরম "মূসক-২খ" এ প্রদান করতে হবে।

**৩.৪। টার্ণওভার করদাতাকে টার্ণওভার কর কবে থেকে, কি হারে এবং কি ভাবে পরিশোধ করতে হবে?**

তালিকাভুক্ত যে কোন ব্যক্তিকে তালিকাভুক্তির তারিখ থেকেই ৩% (শতকরা তিন ভাগ) হারে টার্ণওভার কর প্রদান করতে হবে। তালিকাভুক্ত ব্যক্তি টার্ণওভার কর বার্ষিক এককালীন প্রদান করতে পারবেন, ইচ্ছা করলে, মাসিক বা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতেও প্রদান করতে পারবেন।

সকল ক্ষেত্রে তালিকাভুক্ত হওয়ার পরবর্তী ত্রিশ দিনের মধ্যেই ১/১১৩৩/০০০০/০৩১৩ খাতে সরকারী ট্রেজারীতে টার্ণওভার কর জমা প্রদান করতে হবে। এককালীন টার্ণওভার কর প্রদানকারীকে সমুদয় কর এককালীন এবং মাসিক ও ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে টার্ণওভার কর প্রদানকারীকে মোট টার্ণওভার করের যথাক্রমে বার ভাগের এক ভাগ ও চার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ পরিশোধ করতে হবে। অবশিষ্ট প্রদেয় টার্ণওভার কর, মাসিক ভিত্তির ক্ষেত্রে পরবর্তী প্রতি মাসের পনের দিনের মধ্যে এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তির ক্ষেত্রে, প্রতি তিন মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পনের দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

**৩.৫। টার্ণওভার করদাতাকে কি ভাবে দাখিলপত্র পেশ করতে হবে?**

এককালীন টার্ণওভার কর প্রদানকারীকে বৎসরে শুধুমাত্র একবার ফরম "মূসক-৪" এ সংশ্লিষ্ট রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট একটি দাখিলপত্র পেশ করতে হবে এবং দাখিলপত্রের সাথে টার্ণওভার কর পরিশোধের প্রমাণস্বরূপ ট্রেজারী চালানের মূল কপি সংযুক্ত করতে হবে। মাসিক ও ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে টার্ণওভার কর পরিশোধের ক্ষেত্রে তালিকাভুক্ত হওয়ার দিন থেকে শুরু করে যথাক্রমে প্রতি মাস ও প্রতি তিন মাস (ইংরেজি মাস) অতিক্রান্ত হওয়ার পনের দিনের মধ্যে ফরম "মূসক-৪" - এ রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট পৃথক পৃথক কর মেয়াদের জন্য দাখিলপত্র পেশ করতে হবে এবং দাখিলপত্রের সাথে টার্ণওভার কর পরিশোধের প্রমাণস্বরূপ ট্রেজারী চালানের মূল কপিও সংযুক্ত করতে হবে।

**৩.৬। কোন বৎসরের মাঝখানে উক্ত বৎসরের প্রাক্কলিত টার্ণওভারের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে নিবন্ধন পরিসীমা অতিক্রম করলে কি হবে?**

তালিকাভুক্ত ব্যক্তির প্রকৃত বার্ষিক টার্ণওভার তালিকাভুক্তির পর যে কোন সময় নিবন্ধন পরিসীমার (বর্তমানে আশি লক্ষ টাকা) পরিমাণের অধিক হলে তাকে তালিকাভুক্তি নম্বর বাতিলের আবেদনপত্র সহ ধারা ১৫ এর অধীন নিবন্ধনের জন্য ফরম মূসক-৬ এ সংশ্লিষ্ট স্থানীয় মূল্য মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে আবেদন করতে হবে।

**৩.৭। টার্ণওভার করদাতাকে কি কি দলিলাদি সংরক্ষণ করতে হবে?**

(১) টার্ণওভার করদাতাকে পণ্য বা সেবা সরবরাহের সময় ক্রেতার অনুকূলে ক্যাশ মেমো প্রদান করতে হবে;

(২) ইস্যুকৃত ক্যাশ মেমো'র উপর সুস্পষ্টভাবে টার্ণওভার কর তালিকাভুক্তির নম্বর উল্লেখিত থাকতে হবে;

(৩) টার্ণওভার কর তালিকাভুক্ত ব্যক্তিকে ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাব ফরম মূসক-১৭ক রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে;

(৪) ফরম মূসক-৪ এ দাখিলপত্র পেশ করতে হবে;

(৫) দাখিলপত্রের সাথে কর পরিশোধের প্রমাণ ট্রেজারী চালানের কপি সংযুক্ত করতে হবে।

উল্লেখিত দলিলাদি ৬ (ছয়) বৎসর সংরক্ষণ করতে হবে।



চতুর্থ অধ্যায়

# মূল্য ঘোষণা

বাংলাদেশে মূল্য মূল্য সংযোজন করব্যবস্থায় পণ্য ও সেবার মূল্য ঘোষণা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে এদেশের আইনী বিধান ও প্রয়োগ এতটাই কঠোর যে, অনেকেই এটাকে এক্সাইজ যুগের প্রেতাত্মা বলে উপহাস করে। প্রস্তাবিত নুতন মূসক আইনে মূল্য ঘোষণার বাধ্যবাধকতা থাকবেনা বলে ঘোষণা করা সত্ত্বেও ২০১২ সালের বাজেটে প্রথমবারের মত কোন কোন সেবার মূল্য ঘোষণা দেবার বাধ্য-বাধকতা আরোপ করা হয়েছিল। ২০১৩ সালের বাজেটে সেটি প্রত্যাহার করা হয়েছে কিন্তু মূসক কর্মকর্তাদের ক্ষমতা দিয়ে মূল্য ঘোষণার বাধ্যবাধকতার সাথে উপকরণ কর রেয়াত বাতিল করার আইনী ব্যবস্থা করা হয়েছে যা প্রায় সামন্তযুগীয় ব্যবস্থার নামান্তর। সুতরাং মূল্য ঘোষণা এখনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

**৪.১। মূল্য ঘোষণা কি?**

মূল্য সংযোজন কর (মূসক) আরোপযোগ্য পণ্যের উৎপাদনকারী, সেবা প্রদানকারী বা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, তার পণ্য / সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে ক্রেতার নিকট হতে যে পণ (মূল্য) প্রাপ্য হন, সেই মূল্যের উপর মূসক প্রদেয় হয়। মূসক আরোপযোগ্য পণ্য উৎপাদক বা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে করযোগ্য পণ্য সরবরাহের পূর্বে তার উৎপাদিত বা সরবরাহযোগ্য পণ্যের উপর প্রদেয় মূসক বা, ক্ষেত্রমত, মূসক ও সম্পূরক শুল্ক ধার্যের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট পণ্যের উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক বা সহগ (Input-output co-efficient) সহ পণ্যের উপকরণ মূল্য ও পণ্য প্রস্তুত/উৎপাদন সংশ্লিষ্ট যাবতীয় খরচ তথা মূল্যের বিভিন্ন নিয়ামক সম্পর্কে বিশদ ঘোষণা নির্ধারিত ফরমে দাখিল করতে হয়, একেই মূল্য ঘোষণা বলে।

**৪.২। সকল উৎপাদক, সরবরাহকারী ও ব্যবসায়ীর জন্য মূল্য ঘোষণা কি বাধ্যতামুলক?**

পণ্য সরবরাহের পূর্বে নিবন্ধিত উৎপাদক, প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী এবং প্রকৃত মূল্য সংযোজনের ভিত্তিতে মূসক পরিশোধকারী ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে পণ্যের ভিত্তি সম্পর্কিত ঘোষণা প্রদান বাধ্যতামুলক।

সেবা উৎপাদন ও সরবরাহকারীর জন্য মূল্য ঘোষণা দেবার বিষয়টি বোর্ডের উপর ন্যস্ত ছিল। এতদিন বোর্ড তা কার্যকর করেনি। ২০১২ সালের ১ জুলাই থেকে হোটেল, ভবন নির্মাণ সংস্থা, ট্রাভেল এজেন্ট, কম্যুনিটি সেন্টার, মিষ্টান্ন ভান্ডার, আসবাবপত্রের বিপণন, কুরিয়ার ও এক্সপ্রেস মেইল, বিউটি পার্লার, অডিট ও একাউন্টিং ফার্ম, শিপিং এজেন্ট, এয়ারকন্ডিশনড্ বাস, লঞ্চ ও রেল সেবা, স্যাটেলাইট ক্লাব সার্ভিস, সিকিউরিটি সার্ভিস, আইন পরামর্শক, হেলথ ক্লাব, যানবাহন ভাড়া প্রদানকারী, আর্কিটেক্ট, ইন্টেরিয়র ডিজাইনার

ও ডেকোরেটর, ব্যাংকিং ও নন-ব্যাংকিং সেবা, বিমান বা হেলিকপ্টার ভাড়া প্রদানকারী, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত টেইলরিং শপ, থিম পার্ক ও এমিউজমেন্ট পার্ক, পিকনিক স্পট, শুটিং স্পট ও পর্যটন স্থান বা স্থাপনা-র ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ফরমে মূল্য ঘোষণার বিধান করা হয়েছিল। ২০১৩ সালের বাজেটে বিধানটি প্রত্যাহার করা হয়েছে।

**৪.৩। মূল্য ঘোষণা কখন, কিভাবে এবং কোন দপ্তরে দাখিল করতে হবে?**

পণ্য সরবরাহের পূর্বেই নিবন্ধিত ব্যক্তি তৎকর্তৃক উৎপাদিত বা সরবরাহযোগ্য পণ্যের ভিত্তি সম্পর্কিত একটি ঘোষণা ফরম "মূসক-১", ব্যবসায়ী বা বাণিজ্যিক আমদানীকারক ফরম "মূসক-১খ", চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে পণ্যের উৎপাদক পণ্যের স্বত্বাধিকারীর নিকট থেকে প্রতি পণ্যের জন্য যে পণ বা মূল্য গ্রহণ করবেন তার ভিত্তিতে ফরম "মূসক-১" এ ঘোষণা দুই প্রস্থে বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট দাখিল করবেন।

উৎপাদক বা সরবরাহকারী প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন করও সম্পূরক শুল্ক ধার্যের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট পণ্যের উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক বা সহগ (input-output co-efficient) সহ মূল্যভিত্তি ঘোষণা দাখিল করবেন ।

**৪.৪। দাখিলকৃত মূল্য ঘোষণায় কি কি ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে?**

দাখিলকৃত মূল্য ঘোষণায় নিম্নলিখিত ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে-

(১) ক্রয়কৃত উপকরণের মূল্য,

(২) যাবতীয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎপাদন ব্যয়

[মজুরি, বেতন, ভ্রমণ ব্যয়, আপ্যায়ন ইত্যাদি সকল প্রকার প্রশাসনিক ব্যয়; মেরামত, মেশিনের অবচয়, ব্যাংক সুদ, উন্নয়নমূলক কাজ, কোন পণ্য বা সেবা ক্রয় বাবদ ব্যয়/খরচ]

(৩) প্রদত্ত কমিশন, চার্জ, ফি, সম্পূরক শুল্কসহ সকল শুল্ক ও কর (মূসক ব্যতীত), এবং মুনাফা।

**৪.৫। দাখিলকৃত মূল্য ঘোষণা সম্পর্কে কত দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করতে হবে?**

বিভাগীয় কর্মকর্তা ঘোষণা প্রাপ্তির পনের কার্যদিবসের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদানের কাজ সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হলে ঘোষিত বিষয়ে তাঁর কোন আপত্তি নাই বলে গণ্য হবে। ঘোষিত মূল্য বৃদ্ধিসহ মূল্য ঘোষণা সংশোধনের ক্ষেত্রে করদাতাকে যুক্তিসঙ্গত শুনানীর সুযোগ দিতে হবে।



**৪.৬। ঘোষিত মূল্য বিষয়ে বিভাগীয় কর্মকর্তা কি কি কারণে আপত্তি বা সংশোধন করতে পারেন?**

বিভাগীয় কর্মকর্তা নিম্নবর্ণিত অসঙ্গতিগুলোর কারণে ঘোষিত মূল্য বিষয়ে সংশোধন বা আপত্তি উত্থাপন করতে পারেন-

- পণ্যের ঘোষিত মূল্যভিত্তি আইনের ধারা ৫ এর বিধানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ, বা
- ঘোষিত মূল্যের মধ্যে কোন ব্যয় অন্তর্ভুক্ত না হলে, বা
- একই অধিক্ষেত্রে বা অন্য অধিক্ষেত্রে অনুরূপ প্রকৃতি ও গুণগত মানের একই পণ্যের মূল্যভিত্তির তুলনায় ঘোষিত মূল্যভিত্তি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কম, বা
- ঘোষিত মূল্যে প্রদর্শিত মূল্য সংযোজনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কম, বা
- পণ্যের সরবরাহকারী ও সরবরাহ-গ্রহীতার মধ্যে বিদ্যমান কোন সম্পর্কের কারণে বা তাদের পারস্পরিক বা যে কোন এক পক্ষের আর্থিক সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে ঘোষিত মূল্য বা মূল্যভিত্তি উল্লেখযোগ্যভাবে কম হয়, এবং সে কারণে মূসক ও সম্পূরক শুল্ক কম পরিশোধিত হয়েছে বা কম পরিশোধ হতে পারে বলে প্রতীয়মান হয়।

**৪.৭। বিভাগীয় কর্মকর্তা ঘোষিত মূল্য বর্ধিত করে নির্ধারণের ক্ষেত্রে আপত্তি থাকলে মূল্য ঘোষণাকারীর করণীয় কি?**

বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য ঘোষিত মূল্য অপেক্ষা উচ্চতর হলে এবং সে ক্ষেত্রে মূল্য ঘোষণাকারীর আপত্তি থাকলে উক্ত মূল্য অনুমোদনের/নির্ধারণের তারিখ থেকে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত নিরূপিত ভিত্তি পুনর্বিবেচনার জন্য সংশ্লিষ্ট কমিশনারের নিকট আবেদন দাখিল করতে পারবেন। কমিশনার আবেদনকারীকে যুক্তিসঙ্গত শুনানীর সুযোগ দিয়ে আপীলটির নিস্পত্তি করবেন। আবেদন প্রাপ্তির তারিখ থেকে পনের কার্যদিবসের মধ্যে কমিশনার উক্ত আবেদনের উপর সিদ্ধান্ত প্রদান করতে ব্যর্থ হলে তিনি আবেদনটি মঞ্জুর করেছেন বলে গণ্য হবে।

**৪.৮। আপীল আবেদন ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে কমিশনার পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করতে পারেন?**

কমিশনার-

- নিবন্ধিত ব্যক্তির আবেদনক্রমে বা
- স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বা
- বিভাগীয় কর্মকর্তার অনুরোধক্রমে পণ্যের বাজার উঠা-নামার কারণে বা
- তাঁর বিবেচনায় অন্য কোনো বিশেষ কারণে

কোনো পণ্য বা পণ্য শ্রেণীর ক্ষেত্রে কর নিরূপণের জন্য ভিত্তিমূল্য স্থির করতে পারেন।

### ৪.৯। পূর্বে ঘোষিত এবং অনুমোদিত মূল্য ঘোষণায় কোন পরিবর্তন হলে করণীয় কি?

ঘোষিত মূল্যভিত্তির কোন পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন হলে, উক্ত পরিবর্তন কার্যকর করার সাত কার্যদিবস পূর্বে নিবন্ধিত ব্যক্তি ফরম মূসক-১ বা, ক্ষেত্রমত, মূসক-১খ এ মূল্যভিত্তির একটি নতুন ঘোষণা বা পূর্বে দাখিলকৃত ঘোষণার সংশোধনী, যাই প্রযোজ্য হোক না কেন, বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট দাখিল করবেন এবং নতুনভাবে বা সংশোধিত ঘোষিত মূল্যভিত্তি অনুযায়ী প্রদেয় কর নিরূপণ ও পরিশোধ করবেন। বিভাগীয় কর্মকর্তা ঘোষিত মূল্য সম্পর্কিত তথ্যাদি তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট সার্কেল রাজস্ব কর্মকর্তা এবং কমিশনারের দপ্তরের কম্পিউটার সেলকে অবহিত করবেন।

ক্রেতার নিকট থেকে প্রাপ্য পণের পরিবর্তন না ঘটলে এবং মূল্য সংযোজন পরিবর্তনের হার পাঁচ শতাংশের কম হলে, নতুন ঘোষণা প্রদানের প্রয়োজন হবে না।

### ৪.১০। ট্যারিফ মূল্য কি? ট্যারিফ মূল্যের ক্ষেত্রে কি মূল্য ঘোষণা দিতে হবে?

বোর্ড, জনস্বার্থের গুরুত্ব বিবেচনা ও যথোপযুক্ত অনুসন্ধানপূর্বক যে কোন করযোগ্য পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর, বা ক্ষেত্রমতে, মূল্য সংযোজন করও সম্পূরক শুল্ক ধার্য করার লক্ষ্যে একটি সুনির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারণ করতে পারে, এই সুনির্দিষ্ট মূল্যকে ট্যারিফ মূল্য বলে। বোর্ড সরকারী গেজেটে জারিকৃত আদেশ দ্বারা উক্ত করযোগ্য পণ্য বা সেবার ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ করে। ট্যারিফ মূল্যের ক্ষেত্রে উপকরণ কর রেয়াত নেবার কোন সুযোগ থাকে না।

ট্যারিফ মূল্যের ক্ষেত্রেও মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হয় (মূসক ফরম -১ক)। তবে সেক্ষেত্রে অনুমিত মূল্য যাই হোক না কেন ট্যারিফ মূল্যের ভিত্তিতে মূসক পরিশোধ করতে হবে।

### ৪.১১। অভিন্ন মূল্যে পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে মূল্য ঘোষণার পদ্ধতি কি?

কোন উৎপাদনকারী বা আমদানীকারক পণ্যের গায়ে বা ধারকে বা প্যাকেটে মুদ্রিত আকারে অভিন্ন মূল্যে পণ্য সরবরাহ করতে চাইলে উৎপাদনকারী কর্তৃক উৎপাদন পর্যায়ে এবং আমদানীকারক কর্তৃক সরবরাহ পর্যায়ে, বোর্ডের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সমুদয় কর পরিশোধ সাপেক্ষে, সরবরাহ করতে পারবে। সেক্ষেত্রে-

- দেশের সর্বত্র অভিন্ন মূল্যে পণ্য সরবরাহ করতে হবে;
- বিধি মোতাবেক মূসক-১ বা মূসক-১খ ফরমে মূল্য ঘোষণা করতে হবে;
- উক্ত মূল্য ঘোষণায় উৎপাদন পর্যায়ের এবং চূড়ান্ত সরবরাহ পর্যায়ের যাবতীয় ব্যয়, মুনাফা ও কমিশন পৃথক ভাবে দেখাতে হবে;
- ঘোষিত অভিন্ন মূল্য পণ্যের গায়ে বা ধারকে বা প্যাকেটের গায়ে দৃশ্যমান স্থানে অনপনীয় কালিতে মুদ্রিত থাকতে হবে;



- দেশের সর্বত্র অভিন্ন মূল্যে পণ্য সরবরাহ করা হবে মর্মে একটা অঙ্গীকারনামা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে দাখিল করতে হবে;
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে অঙ্গীকারনামা দাখিল করার সময় পণ্যের গায়ে বা ধারকে বা প্যাকেটে মুদ্রিত মূল্যের পাশে বা উপরে বা নীচে “মূসক পরিশোধিত” মুদ্রণ সম্বলিত পণ্যের নমুনা দাখিল করতে হবে;
- নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্র বা পরিবেশক বা ডিলার বা এজেন্ট কর্তৃক পণ্য সরবরাহ বা বিক্রয়কালে মূসক-১১ চালানে “উৎসে সমুদয় মূসক পরিশোধিত” মর্মে সিল দিয়ে সরবরাহ করতে হবে।

### ৪.১২। অভিন্ন মূল্যে পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্র ব্যতীত পণ্যের গায়ে খুচরা মূল্য মুদ্রিত থাকলে মূল্য ঘোষণার পদ্ধতি কি?

এরোসল, ডিজইনফেক্টেন্ট এবং সিগারেটের জন্য প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়া মোড়কজাত অন্যান্য ভোগ্যপণ্যে বর্তমানে খুচরা মূল্য মুদ্রিত থাকে। এ সকল ক্ষেত্রে পণ্যের উৎপাদক ইচ্ছা করলে, নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, পণ্যের গায়ে বা মোড়কে মুদ্রিত মূল্যের ন্যূনতম দুই-তৃতীয়াংশ মূল্যের উপর মূসক প্রদান করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে তাকে-

- পণ্যের গায়ে বা ধারকে বা প্যাকেটের গায়ে দৃশ্যমান স্থানে খুচরা মূল্য লক্ষ্যণীয় ও অনপনীয়ভাবে মুদ্রিত থাকতে হবে;
- ফরম ‘মূসক-১ঘ’ তে বিভাগীয় কর্মকর্তার কার্যালয়ে মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হবে;
- বিভাগীয় কর্মকর্তার অনুমোদন সাপেক্ষে ঘোষিত মূল্য, ঘোষণা প্রদানের তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

### ৪.১৩। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে বা সংশোধিত ঘোষণা প্রদান করতে ব্যর্থ হলে কি কি অসুবিধা হতে পারে?

মূল্য ঘোষণা একটি আইনী বিধান। বিক্রয়মূল্যে পরিবর্তন সাধন বা উপকরণ মূল্যে ৫% বা তার বেশী হ্রাস / বৃদ্ধি হওয়ার ক্ষেত্রে সংশোধিত মূল্য ঘোষণা প্রদানও একটি আইনী বাধ্যবাধকতা যা পরিপালন করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ঘোষণা বা সংশোধিত ঘোষণা প্রদান না করা হলে-

- বিভাগীয় কর্মকর্তা মূল্য ঘোষণার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন;
- কমিশনার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শুনানী প্রদানপূর্বক মূল্য নিরূপণ করে দিতে পারেন; এবং
- আইনের বিধান প্রতিপালন না করার জন্য মূল্য সংযোজন করবিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ৩৫ এর বিধান এবং মূল্য সংযোজন করআইন, ১৯৯১ এর ধারা ৩৭ এর বিধান অনুসারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

## পঞ্চম অধ্যায়

# কর চালান পত্র

কর চালানপত্র পূর্ণাঙ্গ মূল্য সংযোজন করব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দলিল। কর চালানপত্র মূসক কার্যক্রম নীরিক্ষা কাজের ধারায় একটি মূখ্য উপাদান। মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় নিবন্ধিত করদাতাকে করযোগ্য সকল পণ্য ও সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে কর চালানপত্র প্রদান করার আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে; এবং এই চালানপত্র মূসক বিধি মোতাবেক সুনির্দিষ্ট ছকে প্রদান করতে হবে। করযোগ্য সরবরাহের মধ্যে 'শূন্য' হার আরোপ যোগ্য পণ্য ও সেবা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কোন করদাতাকে পরিশোধিত উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করতে হলে উক্ত কর পরিশোধের প্রমাণস্বরূপ গ্রহণযোগ্য কর চালান পত্র সংরক্ষণ করতে হবে।

### ৫.১। কর চালানপত্র কি?

করযোগ্য পণ্য বা সেবা সরবরাহকালে নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক সুনির্দিষ্ট ফরমে এবং পদ্ধতিতে প্রদত্ত করচালানপত্র করযোগ্য সরবরাহ এবং পরিশোধিত মূসকের পরিমাণ সম্পর্কে প্রমাণ বহন করে। পৃথকভাবে পরিবহনকৃত হলে প্রতিটি পণ্য চালানের জন্য একটি কর চালানপত্র অবশ্যই প্রদান করতে হবে। বাংলাদেশে নির্ধারিত মূসক-১১ এবং মূসক-১১ক ফরমে কর চালানপত্র প্রদান করতে হয়।

### ৫.২। কর চালানপত্রে কি কি তথ্য প্রদানের প্রয়োজন হয়?

একটি কর চালানপত্র ক্রমিক নম্বর সম্বলিত হবে এবং তাতে থাকবেঃ

- সরবরাহকারীর নাম ও ঠিকানা
- সরবরাহকারীর ব্যবসায় সনাক্তকরণ নম্বর (Business Identification Number বা BIN)
- ক্রেতার নাম ও ঠিকানা
- ক্রেতার ব্যবসায় সনাক্তকরণ নম্বর (BIN)
- পণ্য বিলির (delivery) ঠিকানা এবং পরিবহণ সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ (যানবাহনের নিবন্ধন নম্বর সহ)
- চালান পত্র প্রদানের তারিখ ও সময়
- পণ্য প্রকৃত অপসারণের তারিখ ও সময় (পণ্যের ক্ষেত্রে)
- পণ্যের ধরণ ও পরিমাণ অথবা প্রদত্ত সেবার ধরণ
- ভিত্তিমূল্য



- কোন প্রযোজ্য সম্পূরক শুল্ক এবং শুল্কসহ মূল্য সংযোজন করের পরিমাণ এবং মূসকসহ চূড়ান্ত কর চালানপত্রের একটি কপি পরিশিষ্ট-৫.০১ এ দেওয়া হল।

### ৫.৩। করদাতাগণ চালানপত্রে মূসক কিভাবে দেখান?

মূসক নির্ণয়ের মূল্য হল পণ্য ও সেবার ভিত্তিমূল্য এবং আরোপযোগ্য সম্পূরক শুল্ক। শুল্কসহ এই মূল্যের উপরে ১৫% হারে মূল্য সংযোজন কর নিরূপিত হয়। উদাহরণস্বরূপ একটি নমুনা চালানপত্রের অংশ বিশেষ নিম্নে প্রদর্শিত হলঃ

| ক্রমিক নং | পণ্য বা সেবার বর্ণনা | পরিমাণ | সম্পূরক শুল্কের জন্য ভিত্তি (টাকায়) | ২০% হারে সম্পূরক শুল্কের পরিমাণ (টাকায়) | মূসকের ভিত্তিমূল্য (৪+৫) | মোট মূসক ১৫% | সম্পূরক শুল্ক ও মূসকসহ মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| ১ | বাই-সাইকেল | ৫০টি | ২,৫০,০০০ | ৫০,০০০ | ৩০০,০০০ | ৪৫,০০০ | ৩৪৫,০০০ |

### ৫.৪। পরিপূর্ণ মূল্য সংযোজন কর চালানপত্র কি সকল ক্ষেত্রেই প্রদান করতে হবে?

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কিছু গ্যাস উত্তোলন ও সঞ্চালন কোম্পানী, কিছু জ্বালানী তেল পরিবেশেন কোম্পানী, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন কোম্পানী, বন্দর কর্তৃপক্ষ, ঢাকা পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (WASA) এর ন্যায় পানি সরবরাহ কর্তৃপক্ষ, বীমা কোম্পানীসমূহ প্রভৃতি কতিপয় কর্তৃপক্ষকে তাদের নিজস্ব চালান পত্রকে কর চালান পত্র হিসাবে গণ্য করার অনুমতি দিয়েছে। তবে শর্ত হল যে, সে সকল চালানপত্র বার্ষিক ভিত্তিতে ক্রমিক নম্বর সম্বলিত এবং মূসক নিবন্ধন নম্বর সন্নিবেশিত হতে হবে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস ও লঞ্চ সার্ভিস এর জন্য প্রদত্ত টিকিট, সিনেমা টিকিট এবং উৎসে কর্তিত মূসক এর ব্যাপারে প্রদত্ত সার্টিফিকেটও মূল্য সংযোজন করচালান পত্র হিসাবে গণ্য হবে এবং মূসক নিরীক্ষা কার্যক্রমের জন্য সেগুলি বিধিবদ্ধ সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে।

অনিবন্ধিত ক্রেতার নিকট সরবরাহকালে নিবন্ধিত সরবরাহকারী মূসক ফরম ১১ক ছকে কর চালান পত্র প্রদান করবেন যাতে মূল্য সংযোজন কর পৃথক ভাবে উল্লেখ থাকবে না, শুধুমাত্র মূসক সম্বলিত উল্লেখ থাকবে। মূসক ১১ক এর একটি কপি পরিশিষ্ট-৫.০২ এ পেশ করা হল। নির্দিষ্ট ধরণের ব্যবসার ক্ষেত্রে নিবন্ধন নির্বিশেষে মূসক ১১ক চালানপত্র দেওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। যে ধরনের ব্যবসায় ক্ষেত্রে এই বিধান করা হয়েছে তার একটি তালিকা পরিশিষ্ট-৫.০৩ যুক্ত করা হল।

একই লেনদেনের ক্ষেত্রে মূসক ১১ এবং মূসক ১১ক প্রদান করা যাবেনা।

**৫.৫। বৈদেশিক মুদ্রায় কি কোন মূল্য সংযোজন করচালানপত্র প্রদান করা যাবে?**

বৈদেশিক মুদ্রায় কর চালান পত্র প্রদান করা যায়। তবে মূল্য সংযোজন কর নিরূপণের প্রয়োজনে কর চালানপত্র প্রদানের দিনে বিদ্যমান বিনিময় হারে বৈদেশিক মুদ্রাকে টাকায় রূপান্তর করতে হবে। চালানপত্র প্রদানের অন্যান্য বাধ্যবাধকতা অপরিবর্তিত থাকবে।

**৫.৬। কর চালানপত্র কয় কপি প্রদান করতে হয়?**

তিন অংশের সেট হিসাবে ৫০ সেটের বাঁধাই পুস্তক থেকে তিন প্রস্থে কর চালানপত্র প্রস্তুত করা হয়। কর চালান পত্র দ্বিমূখী কার্বন কাগজ ব্যবহার করে প্রদান করা হয়, যাতে প্রথম পৃষ্ঠায় লিখিত করচালান সংশ্লিষ্ট তথ্যসমূহ প্রথম এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠার উভয় পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত হয়। তিন পাতার কর চালান পত্র তিন রং এর হয়, যেমন-

- মূল কপি সবুজ
- দ্বিতীয় কপি হলুদ
- তৃতীয় কপি সাদা

অনিবন্ধিত ক্রেতার নিকট বিক্রয়কালে মূসক ১১ক ফরমে দ্বিমুখী কর চালানপত্র প্রদান করতে হয়।

**৫.৭। কর চালান পত্র কিভাবে বিতরণ করা হয়?**

কর চালান পত্রের কপিগুলি নিম্নলিখিতভাবে বিতরণ করা হয়ঃ

- চালানপত্রের মূল কপি ক্রেতাকে প্রদান করা হয়। এটা গন্তব্যস্থল পর্যন্ত পণ্য চালানের সঙ্গে রাখতে হবে।
- দ্বিতীয় কপি সরবরাহকারী কর্তৃক পণ্য সরবরাহের (প্রকৃত স্থানান্তরের) ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে স্থানীয় মূল্য সংযোজন করকার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
- তৃতীয় কপি চালানপত্র-পুস্তিকার সংগে সংযুক্ত অবস্থায় সরবরাহকারীর বাণিজ্যিক অঙ্গণে (দপ্তরে) ৬ (ছয়) বৎসর সংরক্ষিত হবে।
- মোটরযান এবং জলযান সরবরাহ করার বেলায় চালানপত্রের মূলকপি যানবাহন নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করতে হবে।
- রপ্তানীর ক্ষেত্রে চালানপত্রের মূল ও দ্বিতীয় কপি স্থানীয় মূসক কার্যালয়ে মূসক ফরম ২০ এর সঙ্গে পেশ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট চালানটি পরীক্ষার পর মূল চালানপত্রটি রপ্তানীস্থলের শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করা হয়।



- অনিবন্ধিত ক্রেতার নিকট পণ্য সরবরাহের জন্য মূসক ফরম ১১ক এর মূল কপি ক্রেতাকে প্রদান করতে হবে এবং দ্বিতীয় কপি সরবরাহকারীর বাঁধা চালান বই এ ছয় বছরের জন্য রক্ষিত হবে।

**৫.৮। কর চালানপত্র কে প্রদান করবেন?**

করযোগ্য সরবরাহের জন্য একজন নিবন্ধিত করদাতা কর চালানপত্র প্রদান করবেন।

**৫.৯। অনিবন্ধিত ব্যক্তি করচালান পত্র প্রদান করতে পারেন কি?**

একজন অনিবন্ধিত ব্যক্তি স্বাভাবিক ব্যবসায়িক লেনদেনে বাণিজ্যিক চালানপত্র প্রদান করতে পারেন, তবে তা কর চালানপত্র নয়। মূসকের জন্য নিবন্ধিত নয় এরূপ ব্যক্তি কর চালান পত্র প্রদান করতে পারেন না।

**৫.১০। নিজস্ব ব্যবহারের জন্য সরবরাহের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা কি?**

যদি নিবন্ধিত ব্যক্তি তাঁর প্রস্তুতকৃত পণ্য বা তাঁর ব্যবসায়িক মজুদ থেকে নিজস্ব ব্যক্তিগত বা ব্যবসা বহির্ভূত ব্যবহারের জন্য সরবরাহ গ্রহণ করেন, তবে দৈনিক ভিত্তিতে একটি ''থোক করচালান পত্র'' মূসক -১১ ফরমে ইস্যু করবেন। চালানপত্রের মূলকপি ও তৃতীয় কপি চালানপত্রের বাঁধাই পুস্তিকায় সংরক্ষিত হবে। দ্বিতীয় কপি যথা নিয়মে স্থানীয় মূল্য সংযোজন করদপ্তরে পেশ করতে হবে। এজন্য অবশ্যই মূল্য সংযোজন করপরিশোধ করতে হবে।

**৫.১১। বিক্রয় মেমো কি?**

বিক্রয় মেমো হল মূসক-১১ক ফরমে প্রদত্ত চালানপত্র। অনিবন্ধিত ব্যক্তির নিকট পণ্য বিক্রয়ে বা সরবরাহে এই চালান পত্র ব্যবহৃত হয়। মূসক-১১ক ফরমের ভিত্তিতে উপকরণ কর রেয়াত নেওয়া যায় না।

**৫.১২। কম্পিউটারের মাধ্যমে চালানপত্র প্রস্তুত করা যায় কি?**

বোর্ড কোন করদাতাকে কম্পিউটারের মাধামে চালানপত্র প্রস্তুত, প্রদান ও হিসাবরক্ষণের অনুমতি দিতে পারে। কম্পিউটারে প্রস্তুত চালানপত্র অনুমোদিত ছকে হতে হবে এবং মূসক-১১ তে উল্লেখিত সকল তথ্যাবলী সন্নিবেশিত থাকতে হবে। তাছাড়া অন্যান্য শর্তাবলীও আরোপিত হতে পারে, যেমনঃ

- কম্পিউটার 'প্রোগ্রাম' অনুসারে যে কোন একটি চালানপত্রের শুধুমাত্র তিন কপি একবার মুদ্রিত হবে, ব্যবহৃত সফটওয়্যার এর ওপর নির্ভর করে স্বকার্বনযুক্ত কাগজের একটি প্রিন্ট অথবা ভিন্ন ভিন্ন তিনটি পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হবে,

- করদাতার পদ্ধতিটি এমন হবে যে, চালানপত্র প্রদান ব্যতীত কোন সরবরাহ হতে না পারে,
- চালানপত্রের 'ছাপানো কপি', মূসক দাখিলপত্র এবং চলতি হিসাব স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে যথারীতি পেশ করতে হবে এবং চালানপত্রের তৃতীয় কপি একটি পুস্তিকায় বাঁধাই করে হস্তলিখিত চালানপত্রের ন্যায় সংরক্ষণ করতে হবে।
- কম্পিউটার পদ্ধতি যেন সকল লেনদেনের বিশদ এবং সংক্ষিপ্ত সার রিপোর্ট প্রদানে সমর্থ হয় এবং এ সকল রিপোর্টের মুদ্রিত কপিও যেন সহজলভ্য হয়।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উপযুক্ত অফিসারগণকে অবশ্যই করদাতার কম্পিউটার সিস্টেমে প্রবেশ করার অধিকার দিতে হবে যাতে কম্পিউটার সিস্টেম এবং রেকর্ডকৃত লেনদেন নিরীক্ষা করা যায়।

**৫.১৩। যদি কোন চালান পত্র হারিয়ে যায় তবে কি করতে হবে?**

যদি চালান পত্র হারিয়ে যায়, তবে সরবরাহকারী "শুধুমাত্র অনুলিপি" উল্লেখিত একটি অনুলিপি চালানপত্র (copy invoice) প্রদান করতে পারেন।

**৫.১৪। ক্রেডিট নোট কি?**

ক্রেডিট নোট হল ক্রেতা কর্তৃক পরিশোধিত অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন কর সমন্বয় করার জন্য পণ্য বা সেবা সরবরাহকারী কর্তৃক ক্রেতার অনুকূলে ইস্যুকৃত একটি দলিল। যে ক্ষেত্রে কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক চালানপত্র পূরণ বা প্রদানের পর বা চলতি হিসাবে প্রদেয় কর সমন্বিত করার পর তাহা বাতিল করার প্রয়োজন হয়, কিংবা পণ্য সরবরাহের বা সেবা প্রদানের পর তাহা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ফেরত প্রদত্ত হয় কিংবা পণ্য সরবরাহের বা সেবা প্রদানের প্রকৃতি মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হয় কিংবা চালানপত্রে প্রকৃত প্রদেয় করের তুলনায় অধিক কর উল্লেখিত হয়, সেইক্ষেত্রে তিনি বাতিলকৃত চালানপত্রে প্রদর্শিত কর কিংবা ফেরত প্রদত্ত পণ্য বা সেবার বিপরীতে প্রদত্ত কর কিংবা চালানপত্রে অধিক প্রদর্শিত কর চলতি হিসাব ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরবর্তী দাখিলপত্রে সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে চালানপত্রটি বাতিল করে পণ্য বা সেবা গ্রহীতার অনুকূলে ফরম "মূসক-১২" এ একটি ক্রেডিট নোট ইস্যু করবেন এবং পরবর্তী কার্যদিসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সার্কেল রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট উহার একটি অনুলিপি দাখিল করবেন।

**৫.১৫। ক্রেডিট নোট প্রদানের পদ্ধতি কি?**

চালান পত্র প্রদানের পরবর্তী পর্যায়ে যদি দেখা যায় যে, মূল্য সংযোজন কর অতিরিক্ত পরিমাণে আদায় করা হয়েছে এবং এর সমন্বয় প্রয়োজন তখন ক্রেডিট নোট প্রদান করা হয়। [৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে] কোন সরবরাহকৃত পণ্য বা তার অংশ বিশেষ ফেরত



দেওয়া বা পণ্যের প্রকৃতি পরিবর্তিত হওয়ার কারণে এমনটি হতে পারে। সংশ্লিষ্ট ভুল চালানপত্রটি বাতিল করা হয় এবং চলতি হিসাবে যথাযথ সমন্বয় করা হয়। অতিরিক্ত আদায়কৃত মূল্য সংযোজন কর উল্লেখ করে মূসক-১২ নামে পরিচিত নির্দিষ্ট ফরমে ক্রেডিট নোট প্রদান করা হয়। ক্রেডিট নোটের একটি কপি অবশ্যই স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর দপ্তরে পেশ করতে হয়।

সরবরাহের দিন থেকে ৯০দিন অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর পণ্য ফেরত প্রদান করলে বা পণ্য গুণগতভাবে নিম্নমানের হয়ে পড়লে সে পণ্যের জন্য ক্রেডিট নোট প্রদান করা যাবে না।

**৫.১৬। ক্রেডিট নোটে কি কি তথ্য সন্নিবেশিত থাকে?**

ক্রেডিট নোট ক্রমিক নম্বর সম্বলিত হতে হবে এবং তাতে নিম্নবর্ণিত তথ্য অবশ্যই থাকবেঃ

- ক্রেডিট নোট প্রদানকারীর নাম, ঠিকানা, টেলিফোন এবং ফ্যাক্স নম্বর
- ক্রেডিট নোট প্রদান কারীর ব্যবসায়িক সনাক্তকরণ নম্বর (BIN-Business Identification Number)
- ক্রেতার নাম, ঠিকানা এবং ব্যবসায় সনাক্তকরণ নম্বর (BIN)
- ক্রেডিট নোট প্রদানের তারিখ
- ভুল চালান পত্রের তথ্যাবলী
  - ☞ ক্রমিক নম্বর এবং তারিখ
  - ☞ পণ্য বা সেবার প্রকৃতি এবং ভিত্তি
  - ☞ প্রথমে নির্ধারিত মূল্য সংযোজন করও অন্যান্য করের পরিমাণ
- মূল্য সংযোজন কর এবং অন্যান্য করের প্রদেয় রেয়াতের পরিমাণ
- ক্রেডিট নোট প্রদানের কারণ।

ক্রেডিট নোটের একটি নমুনা কপি পরিশিষ্ট-৫.০৪ এ প্রদত্ত হলো।

**৫.১৭। ডেবিট নোট কি?**

কোন বিশেষ কর চালান পত্রে প্রদর্শিত মূল্য সংযোজন কর সঠিক পরিমাণের চেয়ে কম বলে পরবর্তী পর্যায়ে উদঘাটিত হলে ডেবিট নোট প্রদান করা হয়। ইহা সরবরাহকারী কর্তৃক মূসক-১২ক ফরমে ক্রেতাকে প্রদান করা হয়।

### ৫.১৮। ডেবিট নোট প্রদানের পদ্ধতি কি?

ডেবিট নোট তিন প্রস্থে প্রস্তুত করা হয়। মূলকপি ক্রেতাকে পাঠানো হয় এবং দ্বিতীয় কপি ২৪ ঘন্টার মধ্যে স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে পাঠানো হয়। ডেবিট নোট প্রদান করা হলে, মূল কর চালানপত্র বাতিল করা হয় এবং চলতি হিসাবে যথাযথ সমন্বয় করা হয়।

### ৫.১৯। ডেবিট নোটে কি কি তথ্যাবলী সন্নিবেশিত থাকে?

ডেবিট নোট ক্রমিক নম্বর সম্বলিত হতে হবে এবং তাতে নিম্নলিখিত তথ্য লিপিবদ্ধ থাকতে হবেঃ

- প্রদানকারীর নাম, ঠিকানা, টেলিফোন এবং ফ্যাক্স নম্বর
- প্রদানকারীর ব্যবসায়িক সনাক্তকরণ নম্বর (BIN)
- ক্রেতার নাম, ঠিকানা এবং ব্যবসায়িক সনাক্তকরণ নম্বর (BIN)
- ডেবিট নোট প্রদানের তারিখ
- প্রদেয় সংযোজন করের প্রকৃত পরিমাণ
- ভুল চালান পত্রের তথ্য
    - ☞ এর নম্বর
    - ☞ পণ্য ও সেবার প্রকৃতি
    - ☞ এতে উল্লেখিত মূল্য সংযোজন করের পরিমাণ

মূসক-১২ ক এর একটা নমুনা পরিশিষ্ট-৫.০৫ এ সন্নিবেশিত হলো।

### ৫.২০। করদাতাগণকে কর চালান পত্র, ক্রেডিট নোট এবং ডেবিট নোট কতদিন সংরক্ষণ করতে হয়?

কর দাতাগণকে এ সকল দলিলাদি ৬ (ছয়) বছর সংরক্ষণ করতে হয়।



ষষ্ঠ অধ্যায়

## মূসক হিসাবরক্ষণ ও নথিপত্র সংরক্ষণ

মালিককে ব্যবসার আর্থিক অবস্থান সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা এবং ব্যবসার দৈনন্দিন কার্যক্রম সমাধা করার সুযোগ দেবার জন্য প্রতিটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে কোন একটি পদ্ধতিতে ব্যবসায়িক দলিলাদি সংরক্ষণ করতে হয়। মূসকের জন্য নিবন্ধিত ব্যবসাকে আইন মোতাবেক সুনির্দিষ্ট কিছু খাতাপত্র এবং দলিলাদি সংরক্ষণ করতে হয়, যদিও কার্যতঃ এতে ব্যবসায়িক কারণে রক্ষিত দলিলাদিই প্রতিফলিত হয়। এই সকল বিধিবদ্ধ হিসাব ও দলিলাদি সংরক্ষণের উদ্দেশ্য হল মূসকদাতাকে স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট কর মেয়াদ (সাধারণতঃ এক মাস) এর জন্য তাঁর মূসক প্রদান (অথবা রেয়াত গ্রহণ) সম্পর্কিত দায় নিরূপণে সহায়তা করা। এছাড়া করদাতা কর্তৃক ঘোষিত করদায়িতা নিরীক্ষার বা ঘোষণা না দেওয়া হলে সেই করদায়িতা নিরূপণে এই সকল তথ্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অবশ্যই সহায়তা করে।

### ৬.১। একজন মূল্য সংযোজন করদাতাকে কি কি নথি পত্র সংরক্ষণ করতে হয়?

মূল্য সংযোজন করআইন ও বিধিমালার বিধান অনুসারে একজন নিবন্ধিত মূল্য সংযোজন করদাতাকে সংরক্ষণ করতে হয়ঃ

- চালান পত্রের কপি
- প্রদত্ত সকল মূসক চালান পত্রের কপি (মূসক ফরম- ১১ এবং মূসক ফরম- ১১খ)

  এই চালান পত্র গুলি বাধানো অবস্থায় পুস্তক আকারে বা প্যাড আকারে সংরক্ষণ করতে হবে
- ক্রয় হিসাব পুস্তক (মূসক ফরম ১৬)
- বিক্রয় হিসাব পুস্তক (মূসক ফরম ১৭)
- চলতি হিসাব পুস্তক (মূসক ফরম ১৮)
- ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে প্রদত্ত মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত ব্যাংক বিবরণী
- করযোগ্য বা অব্যাহতি প্রাপ্ত পণ্য বা সেবা সরবরাহ সংক্রান্ত সকল বাণিজ্যিক দলিলাদি, উপকরণ বা কাঁচামালের মজুদ সংক্রান্ত পুস্তক, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম এবং প্রস্তুতকৃত বা উৎপাদিত পণ্যের তালিকা।
- কোন নির্দিষ্ট লেনদেন সম্পর্কিত কোন বিশেষ বিধি বিধান মোতাবেক অন্যান্য পুস্তক ও দলিলাদি।

উপর্যুক্ত পুস্তকাদি ব্যতীত সরকারী গেজেট দ্বারা প্রচারিত আদেশের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কোন নির্দিষ্ট নিবন্ধিত ব্যক্তির জন্য রেকর্ড সংরক্ষণের পদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারে।

### ৬.২। রেকর্ড সংরক্ষণ কি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতেই করতে হবে?

সাধারণভাবে আইন দ্বারা নির্ধারিত ছকেই রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। তবে কোন নির্দিষ্ট করদাতাকে ছক সংশোধনের অনুমতি সেবার এখতিয়ার আছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের। ছকের তথ্য ঠিক রেখে নিজস্ব ছক ব্যবহারের সুবিধাও দেওয়া হয়েছে সম্প্রতি।

### ৬.৩। মূল্য সংযোজন কর চালানপত্র কিভাবে সংরক্ষিত হয়?

মূল্য সংযোজন কর চালান পত্র (মূসক ফরম ১১) ক্রমিক নম্বরযুক্ত বই বা প্যাড। একটি বই, তিন পাতার একটি সেট, এমন ৫০ (পঞ্চাশ) টি সেট সম্বলিত হয়। মূল কপি চালান পত্রের পাতার রং সবুজ, দ্বিতীয় কপির রং হলুদ এবং তৃতীয় কপির রং সাদা। চালান পত্র সমূহে দ্বিমূখী কার্বন পেপার ব্যবহার করে ইস্যু করা হয়।

### ৬.৪। ক্রয় হিসাব পুস্তক কি?

মূসক ১৬ ফরমে ক্রয় হিসাব পুস্তক সংরক্ষণ করা হয়। এই পুস্তকে করযোগ্য বা করমুক্ত পণ্য এবং সেবার ক্রয় সংক্রান্ত বিশদ তথ্য রাখা হয়। চলতি হিসাব বই এবং মূসক দাখিল পত্রের তথ্যের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয় এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ তথ্য। ক্রয় হিসাব পুস্তকে লিখিত তথ্যের ভিত্তিতেই কর রেয়াত গৃহীত হয়। সুতরাং ক্রয় হিসাব পুস্তক সঠিক ভাবে সংরক্ষণ জরুরী। যাই হোক, মনে রাখতে হবে যে, রেয়াত গ্রহণের পূর্বশর্ত হলো নিবন্ধিত ব্যক্তির প্রাঙ্গণে উপকরণের বাস্তব উপস্থিতি। কোন উপকরণ ক্রয় অথবা আমদানী করা সত্ত্বেও যদি ব্যাংক এর হেফাজতে থাকে তবে অবশ্যই ক্রয় পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা যাবে না। যখন উপকরণ ব্যবসায় প্রাঙ্গণে বুঝে পাওয়া যাবে শুধুমাত্র তখনই ক্রয় হিসাব পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা যাবে এবং উপকরণ কর রেয়াত নেয়া যাবে। উপকরণ ভিন্ন ভিন্ন চালানে সরবরাহ করা হলে ক্রয় পুস্তকে প্রতি চালান ভিত্তিক তথ্য লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং সমুদয় উপকরণ প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত কোন রেয়াত গ্রহণ করা যাবে না। পূরণকৃত মূসক ১৬ এর নমুনা পরিশিষ্ট ৬.০১ এ সন্নিবেশিত হল।

### ৬.৫। ক্রয় হিসাবে পুস্তকে কি কি তথ্য সন্নিবেশ করতে হয়?

প্রত্যেক প্রকার উপকরণের জন্য ক্রয় হিসাব পুস্তকে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি সংরক্ষণ করতে হবেঃ

- মজুদ উপকরণের প্রারম্ভিক জের - পরিমাণ এবং
- প্রতিটি ক্রয় চালান পত্রের/আমদানী বিল অব এন্ট্রির নম্বর ও তারিখ



- সরবরাহকারীর নাম, ঠিকানা এবং ব্যবসায়িক পরিচিতি নম্বর (Business Identification Number BIN)
- পণ্যের বর্ণনা অথবা সেবার প্রকৃতি
- পরিমাণ (সম্পূরক শুল্ক ও মূসক ব্যতীত)
- সম্পূরক শুল্কের পরিমাণ
- মূসক এর পরিমাণ
- উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের পরিমাণ
- উপকরণের সমাপ্তি জের- পরিমাণ

### ৬.৬। বিক্রয় হিসাব পুস্তক কি?

মূসক-১৭ ফরমে রক্ষিত বিক্রয় হিসাব পুস্তকে করযোগ্য ও করমুক্ত পণ্য ও সেবার প্রতিটি বিক্রয় ও সরবরাহ (রপ্তানীসহ) সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষিত হয়। এই পুস্তকে মজুদ পণ্যের জের এবং (প্রস্তুতকৃত) তৈরী পণ্যের পরিমাণ প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করা হয়। মূসক ফরম-১৭ এর নমুনা পরিশিষ্ট- ৬.০২ এ প্রদান করা হলা।

### ৬.৭। বিক্রয় হিসাব পুস্তকে কি কি তথ্য সংরক্ষণ করতে হয়?

বিক্রয় হিসাব পুস্তকে নিম্নে বর্ণিত তথ্য রক্ষিত হয়ঃ

- প্রস্তুতকারকের ক্ষেত্রে- প্রস্তুতকৃত প্রত্যেক প্রকার পণ্যের প্রারম্ভিক মওজুদ (পরিমাণ এবং) এবং প্রস্তুতকৃত পণ্যের পরিমাণ এবং
- ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে- সংগৃহীত বা আমদানীকৃত প্রত্যেক প্রকার পণ্যের প্রারম্ভিক মজুদ (পরিমাণ) এবং সংগৃহীত ও আমদানীকৃত পণ্যের পরিমাণ ও
- ক্রেতার নাম, ঠিকানা ও ব্যবসায়িক পরিচিতি নম্বর (Business Identification Number বা BIN)
- কর চালান পত্রের নম্বর এবং চালানপত্র ইস্যুর তারিখ ও সময়।
- সরবরাহকৃত পণ্য বা সেবার বিশদ বিবরণঃ
  - বর্ণনা ও পরিমাণ
  - কর ব্যতীত মূল্য
  - সম্পূরক শুল্কের পরিমাণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
  - মূল্য সংযোজন করের পরিমাণ
  - প্রস্তুতকৃত, ক্রয়কৃত অথবা আমদানীকৃত তৈরী পণ্যের সমাপ্তি মজুদের পরিমাণ এবং।

## ৬.৮। চলতি হিসাব পুস্তক কি?

মূসক-১৮ ফরমে রক্ষিত চলতি হিসাব পুস্তক হলো ক্রয় হিসাব পুস্তক ও বিক্রয় হিসাব পুস্তকে লিপিবদ্ধ লেনদেনের এবং ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারকে অর্থ পরিশোধের তথ্যের ভিত্তিতে রক্ষিত মূসক বিভাগের সাথে করদাতার হিসাবের দলিল। চলতি হিসাব পুস্তকের একটি নমুনা পরিশিষ্ট-৬.০৩ এ সন্নিবেশিত করা হল।

- 'লেনদেনের বর্ণনা' (description of transaction) শিরোনামের অধীনে সকল ক্রয়, বিক্রয়, প্রত্যর্পণ, অর্থদন্ড, ট্রেজারী জমা চলতি হিসাবের জের ইত্যাদি উল্লেখ করতে হয়।
- 'রেয়াত' (credit) শিরোনামের অধীনে সকল উপকরণ কর রেয়াত অথবা শুল্ক প্রত্যর্পণ তথ্য উল্লেখ করা হয়।
- প্রদেয় (Payables) শিরোনামের অধীন সকল প্রদেয়ের পরিমাণ যেমন- বিক্রয়ের ফলে প্রদেয় উৎপাদ কর, শুল্ক প্রত্যর্পণের কারণে বাতিলকৃত রেয়াত, অর্থদন্ড এবং অন্যান্য প্রদেয় বিষয়ের পরিমাণ উল্লেখ করতে হয়।

এছাড়া মনে রাখতে হবে যেঃ

- ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে পণ্যের উপর মূসক পরিশোধের জন্য হিসাব নম্বর হল ১/১১৩৩/০০০০/০৩১১
- সেবার উপর প্রযোজ্য সম্পূরক শুল্ক পরিশোধের জন্য হিসাব নম্বর হল ১/১১৩৩/০০০০/০৭২১
- পণ্যের উপর সম্পূরক শুল্ক পরিশোধের জন্য হিসাব নম্বর হল ১/১১৩৩/০০০০/৭১১
- ট্রেজারী চালানের মূলকপিগুলি কর জমা প্রদানের দুই দিনের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে জমা দিতে হবে।
- বোর্ডের পূর্বানুমতি নিয়ে কম্পিউটারের মাধ্যমে চলতি হিসাব সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

## ৬.৯। হিসাব পুস্তক ও নথিপত্র কতকাল সংরক্ষণ করতে হবে?

করদাতাগণকে সকল ব্যবসায়িক দলিলাদি ছয় বৎসর কাল সংরক্ষণ করতে হবে। কোন মামলা মোকদ্দমা থাকলে চূড়ান্তভাবে নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ব্যবসায়িক দলিলাদি অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে।



## ৬.১০। হিসাব পত্রাদি কি কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা যায়?

সাধারণতঃ একজন করদাতাকে অনুমোদিত সুনির্দিষ্ট ছকে তৈরী ফরম অনুসারে বিভিন্ন পুস্তক ও নথিপত্র সংরক্ষণ করতে হয়। তবে নিবন্ধিত করদাতার আবেদনের প্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তাঁকে কম্পিউটারের মাধ্যমে হিসাব পুস্তক ও নথিপত্র সংরক্ষণের অনুমতি দিতে পারে। অবশ্য হিসাবের লিখিত কপিও সংরক্ষণ করতে হবে এবং অন্যান্য শর্তও আরোপ করা হতে পারে।

সপ্তম অধ্যায়

# মূল্য সংযোজন কর দাখিলপত্র এবং কর প্রদান

মূল্য সংযোজন কর হল একটি স্বেচ্ছা-নির্ধারণযোগ্য কর। একটি কর মেয়াদের জন্য নিজস্ব করদায়িতা নিরূপণ করা এবং প্রদেয় কর প্রদান করা নিবন্ধিত করদাতার দায়িত্ব। মূল্য সংযোজন কর দাখিলপত্র হল এমন একটি দলিল যাতে করদাতা তাঁর করদায়িতা ঘোষণা করেন এবং উল্লেখ করেন কি প্রকারে এই দায়িতা নিরূপণ করা হল। এই দাখিল পত্রে মোট করের উল্লেখ থাকে এবং মোট ক্রয় ও বিক্রয়ের পরিমাণ বিভিন্ন খাতে দেখানো হয়। এই তথ্যগুলি সরকার জাতীয় পরিসংখ্যান নির্ণয়ে কাজে লাগান এবং রাজস্ব কর্তৃপক্ষ এই তথ্যগুলির সাহায্যে দাখিলপত্র প্রদানের সঠিকতা যাচাই করার জন্য এবং ব্যবসায়ী কর্তৃক ঘোষিত ব্যবসার পরিমাণ নির্ণয়ে কাজে লাগান। বস্তুতঃ ব্যবসায়ী সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ-ধারণা, তার কার্যক্রম এবং করদায়িতা ইত্যাদি সম্পর্কে জানার ব্যাপারে দাখিলপত্র কর কর্মকর্তাদের হাতে একটা মাধ্যম। দাখিলপত্র মূল্য সংযোজন কর ফরম নং ১৯ এর মাধ্যমে পেশ করা হয়, যার নমুনা পরিশিষ্ট ৭.০১ এ প্রদান করা হল।

বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল 'চলতি হিসাব পুস্তক'। এই চলতি হিসাব পুস্তক এর মাধ্যমে করদাতারা দাখিলপত্র পেশের পূর্বেই অগ্রিম কর প্রদান করতে পারেন। কর সরাসরি ব্যাংকে প্রদান করা হয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে নয়। ট্রেজারী চালানে পৃষ্ঠাঙ্কন করে ব্যাংক কর আদায় নিশ্চিত করে। এই ট্রেজারী চালানগুলি কর প্রদানের প্রমাণ হিসাবে দাখিলপত্রের সংগে স্থানীয় মূল্য সংযোজন করদপ্তরে পেশ করা হয়।

### ৭.১। মূল্য সংযোজন কর দাখিলপত্র কত সময়ের জন্য পেশ করা হয়?

ব্যবসায়ীদের একটা বিরাট অংশকে পঞ্জিকা মাসের একমাস সময়ের ব্যবসার বিশদ বিবরণ দিয়ে দাখিল পত্র পেশ করতে হয়। এই একমাস সময়কে কর মেয়াদ হিসাবে গণ্য করা হয়। এই কর মেয়াদের ভিত্তিতে কর নিরূপণ করা হয় এবং জমা দেওয়া হয়। অন্যান্য কিছু ব্যবসায়ীর জন্য নিম্নবর্ণিত কর মেয়াদের বিধান রয়েছে; যেমনঃ

<u>ত্রৈমাসিক কর মেয়াদ</u>

- ইট
- বাণিজ্যিক আমদানীকারক
- ইনডেনটিং সংস্থা
- শিপিং এজেন্ট



- শতভাগ রপ্তানীমূখী প্রতিষ্ঠান এবং শতভাগ প্রচ্ছন্ন রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান
- নির্মাণ সংস্থা
- ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট
- পরামর্শক এবং তদারককারী ব্যবসা (Consulting and supervisory business)
- ইজারাদার (Leaseholders)
- সরবরাহকারী (Procurement Provider) বা যোগানদার এবং
- স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী।

### ৭.২। নতুন নিবন্ধিত ব্যক্তির বেলায় প্রথম কর মেয়াদ কোনটি?

নতুন নিবন্ধিত ব্যক্তির প্রথম কর মেয়াদ হবে নিবন্ধনের কার্যকর তারিখ থেকে যে পঞ্জিকা মাসে নিবন্ধন হয়েছে সে মাসের শেষ দিন পর্যন্ত সময়। কোন একটা নিবন্ধনের কার্যকর তারিখ ২৫শে জানুয়ারী হলে সেই নিবন্ধনকারীর জন্য প্রথম কর মেয়াদ হবে ২৫শে জানুয়ারী থেকে ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত।

### ৭.৩। ব্যবসায়ীর সুবিধার্থে কর মেয়াদ পরিবর্তন করা যায় কি?

নিবন্ধনকালে, যখন প্রথম কর মেয়াদ স্বাভাবিক কর মেয়াদের চেয়ে হ্রাসকৃতও হতে পারে, ব্যতীত কর মেয়াদ পরিবর্তনের কোন সুযোগ নেই, ব্যবসায়ী হিসাব রক্ষণের সময়কাল যেমন- ১৩টি চার সপ্তাহের কর মেয়াদ বা প্রতিমাসের শেষ কার্যদিবস হিসাবে কর মেয়াদ এর সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্যও নয়।

### ৭.৪। কর দাতারা কখন তাদের দাখিলপত্র পেশ করেন?

প্রায় সকল করদাতাকে কর মেয়াদ পরবর্তী মাসের ১৫ (পনের) তারিখের মধ্যে দাখিল পত্র স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে জমা দিতে হয়। বীমা কোম্পানীর বেলায় কর মেয়াদ পরবর্তী মাসের ২০ (বিশ) তারিখের মধ্যে দাখিল পত্র পেশ করতে হবে।

### ৭.৫। পূর্বে পেশকৃত দাখিল পত্রে যদি কোন ভুল ধরা পড়ে তবে কি হবে?

যদি পূর্বে পেশকৃত দাখিলপত্রে করদাতা এমন কোন ভুল দেখতে পান যাতে কর অধিক বা কম প্রদান করা হয়েছে, তখন তিনি চলতি হিসাব পুস্তকে প্রয়োজনীয় সমন্বয় করে পরবর্তী দাখিল পত্রে তা সন্নিবেশ করবেন। যে মাসের দাখিল পত্রে ভুল হয়েছে সে মাসের জন্য তিনি কোন সংশোধিত দাখিলপত্র পেশ করতে পারেবন না। দ্রুত ভুল সংশোধনপূর্বক স্থানীয় সংযোজন কর কার্যালয়কে জানালে সুদ প্রদান বা জরিমানা প্রদানের দায় এড়ানো যায়।

**৭.৬। কোন কর মেয়াদে করযোগ্য কোন সরবরাহ না হলে দাখিল পত্র পেশ করার প্রয়োজন আছে কিনা?**

কর মেয়াদে করযোগ্য কোন সরবরাহ না হলেও যথারীতি দাখিলপত্র পেশ করতে হবে এবং দাখিল পত্রের নির্দিষ্ট ছকে টিক চিহ্ন (√) দিতে হবে।

**৭.৭। দাখিলপত্র কি সব সময়েই মাসিক ভিত্তিতে পেশ করতে হবে?**

দাখিলপত্র সব সময়েই মাসিক ভিত্তিতে পেশ করতে হবে। তবে কতিপয় ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক প্রজ্ঞাপন দ্বারা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে দাখিলপত্র পেশের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

**৭.৮। দাখিলপত্রের সংগে কোন দালিলিক প্রমাণ পেশের প্রয়োজনীয়তা আছে কি?**

দাখিলপত্রের সঙ্গে দালিলিক প্রমাণপত্র পেশের প্রয়োজন আছে এবং ব্যবসার ধরণের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত দলিল সমূহ পেশ করতে হবেঃ

- চলতি হিসাব পুস্তকের মূল কপি
- ক্রয় চালান পত্র
- বিল অব এন্ট্রি সমূহ
- ট্রেজারী চালান সমূহ
- বিল অব এক্সপোর্ট
- বিল অব ল্যান্ডিং/এয়ার ওয়ে বিল এবং
- কমিশনার কর্তৃক চাহিত অন্যান্য দলিলাদি

**৭.৯। দাখিলপত্র কোথায় পেশ করতে হয়?**

মূল্য সংযোজন কর দাখিলপত্র স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে পেশ করতে হয়।

**৭.১০। যদি মূসক কর্তৃপক্ষ দাখিল পত্র ত্রুটিপূর্ণ পান তবে কি হবে?**

যদি পেশকৃত দাখিল পত্র মূল্য সংযোজন কর দপ্তর কর্তৃক অশুদ্ধ প্রমাণিত হয় তবে করদাতাকে ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে চলতি হিসাব পুস্তকে কম প্রদর্শিত কর সমন্বয় করার জন্য এবং যথোপযুক্ত পরিমাণ অর্থ ট্রেজারীতে জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হবে।

যদি কম কর প্রদান উপকরণ-উৎপাদ সহগের কারণে হয়ে থাকে তবে মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা উপকরণ-উৎপাদ সহগ পুনরায় নির্ণয় করে সঠিক কর নিরূপণ করবেন।

যদি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের দিক থেকে দাখিলপত্র ত্রুটিপূর্ণ হয় তা হলে করদাতা সংশ্লিষ্ট পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের উপর প্রদেয় করের অন্যূন অর্ধেক পরিমাণ এবং অনূর্ধ্ব



সমপরিমাণ অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন। কর ফাঁকি না হলে তিনি অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার টাকা এবং অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন। স্পেশাল জজের আদালতে দোষী সাব্যস্ত হলে অভিযুক্তকে প্রাপ্য মূল্য সংযোজন কর বা ক্ষেত্রমত মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্কের মোট পরিমাণের অন্যূন অর্ধেক পরিমাণ এবং অনূর্ধ্ব সমপরিমাণ অর্থ দন্ডে অথবা সর্বনিম্ন তিন মাস থেকে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডিত করা যেতে পারে।

**৭.১১। কর দাতা দাখিলপত্র পেশে ব্যর্থ হলে কি হবে?**

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দাখিলপত্র পেশ করতে ব্যর্থ হলে আইনে শাস্তির বিধান রয়েছে। অন্যূন ১০,০০০ টাকা এবং অনুর্ধ্ব ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত অর্থ দন্ড প্রদানের বিধান আছে। যদি মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে দু'টি নোটিশ পাওয়া সত্ত্বেও কোন করদাতা দাখিলপত্র পেশ না করেন তবে তিনি প্রাপ্য কর এর অন্যূন্য অর্ধেক পরিমাণ এবং অনূর্ধ্ব সমপরিমাণ অর্থদন্ডে দন্ডিত হবেন। এটি অবশ্য একটি ফৌজদারী আইনে দন্ডনীয় অপরাধ এবং এতে স্পেশাল জজের আদালতে দোষী সাব্যস্ত হলে অভিযুক্তকে প্রাপ্য মূল্য সংযোজন কর বা ক্ষেত্রমত মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্কের মোট পরিমাণের অন্যূন্য অর্ধেক পরিমাণ এবং অনুর্ধ্ব সমপরিমাণ অর্থ দন্ডে অথবা সর্বনিম্ন তিন মাস থেকে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডিত করা যেতে পারে।

সকল ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট সময়ে কর প্রদান করা না হয়ে থাকলে প্রতি মাসে অনাদায়ী কর এর ২% (শতকরা দুই ভাগ) হারে সুদ প্রদান করতে হবে।

**৭.১২। মূসক কিভাবে প্রদান করা হয়?**

নির্দিষ্ট মাসে চলতি হিসাবের ভিত্তিতে বা দাখিলপত্র সম্পন্ন করার পর কিন্তু জমা দেওয়ার পুর্বে মূল্য সংযোজন কর ট্রেজারীতে (সোনালী ব্যাংক এর নির্দিষ্ট শাখায়) জমা দিতে হবে। কর প্রদান ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে করতে হবে। কর গ্রহণের পর কর প্রদানের প্রমাণ স্বরূপ দুই কপি ট্রেজারী চালান করদাতাকে প্রদান করা হয়। করদাতা এই দুই কপির মধ্যে এক কপি ট্রেজারী চালান, অন্যান্য সহায়ক দলিলসহ দাখিলপত্রের সাথে পেশ করবেন।

ট্রেজারী চালানে নিম্নবর্ণিত তথ্য প্রদর্শন করা উচিত-

- করদাতার নাম, ঠিকানা এবং মূসক নিবন্ধন নম্বর (BIN)
- সরকারী হিসাব খাতের কোড নম্বর
- করদাতার স্থানীয় দপ্তরের এবং কমিশনারেটের নাম

অষ্ঠম অধ্যায়

# উপকরণ কর ও কর রেয়াত

ব্যবসায়ে নিয়ুক্ত ব্যক্তি যদি বার্ষিক ৮০(আশি) লক্ষ টাকা বা তদুর্ধ্ব মূল্যের করযোগ্য পণ্য বা সেবা সরবরাহ করেন তবে তাকে মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে। নিবন্ধিত হলে তিনি তাঁর বিক্রয়ের উপর নির্ধারিত হারে মূল্য সংযোজন কর আদায় করবেন এবং মাসিক দাখিল পত্র পেশ করবেন এবং দাখিল পত্রের উল্লেখিত হিসাব অনুসারে প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর প্রদান করবেন। বিক্রয়ের উপর নিরূপিত উৎপাদ কর থেকে কর্তনযোগ্য উপকরণ কর বিয়োজন করে প্রদেয় কর নির্ণয় করা হয়ে থাকে। এরূপে উপকরণ কর বিয়োজন করা হল মূল্য সংযোজন করের মৌলিক নিয়ম। কোন কোন ক্ষেত্রে বিয়োজন যোগ্য উপকরণ কর উৎপাদ করের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে ফলে করদাতার হিসাবে জমা অর্থ সঞ্চিত থাকে। বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় এই অবস্থাকে দুটি উপায়ে নিস্পত্তি করা হয়। যখন আকস্মিক জমা অবস্থার উদ্ভব হয় তখন চলতি হিসাবে পুস্তকে লিপিবদ্ধ করে পরবর্তী দাখিল পত্র দ্বারা সমন্বয় করা হয়। যদি উপকরণ কর নিয়মিত ভাবে উৎপাদ করের চেয়ে বেশি হয়, (সাধারণতঃ নিয়মিত রপ্তানী কার্যক্রমে উৎপাদ করের বিপরীতে সঞ্চিত উপকরণ করের সমন্বয় পরবর্তী দাখিলপত্রের মাধামেও নিঃশেষ হয়ে যায় না), সে ক্ষেত্রে এই সঞ্চিত অতিরিক্ত কর ফেরত দেওয়া যেতে পারে। একজন নিবন্ধিত ব্যক্তি কি প্রকারে করযোগ্য ব্যবসার জন্য পণ্য ক্রয় বা আমদানীর উপর উদ্ভূত কর কর্তন করতে পারেন সে বিষয়ে এখানে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। মূল্য সংযোজন কর ফেরত গ্রহণের পদ্ধতিও এখানে বর্ণিত হয়েছে।

### ৮.১। উপকরণ এবং উপকরণ কর কি ?

মূল্য সংযোজন কর এর পরিভাষায় করযোগ্য পণ্য ও সেবা সরবরাহ প্রদানের জন্য যে পণ্য ক্রয় করা হয় সেগুলোকে উপকরণ হিসাবে গণ্য করা হয়। যেমন-

- উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল (আমদানীকৃত বা স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত);
- অপরিবর্তিত অবস্থায় বিক্রয়ের জন্য ক্রয়কৃত বা আমদানীকৃত পণ্য;
- যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ এবং সরঞ্জামাদি;
- বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং টেলিফোন;
- ব্যবসায়িক স্থাপনা অথবা সরঞ্জামাদি।

উপকরণ কর হল এসকল উপকরণ এবং অন্যান্য উপকরণের বিপরীতে ব্যবসায়ী কর্তৃক প্রদত্ত কর।



### ৮.২। উৎপাদ কর কি?

উৎপাদ কর হল মূল্য সংযোজন কর যা নিবন্ধনকৃত করদাতা কর্তৃক করযোগ্য পণ্য বা সেবার প্রতিটি সরবরাহকালে আবশ্যিকভাবে আদায় করতে হয়। ব্যবসায়িক কার্যক্রমে করযোগ্য পণ্য ও সেবা হল সে সকল পণ্য এবং সেবা যা মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর প্রথম এবং দ্বিতীয় তফসিলভুক্ত নয়।

### ৮.৩। কর রেয়াত কি?

একজন নিবন্ধিত করদাতা করযোগ্য লেনদেনের জন্য আমদানী বা ক্রয় পর্যায়ে প্রদত্ত কর বা উপকরণ কর বিক্রয়কালে বিক্রয়মূল্যের উপর সংগৃহীত কর বা উৎপাদ কর থেকে বিয়োজন করে নিতে পারেন। এভাবে উপকরণ ক্রয়ে প্রদত্ত কর নিবন্ধিত করদাতা কর্তৃক উৎপাদ করের বিপরীতে বিয়োজন করে নেওয়াই হল কর রেয়াত বা "Tax Credit"। একজন নিবন্ধিত বিক্রেতা কর্তৃক তার ব্যবসার জন্য ক্রয় করা উপকরণের উপর পূর্ণাঙ্গ প্রদত্ত কর পণ্য বিক্রয়কালে প্রযোজ্য কর থেকে কর্তন করার সুযোগ প্রদান মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

### ৮.৪। পণ্য আমদানীতে প্রদত্ত মূল্য সংযোজন কর কি বাদ দেওয়া যাবে?

স্থানীয় সরবরাহের বেলায় প্রদত্ত মূল্য সংযোজন কর যেভাবে ব্যবস্থিত হয়, সেই একইভাবে আমদানী পর্যায়ে প্রদত্ত মূল্য সংযোজন করও ব্যবস্থিত হয়। এই পুস্তিকায় বর্ণিত বিধি নিষেধ সাপেক্ষে করযোগ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যবহার্য আমদানী পণ্যের উপর পরিশোধিত মূসক রেয়াত নেওয়া যাবে।

### ৮.৫। আমদানী অথবা ক্রয় পর্যায়ে প্রদত্ত কর কর্তন করার অধিকার কে সংরক্ষণ করেন?

কেবলমাত্র নিবন্ধিত করদাতাগণ আমদানী পর্যায়ে বা ক্রয় কালে প্রদত্ত কর কর্তন বা রেয়াত (credit) গ্রহণ করতে পারেন। নিবন্ধিত নহেন এমন কোন ব্যবসায়ীর জন্য এ সুযোগ প্রযোজ্য নয়। অধিকন্তু নিবন্ধিত ব্যবসায়ীগণ শুধুমাত্র করযোগ্য সরবরাহের বিপরীতেই রেয়াত গ্রহণ করতে পারেন। মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহের সাথে উপকরণ কর সম্পর্কিত হলে বা ব্যবসা বহির্ভূত বা ব্যক্তিগত ধরণের ক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত হলে কর রেয়াত প্রযোজ্য হবে না।

### ৮.৬। উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণে কোন বাধা-নিষেধ আছে কিনা?

যদিও উপকরণ শুধুমাত্র ব্যবসার উদ্দেশ্যেই ক্রয় করা হয় এবং শুধুমাত্র করযোগ্য সরবরাহের সাথে সংশ্লিষ্ট হয় তবুও কতগুলি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে রেয়াত প্রদান সীমিত অথবা নিষিদ্ধ করা হয়, যেমন-

- করযোগ্য পণ্য উৎপাদন বা সরবরাহ বা করযোগ্য সেবা প্রদানের সহিত সম্পৃক্ত এইরূপ স্থান, স্থাপনা বা অঙ্গণে ব্যবহৃত গ্যাস, বীমা, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, টেলিপ্রিন্টার, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট, ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্স, ক্লিয়ারিং ও ফরোয়ার্ডিং এজেন্ট, ওয়াসা, অডিট ও একাউন্টিং ফার্ম, যোগানদার, সিকিউরিটি সার্ভিস, আইন পরামর্শক, পরিবহন ঠিকাদার ও ব্যাংকিং সেবার উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন করের আশি শতাংশ পরিমাণ রেয়াত গ্রহণ করা যাবে।

নিম্নলিখিত কার্যক্রমের বেলায় প্রদত্ত কর রেয়াত নেওয়া যাবে না -

- কর্মচারীদের ভ্রমণ, কল্যাণ এবং উন্নয়ন কার্যক্রম,
- কর্মচারী, খদ্দের বা অন্য কোন তৃতীয় পক্ষের জন্য বিনোদনমূলক কার্যক্রম; কোন ইমারত, স্ট্রাকচার বা সংস্থাপন নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ বা মেরামত করার সময় প্রদত্ত কর, যার মধ্যে নিম্নলিখিত গুলি অন্তর্ভুক্তঃ
- প্রাঙ্গণ আধুনিকায়ণ, সুষমকরণ বা বর্ধিতকরণ,
- আসবাবপত্র মেরামত ব্যয়, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ, পাখা, আলোক সরঞ্জাম, জেনারেটর ক্রয় এবং
- স্থপতি ও অন্যান্য পেশাদারী কাজের জন্য প্রদত্ত কর।

## ৮.৭। সম্পূরক শুল্ক ও টার্ণওভার ট্যাক্স এর বেলায় রেয়াতের বিধান কি?

সম্পূরক শুল্ক ও টার্ণওভার ট্যাক্স উপকরণ কর হিসাবে গণ্য নয়। কাজেই নিবন্ধিত কর দাতা কর্তৃক প্রদত্ত হলেও এক্ষেত্রে রেয়াতের কোন বিধান নেই।

## ৮.৮। যদি কোন ব্যবসায়ী কুটির শিল্প অথবা টার্ণওভার তালিকাভুক্ত হন তা হলে কি বিধান?

কুটির শিল্প বা টার্ণওভার তালিকাভুক্ত ব্যবসায়ীগণ পণ্য ও সেবা ক্রয়ে নির্ধারিত মূল্য সংযোজন কর প্রদান করবেন কিন্তু উপকরণ কর হিসাবে রেয়াত গ্রহণ করতে পারবেন না যেহেতু তাঁরা মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধিত ব্যবসায়ী নন।

## ৮.৯। কখন উপকরণ কর কর্তনযোগ্য হয়?

সকল বিধি নিষেধ প্রতিপালন সাপেক্ষে একটি কর মেয়াদে ক্রয়কৃত উপকরণের ওপর প্রদত্ত কর, ক্রেতার ব্যবসায় প্রাঙ্গণে ক্রয়কৃত পণ্য পৌছানোর পর ঐ কর মেয়াদে উৎপাদ করের বিপরীতে উপকরণ কর কর্তন করা যায় বা রেয়াত গ্রহণ করা যায়। যদি একাধিক কনসাইনমেন্টের মাধ্যমে পণ্য চালানটি ব্যবসায়ীর প্রাঙ্গণে প্রেরণ করা হয় তবে সম্পূর্ণ পরিমাণ উপকরণ ব্যবসায় প্রাঙ্গণে প্রবেশের পরই রেয়াত নেওয়া যাবে। যে কর মেয়াদে



সেবা প্রদান করা হয় সে মেয়াদেই কর রেয়াত নেওয়া যায়। উপকরণ কর কর্তন বা রেয়াত গ্রহণ চলতি হিসাবে লিপিবদ্ধ করে করতে হবে।

## ৮.১০। উপকরণ কর কর্তন বা রেয়াত গ্রহণে অন্যান্য শর্তগুলি কি?

- উপকরণ ক্রয়ের কর চালান পত্র প্রাপ্তি এবং পণ্য গৃহীত হওয়ার একমাস সময়ের মধ্যে দাবী করতে হবে এবং কর্তন বা রেয়াত প্রাপ্য হওয়ার সময় ক্রেতা মূল্য সংযোজন করনিবন্ধিত থাকতে হবে,
- পণ্য বা সেবা অবশ্যই রেয়াত গ্রহণকারী নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক আমদানীকৃত বা ক্রয়কৃত হতে হবে।
- নিবন্ধিত ব্যক্তির কাছে অবশ্যই বৈধ কর চালান পত্র এবং আমদানীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিল অব এন্ট্রির কপি থাকতে হবে।
- পণ্য বা সেবা অবশ্যই ব্যবসায়ে ব্যবহারের জন্য এবং করযোগ্য পণ্য ও সেবা সরবরাহের জন্য ক্রয়কৃত হতে হবে। কর অব্যাহতি প্রাপ্ত পণ্য ও সেবা সরবরাহের কাজে ব্যবহৃত উপকরণের উপর প্রদত্ত উপকরণ কর কর্তন বা রেয়াত গ্রহণ করা যাবে না।

ব্যক্তিগত বা ব্যবসা বর্হিভূত ব্যবহারের জন্য ক্রয়কৃত পণ্য বা সেবার উপর কর কর্তন করা বা রেয়াত নেওয়া যাবে না। উদাহরণস্বরূপ ব্যবসায়ে ব্যবহৃত ক্যাশ রেজিষ্টার ক্রয় উপকরণ কর রেয়াত নেয়া যাবে, কিন্তু পারিবারিক ব্যবহারের জন্য ক্রয়কৃত টেলিভিশন ক্রয়ে কর রেয়াত নেয়া যাবে না।

## ৮.১১। যদি ব্যবসায়ী করযোগ্য এবং কর অব্যাহতি প্রাপ্ত উভয় প্রকার পণ্য সরবরাহ করেন তবে কি হবে?

কোন ব্যবসায়ী করযোগ্য এবং কর অব্যাহতি প্রাপ্ত পণ্য সরবরাহ করতে পারেন। যেমনঃ ধরা যাক, পশুর চামড়া ব্যবসায়ী তাঁর পণ্য স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করতে পারেন অথবা বৈদেশিক বাজারে রপ্তানী করতে পারেন। স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করলে কর অব্যাহতি রয়েছে। কিন্তু রপ্তানী করলে তা করযোগ্য হবে (যদি ও শূন্য হারে)। এরূপ ক্ষেত্রে দেশী ক্রেতার নিকট বিক্রয়কৃত এবং বিদেশে বিক্রয়কৃত পণ্য একই মজুদ থেকে আসতে পারে এবং একই টেলিফোন, বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য খরচ এবং উপরি ব্যয় (over head) উভয় প্রকার বিক্রয় বর্ধণে ব্যবহৃত হতে পারে। একইভাবে উভয় পণ্য প্রক্রিয়াকরণে একই যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র করযোগ্য (রপ্তানী) পণ্য প্রস্তুতে ব্যবহৃত উপকরণের উপর উপকরণ কর, কর্তন বা রেয়াত গ্রহণ করা যাবে।

করযোগ্য এবং অব্যাহতি প্রাপ্ত টার্ণওভারের সাধারণ অনুপাতের ভিত্তিতে মোট উপকরণ করের কর্তন বা রেয়াতযোগ্য অংশ নিরূপণ করা হয়। যদি ব্যবসায়ের মোট টার্ণওভারের ৭০% ভাগ করযোগ্য পণ্য বা সেবা সরবরাহ থেকে হয়ে থাকে, তাহলে ৭০% উপকরণ কর কর্তন বা রেয়াত যোগ্য হবে।

উদাহরণস্বরূপ কোন ব্যবসায়ীর এক মাসের ব্যবসা নিম্নরূপ হতে পারেঃ

| | | |
|---|---|---|
| সর্বমোট | ক্রয় এবং ব্যয় | টাকা ২,০০,০০০/- |
| সর্বমোট | উপকরণ কর | টাকা ৩০,০০০/- |
| গ্রহণযোগ্য | উপকরণ কর | টাকা ২৭,০০০/- |

(গ্রহণযোগ্য উপকরণ কর হল মোট উপকরণ কর থেকে গ্রহণযোগ্য নয় এমন উপকরণ কর এবং ৬ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত আংশিক রেয়াত-অযোগ্য কর হ্রাস করে প্রাপ্ত পরিমাণ)

| | |
|---|---|
| করযোগ্য বিক্রয় (সংযোজ কর ব্যতীত) | টাকা ২,২০,০০০/- |
| কর অব্যাহতি প্রাপ্ত বিক্রয় | টাকা ১,১০,০০০/- |
| মোট বিক্রয় | টাকা ৩,৩০,০০০/- |

$$\text{রেয়াতযোগ্য উপকরণ কর} = \frac{\text{করযোগ্য টার্ণওভার} \times \text{প্রাপ্য উপকরণ কর}}{\text{সর্বমোট টার্ণওভার}}$$

$$\frac{২,২০,০০০ \times ২৭,০০০}{৩,৩০,০০০} = ১৮,০০০$$

**৮.১২। প্রদত্ত সমগ্র উপকরণ করের পরিমাণ একই কিস্তিতে (বিয়োজন বা) রেয়াত নেওয়া যাবে? না কি কয়েক মাস ধরে কয়েক কিস্তিতে নিতে হবে।**

প্রতি কর মেয়াদে সঞ্চিত সম্পূর্ণ উপকরণ কর একই মেয়াদে রেয়াত গ্রহণযোগ্য। তবে যদি করদাতা উৎপাদ করের বিপরীতে অধিক উপকরণ কর প্রাপ্য হন তবে পরবর্তী মেয়াদে (গুলিতে) উৎপাদ করের বিপরীতে উদ্বৃত্ত উপকরণ কর সমন্বয় করে নিতে পারবেন।

**৮.১৩। একটি কর মেয়াদের জন্য উপকরণ কর কি রূপে নির্ণয় করা হয়?**

একজন ব্যবসায়ীর সকল ক্রয় এবং আমদানীর বিশদ বিবরণ এবং তার ওপর মূল্য সংযোজন করএর তথ্য সত্ত্বর মূসক-১৬ ফরমে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এ সকল তথ্যের যোগফল মূসক চলতি হিসাব পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং এর মাসিক যোগফল মূসক-১৯ ফরমে দাখিল পত্রে সংক্ষিপ্ত করা হয়। গ্রহণযোগ্য উপকরণ কর নির্ণয় করতে যে সকল উপকরণ কর রেয়াত নেয়া আংশিক বা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ তা সমন্বয় করতে হবে।



**৮.১৪। একজন করদাতা কিরূপে তাঁর কর দায়িতা নিরূপণ করেন?**

একজন নিবন্ধিত ব্যক্তির করদায়িতা প্রতিমাসে অর্থাৎ প্রতি কর মেয়াদের শেষে পেশকৃত দাখিল পত্রে নিরূপিত হয়ে থাকে যাতে কর মেয়াদে ধার্যকৃত উৎপাদ কর এবং কর্তনযোগ্য উপকরণ করের পরিমাণের সংক্ষিপ্ত সার লিপিবদ্ধ থাকে। কোন কর মেয়াদে উৎপাদ কর থেকে উপকরণ কর বিয়োজন করে করদায়িতা নিরূপণ করা হয়। যদি, যেমনটি সাধারণত হয়ে থাকে, উৎপাদ কর উপকণের চেয়ে বেশী হয়ে থাকে তবে পার্থক্যের সমপরিমাণ রাজস্ব হিসাবে রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদেয় হয়। যদি উপকরণ কর উৎপাদ কর অপেক্ষা বেশি হয় তবে অধিক প্রদত্ত উপকরণ কর রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে করদাতার প্রাপ্য হিসাবে গণ্য হয়।

**৮.১৫। যদি কোন কর মেয়াদান্তে করদাতা করদায়ী থাকে তবে কি হবে?**

বিধি মোতাবেক নির্দিষ্ট সময়মত এই কর পরিশোধ করতে হবে। বাংলাদেশ মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় চলতি হিসাব পুস্তকে লিপিবদ্ধ মাসিক জের যা দাখিলপত্রে প্রদর্শিত হয়, তাই হবে করদায়িতা নির্ণায়ক সংখ্যা।

**৮.১৬। যদি করদাতা কর মেয়াদান্তে রাজস্ব প্রশাসনের নিকট কর এর টাকা পাওনা হন তখন কি ব্যবস্থা হবে?**

এই অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন নির্দিষ্ট কর মেয়াদে উপকরণ কর উৎপাদ করের চেয়ে বেশি হয়। এটা মাঝে মধ্যে হতে পারে অথবা ব্যবসার ধরণ অনুসারে ধারাবাহিক ভাবে নিয়মিত ভাবেই হতে পারে। যদি কোন মাসে কোন নিবন্ধিত করদাতা উপকরণ ক্রয়ে অধিক বিনিয়োগ করেন, পুনঃ বিক্রয়ের জন্য অধিক পরিমাণে পণ্য ক্রয় ও মজুদ করেন অথবা বড় সম্পত্তি ক্রয় করেন, তবে সে মাসে তাঁর অনুকূলে কর রেয়াত প্রাপ্তির অবস্থা থাকারই সম্ভাবনা, যদিও স্বাভাবিক ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ায় মাসের শেষে তাঁর করদায়িতা থাকে। এরূপ অবস্থায় তিনি তাঁর অতিরিক্ত প্রদত্ত কর এর জের পরবর্তী মাসে প্রারম্ভিক স্থিতি আকারে চলতি হিসাবে লিপিবদ্ধ করে উৎপাদ করের বিপরীতে সমন্বয় করবেন। এই রূপ প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ জমার জের নিঃশেষ হতে কয়েকমাস সময় লাগতে পারে এবং অবশেষে পুনরায় তিনি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় কর প্রদান শুরু করতে পারেন।

যদি কোন করদাতা তাঁর উৎপাদিত অধিকাংশ বা সমুদয় পণ্য রপ্তানী করেন তবে তাঁর প্রাপ্ত কর রেয়াত প্রতিমাসে সঞ্চিত হতে থাকবে। এক্ষেত্রে তাঁর প্রাপ্ত রেয়াত সমন্বয় করা যাবেনা, বরং করদাতা রাজস্ব বোর্ড এর নিকট থেকে মূল্য সংযোজন কর ফেরত দাবী করতে পারবেন।

**৮.১৭। মূল্য সংযোজন কর ফেরৎ নেওয়ার অধিকার কার জন্য প্রযোজ্য?**

নিবন্ধিত ব্যক্তিবর্গ যাঁরা ধারাবাহিকভাবে রেয়াত প্রাপ্তির অবস্থায় থাকেন, প্রধানতঃ রপ্তানীকারকগণ, অধিক প্রদত্ত রেয়াত এর জন্য ফেরত দাবী করতে পারেন। ভুলবশতঃ

অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন কর পরিশোধের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হিসাবে ফেরত প্রদান করা যেতে পারে।

**৮.১৮। ফেরত দাবী করার প্রণালী কি?**

যে সকল ব্যবসায়ী তাঁদের সমুদয় উৎপাদিত সামগ্রী রপ্তানী করার ফলে অব্যাহতভাবে উপকরণ কর রেয়াত প্রাপ্তির অবস্থায় থাকেন, তাঁরা মূসক-২১ ফরম এর মাধ্যমে (পরিশিষ্ট-৮.০১) নিবন্ধিত রপ্তানীকারক হিসাবে নিবন্ধিত হওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন। আবেদন গৃহীত হলে, তাঁদের মাসিক মূসক দাখিলপত্রগুলি ফেরৎ দাবী হিসাবে গণ্য হয় এবং মূসক দপ্তর সেগুলি প্রক্রিয়াকরণের জন্য ডিউটি ড্র ব্যাক দপ্তরে প্রেরণ করে। করদাতাগণ একই পদ্ধতিতে আমদানী শুল্ক প্রত্যর্পণ দাবী করতে পারেন। ফেরতযোগ্য মূসক ও শুল্ক এতদুদ্দেশ্যে খোলা ব্যাংক একাউন্টে সরাসরি ফেরত প্রদান করা হয়।

যে সকল করদাতা তাঁদের উৎপাদিত সামগ্রীর কিছু অংশ রপ্তানী করেন, সমুদয় সামগ্রী রপ্তানী করেন না বা অব্যাহতভাবে রেয়াত জমা অবস্থায় থাকেন না, তারা ফেরত দাবী করতে পারেন না। তবে উপকরণ কর যথা নিয়মে চলতি হিসাব পুস্তকে লিপিবদ্ধ করে এবং মূল্য সংযোজন কর দাখিলপত্রে উল্লেখ করে উপকরণ কর কর্তন বা রেয়াত নিতে পারেন। সময়ে সময়ে রেয়াতের পরিমাণ উৎপাদন করের বিপরীতে বেশি হলে পরবর্তী মাসগুলিতে ধারাবাহিকভাবে রেয়াত গ্রহণের মাধ্যমে সমন্বয় করতে পারেন।

যদি করদাতার ভুলের জন্য রেয়াত প্রাপ্তির অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং চলতি হিসাবের মাধ্যমে অতিরিক্ত পরিশোধিত অর্থ সমন্বয় সম্ভব না হয় করদাতা TR 31 ফরমে অধিক প্রদত্ত কর সরাসরি ফেরৎ নেওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন। এই ফরমটি আমদানী পর্যায়ে সাময়িক শুল্কায়নের ভিত্তিতে প্রদত্ত অতিরিক্ত মূসক ফেরৎ দাবী করার জন্যও ব্যবহৃত হয়। অতিরিক্ত পরিশোধের ছয় মাসের মধ্যে বা আমদানীর ক্ষেত্রে, চূড়ান্ত শুল্কায়নের ছয় মাসের মধ্যে ফেরত দাবী করতে হবে।

**৮.১৯। অনিবন্ধিত ব্যবসায়ীদের ফেরত প্রদানের কোন বিশেষ ব্যবস্থা আছে কিনা?**

যদি অনিবন্ধিত ব্যবসায়ী তাঁর উৎপাদিত সামগ্রী রপ্তানী করেন, তিনি ঐ সামগ্রী উৎপাদন ও বিতরণে উদ্ভুত মূসক ফেরত দাবী করে আবেদন করতে পারেন। রপ্তানী সম্পন্ন হওয়ার ছয় (৬) মাসের মধ্যে মূসক-২২ ফরমে আবেদন করা যায়। আমদানী শুল্ক প্রত্যর্পণও একই নিয়মে করা যায়। মূসক-২২ ফরম এর নমুনা পরিশিষ্ট-৮.০২ এ প্রদত্ত হলো।

**৮.২০। ফেরত ও প্রত্যর্পণ চূড়ান্ত করার জন্য কোন সময়সীমা আছে কি?**

মূসক ফেরত এর দাবী, ৯০ (নব্বই) দিন এবং শুল্ক প্রত্যর্পণের দাবী ২১ দিনের মধ্যেই চূড়ান্ত করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।



নবম অধ্যায়

# সংকুচিত মূল্যে মূসক প্রদান পদ্ধতি

ব্যবসায়ে নিযুক্ত ব্যক্তি যদি বার্ষিক ৮০ (আশি) লক্ষ টাকা বা তদুর্ধ্ব মূল্যের করযোগ্য পণ্য বা সেবা সরবরাহ করেন তবে তাকে মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে। নিবন্ধিত হলে তিনি তাঁর বিক্রয়ের উপর নির্ধারিত হারে মূল্য সংযোজন কর আদায় করবেন এবং মাসিক দাখিলপত্র পেশ করবেন এবং দাখিলপত্রের হস্তান্তরের হিসাব অনুসারে প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর প্রদান করবেন। বিক্রয়ের উপর নিরূপিত উৎপাদ কর থেকে কর্তনযোগ্য উপকরণ কর বিয়োজন করে প্রদেয় কর নির্ণয় করা হয়ে থাকে। এরূপে উপকরণ কর বিয়োজন করা হল সংযোজন করের মৌলিক নিয়ম। কিন্তু অনেক পণ্য বা সেবা উৎপাদন ও বিপণন পদ্ধতি এমন যে, সংশ্লিষ্ট উৎপাদক বা সরবরাহকারীর পক্ষে উপকরণ করের যথাযথ হিসাব রাখা এবং রেয়াত নেয়া বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। তাদের জন্য উপকরণ করের অনুমিত পরিমাণ মোট সরবরাহ মূল্যের যত শতাংশ হতে পারে তা ১৫% মূসক থেকে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট হারে মূসক আদায় করা হয়। এই হারকে সংকুচিত হার এবং যে মূল্যকে ভিত্তি ধরা হয় তাকে সংকুচিত মূল্য ভিত্তি বলা হয়।

একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝা যেতে পারে। নির্মাণ প্রতিষ্ঠান একটি বাড়ী তৈরী করতে বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করে এবং শ্রমিক নিয়োগ করে। এই সব খরচের উপর কিছু মুনাফা করে বাড়ীটি বিক্রয় করে। ১০০ টাকা বিক্রয়মূল্য, ১০ টাকা মুনাফা হলে ৯০ টাকা নির্মাণ ব্যয়। এই ৯০ টাকার মধ্যে শ্রমিক ও মূসকমুক্ত উপকরণের মূল্য ২০ টাকা এবং মূসক-আরোপিত উপকরণের মূল্য ৭০ টাকা। অর্থাৎ ১০০ টাকার মধ্যে ৩০ টাকার উপরে কোন মূসক দেওয়া হয়নি অর্থাৎ মূসকযোগ্য মূল্য ৩০% এবং ৩০ টাকার উপর ১৫% মূসক হয় ৪.৫০ টাকা। এখন বলা হবে নির্মাণ শিল্পের সংকুচিত ভিত্তিমূল্য ৩০% এবং সংকুচিত মূসকের হার ৪.৫% অর্থাৎ মোট বিক্রয়মূল্যের উপর গড়ে ৪.৫% হারে মূসক পরিশোধ করতে হবে এবং কোন উপকরণ কর রেয়াত নেওয়া যাবে না।

**৯.১। সংকুচিত ভিত্তি মূল্য সংযোজন কর কি?**

যদিও উৎপাদ কর সমগ্র বিক্রয় মূল্যের ওপর নির্ধারিত হারে নিরূপণ করা এবং উপকরণ কর কর্তন করে প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর নিরূপণ করা বিশ্বব্যাপী মূসক ব্যবস্থার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। তবু দেখা যায় যে, কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ীর জন্য প্রয়োজনীয় মানের দলিলাদি ও হিসাব পুস্তক সংরক্ষণ করা যথেষ্ট অসুবিধাজনক। এই অবস্থা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সহজীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে যা কিছু নির্দিষ্ট প্রকারের ব্যবসা বা কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ বার্ষিক টার্ণওভার' এর নিম্নে অবস্থানকারী ব্যবসায় বা উভয় পদ্ধতির সমন্বয়ভুক্ত ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

বাংলাদেশে গৃহীত সংকুচিত ভিত্তি এমনই একটি সহজীকরণ ব্যবস্থা। সহজ কথায় এই সংকুচিত ভিত্তি হল ব্যবসায়ের সুনির্দিষ্ট লেনদেনের উপর স্বাভাবিক হারে কর আদায় বা মোট প্রাপ্ত নির্দিষ্ট শতকরা অংশের উপর গড় হারে কর আদায়। এক্ষেত্রে উপকরণ কর রেয়াত নেবার কোন সুযোগ নেই কেননা উৎপাদ কর থেকে উপকরণ কর কর্তন বা রেয়াত নেওয়ার পর যে কর প্রাপ্তি হত এই সংকুচিত ব্যবস্থায় একই পরিমাণ কর প্রাপ্তি হবে বলে বিবেচিত।

**৯.২। কারা এই পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারবেন?**

এই পদ্ধতি নির্দিষ্ট কিছু পণ্যের আমদানীকারক এবং বিশেষ ধরণের সেবা প্রদানকারীদের বেলায় প্রযোজ্য। সেবা প্রদানকারীদের তালিকা এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রস্তুতকারক বা উৎপাদনকারীগণকে [মূসক আইন ১৯৯১ এর ধারা ২ (থ) তে সংজ্ঞায়িত (পরিশিষ্ট-৯.০২ দ্রষ্টব্য)] অবশ্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করতে দেওয়া হয় না। তারা যথা নিয়মে মূল্য সংযোজন করের জন্য জবাবদিহি করবেন।

**৯.৩। যদি পণ্য ক্রয় করে আকৃতি ও প্রকৃতি পরিবর্তন না করে একই অবস্থায় বিক্রয় করা হয় তাহলে কি হবে?**

যে সকল ব্যবসায়ী শুধু পণ্য ক্রয় বিক্রয় করেন, তাদের বেলায় বিষয়টি ঐচ্ছিক। এ ধরনের ব্যবসায়ীরা মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ২ (থথথথ) এ সংজ্ঞায়িত যা পরিশিষ্ট-৯.০২ এ দেয়া হয়েছে। ব্যবসায়ীকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, এই ধরনের ব্যবস্থা তার ব্যবসার জন্য সুবিধাজনক হবে কিনা। এই ধরণের ব্যবসার জন্য পদ্ধতিটি আরো সরলীকরণ করা হয়েছে যার জন্য করের ভিত্তি মূল্যে কোন সংযোজন নেই। সরবরাহকৃত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ মোট প্রাপ্ত বা প্রাপ্য পণ্যের ওপর ৪% সংকুচিতহারে মূল্য সংযোজন কর প্রযোজ্য হবে।

**৯.৪। এই পদ্ধতিটি কিভাবে কার্যকর হয়?**

এই পদ্ধতিতে তিনটি উপাদান আছে যা ব্যবসায়ীগণ প্রদেয় কর নিরূপণে ব্যবহার করবেনঃ

(১) **মূল্য সংযোজন করের ভিত্তি** - এই ভিত্তিমূল্যের ওপর মূল্য সংযোজন কর নিরূপণ করা হয়। ব্যবসায়ী এবং পণ্য সরবরাহকারীদের বেলায় সরবরাহকৃত পণ্যের বিপরীতে বিক্রয়লব্ধ মোট মূল্য হল মূল্য সংযোজন করের ভিত্তি। তবে আমদানী পণ্যের জন্য অন্যান্য বিষয়ও হিসাবে আনা হয় (নিম্নে অনুচ্ছেদ-৯.৭ দ্রষ্টব্য) এবং সেবা সরবরাহকারীর জন্য মূল্য সংযোজন করের ভিত্তি সেবা প্রদানের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। (পরিশিষ্ট ৯.০১ এর ২নং কলাম দ্রষ্টব্য)

(২) **মূল্য সংযোজন-** মূল্য সংযোজনের পরিমাণ হল সংশ্লিষ্ট পণ্য বা সেবা সরবরাহকারী যে পরিমাণ মূল্য যোগ করেন এবং এই পরিমাণের ওপর স্বাভাবিক কর হার প্রয়োগ



করা হয়। মূল্য সংযোজন হলো ভিত্তি মূল্যের সুনির্দিষ্ট হার, এবং সংশ্লিষ্ট সরবরাহের উপর নির্ভর করে তা ১০% হতে ১০০% পর্যন্ত হতে পারে। (পরিশিষ্ট ৯.০১ এর কলাম ৩ দ্রষ্টব্য)

(৩) **কর হার-** করহার হল প্রযোজ্য করের হার যা পুর্নহার ১৫% এর ভিত্তিতে সংযোজনের উপর হিসাব করা হয়, সংশ্লিষ্ট লেনদেনের উপর প্রদেয় নীট করের পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য। ব্যবসায়ের প্রকারভেদে করের হার ১.৫% থেকে ১৫% পর্যন্ত হতে পারে (পরিশিষ্ট ৯.০১ এর ৪র্থ কলাম দ্রষ্টব্য)

**৯.৫। কর কিভাবে নিরূপিত হয়?**

কর নিরূপণ পদ্ধতির উদাহরণস্বরূপ একটি নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজের জন্য মূল্য সংযোজন কর নিরূপণের নমুনা তুলে ধরা হলঃ-

| | |
|---|---|
| **মূল্য সংযোজন করের ভিত্তি** | ঃ টেন্ডার ডকুমেন্টে উল্লিখিত মূল্য |
| **প্রাক্কলিত মূল্য সংযোজনের হার** | ঃ ৩০% |
| **আরোপযোগ্য মূল্য সংযোজন করের হার** | ঃ ৪.৫% (৩০% এর ১৫%) |

সুতরাং কোন নির্দিষ্ট নির্মাণকাজের টেন্ডার মূল্য টাকা ৫,০০০,০০০ হলে প্রদেয় কর হল ৫০,০০,০০০×৪.৫%= টাকা ২২৫,০০০/-।

এই পরিমাণ কর, কর চালানপত্রে উল্লেখ করতে হবে এবং মূল্য সংযোজন কর দাখিলপত্রের মাধ্যমে তার জবাবদিহি করতে হবে।

**৯.৬। আমদানীকৃত পণ্যের জন্য সংকুচিত হারে মূসক কিরূপে নিরূপিত হয়?**

কিছু সংখ্যক আমদানী পণ্যের জন্য মূল্য সংযোজন কর নিরূপণের ভিত্তি হল আমদানী শুল্ক এবং অন্যান্য সকল কর ও শুল্কের সমষ্টির ওপর আমদানীকারকের লাভ হিসেবে ২৬.৬৭% বৃদ্ধি। তার ওপর ৪% হারে "Advanced Trade VAT (ATV)" বা অগ্রিম মূল্য সংযোজন কর আরোপিত হয়।

যে সকল পণ্যের ওপর এই হার প্রযোজ্য সেগুলি ভোগ্য পণ্য এবং সম্পূর্ণ তৈরী সামগ্রী।

উদাহরণ স্বরূপ ধরে নেওয়া যাক আমদানী পণ্যের CIF মূল্য হল ১,০০০,০০০ টাকা যার আমদানী শুল্ক হার হল ২৫% এবং সম্পূরক শুল্ক হার হল ২০%-

| | | |
|---|---|---|
| আমদানী (CIF)মূল্য | | ১,০০০,০০০ |
| আমদানী শুল্ক হার @ ২৫% | (+) | ২৫০,০০০ |
| সম্পূরক শুল্কের ভিত্তি | (+) | ১,২৫০,০০০ |
| সম্পূরক শুল্ক ২০%হারে | (+) | ২৫০,০০০ |
| স্বাভাবিক মূল্য সংযোজন করের ভিত্তি | | ১,৫০০,০০০ |
| সম্ভাব্য মূল্য সংযোজন [ভিত্তি মূল্যের @২৬.৬৭% হারে] | | (+)৪০০,০০০ |
| সংকুচিত হারে অগ্রিম মূসকের জন্য ভিত্তি | | ১,৯০০,০০০ |
| সংকুচিত হারে অগ্রিম মূল্য সংযোজন কর @৪% | | ৭৬,০০০ |

এই অগ্রিম মূসক আমদানী পর্যায়ে প্রযোজ্য স্বাভাবিক মূসক [ ভিত্তি ১,৫০০,০০০ এর ১৫% হারে (২,২৫,০০০/- টাকা)] এবং আমদানী শুল্ক প্রভৃতির সাথে একই সঙ্গে প্রদেয়। সুতরাং এই আমদানীর ওপর মোট আদায়যোগ্য মূসক হ'ল [২২৫,০০০+ ৭৬,০০০]= ৩০১,০০০ টাকা।

**৯.৭। উপকরণ কর কিরূপে বিয়োজন হবে?**

সংকুচিত মূল্যে মূল্য সংযোজন কর প্রদান করা হলে, পণ্য, সেবা, ওভারহেড বা সরবরাহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উপকরণের উপর প্রদত্ত উপকরণ কর কর্তন করা বা রেয়াত নেওয়ার কোন সুযোগ নেই।

যদি এই ব্যবস্থার অধীন সরবরাহকৃত কোন পণ্য বা সেবা কোন ব্যবসায়ী ক্রয় করেন তবে সংশ্লিষ্ট-চালানের জন্য সরবরাহকারী প্রদত্ত চালান পত্রে উপযুক্ত করের পরিমাণ এবং উপযুক্ত কর হার উল্লেখ থাকবে। সংকুচিত মূল্যের অধীনে আমদানীকৃত পণ্য উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হলে পরবর্তী ব্যবসায় স্তরে বা উৎপাদন স্তরে ঐ পণ্যটি স্বাভাবিক নিয়মে উপকরণ কর রেয়াত যোগ্য হবে।

**৯.৮। যদি আমদানীকারকগণ সংকুচিত মূল্য ভিত্তিতে মূসক পরিশোধিত পণ্য উৎপাদক বা প্রস্তুতকারকদের নিকট বিক্রয় করেন তাহলে কি হবে?**

যদি বাণিজ্যিক আমদানীকারক তার পণ্য কোন উৎপাদক বা প্রস্তুতকারকের নিকট বিক্রয় করেন, তবে উৎপাদক বা প্রস্তুতকারক আমদানীকারক কর্তৃক প্রদত্ত অগ্রিম মূসকসহ সকল প্রকার মূসক এর রেয়াত নিতে পারবেন। এজন্য আমদানীকারক বিক্রয়কালে চালানপত্র ছাড়াও বিল-অব-এন্ট্রি'র একটি কপি ক্রেতাকে প্রদান করবেন যাতে আমদানী পর্যায়ে প্রদত্ত



মূসক এর বিশদ তথ্য লিপিবদ্ধ থাকবে। আমদানীকৃত পণ্যের ব্যবসায়ী পর্যায়ের ঘোষণায়ও স্বাভাবিক নিয়ম অনুসরণ করতে হবে।

**৯.৯। সংকুচিত মূল্যে মূল্য সংযোজন কর প্রদান করতে হলে কি কি দলিলপত্র সংরক্ষণ করতে হবে?**

অন্যান্য ব্যবসায়ীদের মত সংকুচিত মূল্যে করদাতাদেরও একই দায়বদ্ধতা রয়েছে, তবে তাদের কোন বিশেষ ধরণের নথিপত্র সংরক্ষণ করতে হবে না। অন্যান্য মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধিত ব্যবসার মত তাদেরও একই নথিপত্র সংরক্ষণ করতে হবে। তাদেরকেও একইভাবে তাদের সকল সরবরাহের জন্য অবশ্যই কর চালান পত্র প্রদান করতে হবে।

**৯.১০। সংকুচিত মূল্যে প্রদত্ত মূল্য সংযোজন কর এর ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর দাখিলপত্র পেশ করতে হবে কি?**

সংকুচিত পদ্ধতিতে দাখিলপত্র আবশ্যিকভাবে পেশ করতে হবে এবং প্রদেয় কর পরিশোধ করতে হবে যেমন ভাবে অন্যান্য নিবন্ধিত করদাতারা করেন।

দশম অধ্যায়

# আর্থিক ও বীমা সেবা সমূহ

## আর্থিক সেবা সমূহ

### ১০.১। 'আর্থিক সেবা' বলতে কি বোঝায়?

'আর্থিক সেবা' বলতে মুদ্রা সরবরাহ, ঋণদান, আমানত জমা, ব্যবসায়ে অর্থায়ন, টাকা কড়ি হিসাবে 'মুদ্রা' এর ব্যবহার, সর্বপ্রকার ব্যাংক আকাউন্ট পরিচালনা বিষয়ক যে কোন লেনদেন বোঝায়। সাধারণ নিয়মে এই সকল সেবা প্রদান সংশ্লিষ্ট ব্যবসা মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি প্রাপ্ত, তবে এসকল সেবা প্রদানে প্রকৃত আর্থিক লেনদেনে সহায়ক সেবা মূল্য সংযোজন করযোগ্য। উদাহরনস্বরূপ, ATM এর মাধ্যমে অর্থ উত্তোলনের ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত চার্জ মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত, তবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে এতদসংক্রান্ত কম্পিউটার সফটওয়্যার এবং ATM network সহায়ক সকল সেবা করযোগ্য। নিম্ন তালিকায় করযোগ্য আর্থিক সেবার সাথে সংশ্লিষ্ট কয়েক প্রকার সেবার উদাহরণ প্রদান করা হল–

- ঋণ আদায় এবং আমানত নিয়ন্ত্রণ
- হিসাবরক্ষণ
- সরঞ্জাম ইজারা প্রদান
- নির্বাহক ও অছি সেবা এবং ভূ-সম্পত্তির পরিচালন সেবা
- বিনিয়োগ, অর্থায়ন ও কর বিষয়ক সেবা
- ব্যবস্থাপনা পরামর্শ সেবা
- বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা
- একীভূত এবং অধিগ্রহণ পরামর্শ সেবা
- নির্দিষ্ট কার্যভার ব্যবস্থাপনা
- নিবন্ধক সেবা
- নিরাপদ হেফাজত এবং নিরাপদ পরিবহণ সেবা।



## ব্যাংক

### ১০.২। ব্যাংক বা অন্যান্য অনুরূপ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত সেবার ওপর মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা কি?

| | সেবার প্রকৃতি | মূল্য সংযোজন করদায়িতা |
|---|---|---|
| ১ | সঞ্চয়ী হিসাবরক্ষণের জন্য আরোপিত চার্জ | অব্যাহতিপ্রাপ্ত |
| | চলতি হিসাবরক্ষণের জন্য আরোপিত চার্জ | করযোগ্য |
| ২ | ATM এর মাধ্যমে টাকা উত্তোলনের জন্য ফি | অব্যাহতিপ্রাপ্ত |
| ৩ | তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক ব্যাংক কে প্রদত্ত ATM সংক্রান্ত সেবা, সংরক্ষণ, সফটওয়্যার সরবরাহ, পূরণ করা, ATM বা তার স্থান ভাড়া বা ইজারা দেওয়া | করযোগ্য |
| ৪ | ঋণপত্র খোলা, ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান, "টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার" ইত্যাদির জন্য ব্যাংক কর্তৃক আদায়কৃত ফি | করযোগ্য |
| ৫ | ঋণের ওপর সুদ আদায় | অব্যাহতিপ্রাপ্ত |
| ৬ | ঋণ বা জমা ব্যবস্থার জন্য আদায়কৃত ফি | করযোগ্য |
| ৭ | ডিসঅনারড চেক পুনঃদাখিল বা ফেরত প্রদান বাবদ ফি | অব্যাহতিপ্রাপ্ত |

## মুদ্রা

### ১০.৩। কাগুজে মুদ্রা ছাপান, ধাতব মুদ্রা প্রস্তুত এবং কাগুজে মুদ্রা বা ধাতব মুদ্রা আমদানীর ওপর কোন মূল্য সংযোজন কর ধার্য করা যায় কিনা?

বাংলাদেশে কাগুজে ও ধাতব মুদ্রা তৈরীর কাজ বাংলাদেশ সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ এর মাধ্যমে হয়ে থাকে এবং এতে কোন মূল্য সংযোজন কর ধার্য নেই। ব্যাংক নোট ও ধাতব মুদ্রা যদি আমদানী হয় তবে সেগুলি মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত।

### ১০.৪। মুদ্রা যখন টাকাকড়ি হিসাবে ব্যবহৃত হয় তখন মূল্য সংযোজন কর ধার্য করা হয় কি?

টাকাকড়ির সরবরাহের ওপর কোন মূল্য ধরা হয়না ফলে এটা মূল্য সংযোজন পরিসীমার মধ্যে আসেনা এবং এর ফলে কোন মূল্য সংযোজন কর দিতে হয়না। যেমন ব্যাংকের কোন হিসাবে টাকা গ্রহণ, ব্যাংক এর এক হিসাব থেকে অন্য হিসাবে স্থানান্তর করা, টাকা প্রদান করা এবং মুদ্রা বিনিময় করা।

**১০.৫। প্রাচীন নিদর্শন হিসাবে সরবরাহকৃত (as antiques) কাগুজে বা ধাতব মুদ্রা অথবা বিনিয়োগ যোগ্য পণ্য হিসাবে মুদ্রার সরবরাহের ওপর সংযোজন করের কি ব্যবস্থা?**

মুদ্রা যখন পণ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় তখন মূল্য সংযোজন কর আরোপযোগ্য হয়; যেমন প্রাচীন নিদর্শন বা antique হিসাবে বা লগ্নি করার পণ্য হিসাবে ব্যবহার হলে।

**সিকিউরিটি সমূহ**

**১০.৬। ষ্টক এবং শেয়ার ব্যবসা মূল্য সংযোজন কর যোগ্য কিনা?**

শেয়ার বিক্রয় বা ইস্যু করা মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত। তবে শেয়ার কার্যক্রম পরিচালনা এবং পরামর্শক সেবা হল কর যোগ্য।

**১০.৭। ডিভিডেন্ট কর যোগ্য কিনা?**

শেয়ার এর বিপরীতে ডিভিডেন্ট প্রাপ্তি মূল্য সংযোজন কর আওতা বহির্ভূত।

**ঋণ এবং ধার**

১০.৮। অগ্রিম অথবা ধার হিসাবে প্রদত্ত টাকার ওপর সাধারণতঃ সুদ ধার্য করা হয় যা মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত।

**১০.৯। কোন পণ্য কিস্তিতে পরিশোধ, শর্তযুক্ত বিক্রয় অথবা ধারে বিক্রয় চুক্তির ভিত্তিতে ক্রয় করা হলে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় বিধান কি?**

কিস্তিতে পরিশোধ যোগ্য শর্তে ধারে কোন পণ্য ক্রয় করা হলে এবং ধার মঞ্জুর করার জন্য কোন চার্জ সাধারণতঃ সুদের আকারে-আরোপিত হলে, উক্ত লেনদেন মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত, যদি তা চার্জ হিসাবে পৃথকভাবে প্রদর্শিত হয়। কোন চুক্তির ভিত্তিতে বিক্রীত পণ্যের ক্ষেত্রে পণ্য সরবরাহ অবশ্যই করযোগ্য হবে এবং তা হবে যথোপযুক্ত হারে জমার জন্য বা আংশিক বিনিময়ের জন্য কোন প্রকার কর্তনের পূর্ববর্তী নগদের ভিত্তিতে।

**১০.১০। বিলম্বে মূল্য প্রদানের জন্য অথবা অন্যান্য অর্থদন্ডের ওপর মূল্য সংযোজন কর আরোপ যোগ্য কিনা?**

বাকীতে বিক্রয় চুক্তির অধীনে যদি কোন ব্যবসায়ী বিলম্বে পরিশোধের জন্য তাঁর কোন ক্রেতার উপর চার্জ আরোপ করেন, অর্থদন্ড যেহেতু সরবরাহের বিপরীতে নির্ধারিত কোন প্রাপ্তি নয়, সেহেতু তা মূল্য সংযোজন করের আওতা বহির্ভুত।

অনুরূপভাবে ক্রেতা প্রদত্ত চেক 'dishonour' হয়ে গেলে যদি ক্ষতিপূরণ দাবী করা হয় এবং ব্যাংকে প্রদেয় কোন ফি উদ্ভূত হয় তবে তা মূল্য সংযোজন কর বহির্ভূত হবে।



**ক্রেডিট কার্ড**

**১০.১১। ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত সেবার কর দায়িতা কি?**

| | সেবার প্রকৃতি | কর দায়িতা |
|---|---|---|
| ১ | ব্যবসায়ীর নিকট থেকে ক্রেডিট কার্ড কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধা বাবদ আরোপিত চার্জ | করযোগ্য |
| ২ | সদস্য পদ লাভ বা যোগদানের জন্য ক্রেতার নিকট ক্রেডিট কার্ড কোম্পানীর ধার্য ফি | করযোগ্য |
| ৩ | প্রতিটি লেনদেনের জন্য ক্রেডিট কার্ড কোম্পানী কর্তৃক ব্যবসায়ীর ওপর আরোপিত কমিশন | করযোগ্য |
| ৪ | প্রদেয় বকেয়া বাবদ ক্রেতার ওপর ধার্যকৃত ক্রেডিট কার্ড কোম্পানীর ধার্য সুদ | করমুক্ত |
| ৫ | ক্রেডিট কার্ড কোম্পানী কর্তৃক ব্যবসায়ীকে 'ইসপ্রিন্টার' বা 'টারমিনাল' ভাড়া বা বিক্রয় | করযোগ্য |
| ৬ | ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের কারণে ব্যবসায়ী কর্তৃক ক্রেতার ওপর ধার্য চার্জ | কার্ড এর মাধ্যমে পণ্য বা সেবা ক্রয়ের জন্য করদায়িতার অনুরূপ। |

**বৈদেশিক মুদ্রা**

**১০.১২। বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেনে মূল্য সংযোজন করের কি ব্যবস্থা?**

এক প্রকার মুদ্রা থেকে অন্য মুদ্রায় বিনিময়ের ব্যবসা বাবদ মুদ্রা বিনিময়কারী বা ব্যাংক এর আদায়কৃত কমিশন বা ফি এর ওপর মূল্য সংযোজন কর আরোপ করা হয়।

**বীমা সেবা**

**১০.১৩। বীমা ব্যবস্থা কি মূল্য সংযোজন কর আরোপযোগ্য?**

জীবন বীমার 'প্রিমিয়াম' মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত। স্বাস্থ্য এবং দুর্ঘটনা বীমা সহ অন্যান্য সকল বীমা মূল্য সংযোজন কর আরোপযোগ্য।

**১০.১৪। পুনঃ বীমা সেবা মূল্য সংযোজন করযোগ্য কি?**

জীবন বীমা সংক্রান্ত পুনঃবীমা কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত, অন্যান্য পুনঃবীমা সেবা করযোগ্য।

## ১০.১৫। বীমা সেবা সংক্রান্ত অন্যান্য সেবার বেলায় মূল্য সংযোজন করের কি ব্যবস্থা?

জীবন বীমা করার জন্য বীমা দালাল প্রদত্ত মধ্যবর্তী সেবা মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত। বীমা সংক্রান্ত অন্যান্য সেবা, এমনকি জীবন বীমা সংক্রান্ত হলেও তা করযোগ্য। এতদ্‌সংক্রান্ত অনেকগুলি সেবার মধ্যেঃ-

- পরিচিতিমূলক সেবাসমূহ
- সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা
- ক্ষয়-ক্ষতি নির্ণয়
- দাবী নিষ্পত্তির পরিচালনা
- প্রিমিয়াম সংগ্রহ
- 'ইঞ্জিনিয়ারিং' বা প্রকৌশল বীমা এবং পরিদর্শন সেবা
- বীমাজনিত আইনী সহায়তার খরচ প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

## ১০.১৬। বীমা কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত দাবী প্রদানের বিষয়ে মূল্য সংযোজন কর এর কি ব্যবস্থা?

দাবী নিষ্পত্তিতে বীমা কোম্পানী প্রদত্ত অর্থ মূল্য সংযোজন কর বহির্ভূত। এই অর্থ প্রদান কোন সরবরাহের জন্য পণ বা মূল্য নয়।

## ১০.১৭। পণ্য ও সেবার প্রতিস্থাপন দ্বারা কোন ক্ষতি পূরণ প্রদানের বিষয়ে মূল্য সংযোজন করের কি ব্যবস্থা?

বীমা কোম্পানী কর্তৃক কোন পণ্য বীমা গ্রহীতাকে প্রদান করলে তা করযোগ্য নয়, যেহেতু কোন পণ্যের বিনিময়ে তা হস্তান্তরিত হয়নি। কিন্তু বীমা কোম্পানীকে এ সকল পণ্য ক্রয়ের সময় মূল্য সংযোজন কর প্রদান করতে হবে।

## ১০.১৮। বীমা দাবী নিষ্পত্তিজনিত কোন পণ্য সরবরাহের উপর প্রদত্ত মূল্য সংযোজন করের জন্য কে উপকরণ কর রেয়াত দাবী করতে পারবেন?

যদি দাবী নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বীমাকৃত পক্ষকে হস্তান্তর করার জন্য বীমাকারীকে পণ্য সরবরাহ করা হয়, বীমাকারী পণ্যের উপর স্বাভাবিকভাবে উপকরণ কর হিসাবে আরোপিত মূসক পুনরুদ্ধার করতে পারেন এবং পণ্য হস্তান্তর করার সময় মূল্যের (cost price) উপর উৎপাদ করের সাথে সমন্বয় করতে পারেন। সাধারণ বিধিমালা মোতাবেক প্রাপক তারপর প্রদত্ত উপকরণ কর রেয়াত নিতে পারেন। যদি দাবী সংশ্লিষ্ট পণ্য অথবা সেবা বীমাকৃত পক্ষকে সরবরাহ প্রদান করা হয় এবং দাবী যদি মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধিত ব্যবসা



সম্পর্কিত হয়, তবে প্রচলিত আইন-বিধান মোতাবেক বীমাকৃত পক্ষ প্রদত্ত উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করতে পারবেন।

## ১০.১৯। বীমা দাবী নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় বীমাকৃত কর্তৃক বীমাকারীর নিকট পণ্য সমর্পণকে কিভাবে বিবেচনা করা হয়?

কোন কোন ক্ষেত্রে বীমা কোম্পানী ক্ষতিগ্রস্থ পণ্যের জন্য মেরামতের খরচ প্রদানের পরিবর্তে পণ্য প্রতিস্থাপণের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ করে থাকেন। এই সকল ক্ষেত্রে বীমাকৃত পক্ষকে ক্ষতিগ্রস্থ পণ্য বীমাকারীর নিকট সমর্পণ করতে হয়। পরবর্তীতে যদি বীমাকারী সেই ক্ষতিগ্রস্থ পণ্য 'স্ক্র্যাপ' হিসাবেও বিক্রয় করে তবে তাকে বিক্রয় মূল্যের ওপর মূসক প্রদান করতে হয়।

## ১০.২০। পণ্যের সংগে ভিন্নভাবে ক্রীত 'গ্যারান্টি' বা 'ওয়ারেন্টি' এর বিষয়ে মূল্য সংযোজন করের কি ব্যবস্থা বিদ্যমান?

'গ্যারান্টি' বা 'ওয়ারেন্টি' এর ব্যবস্থা বাংলাদেশে কর যোগ্য, বীমার ভিত্তিতে বা সংশ্লিষ্ট পণ্যের সরবরাহকারী কর্তৃক সরাসরি অর্থায়নে বা তৃতীয় পক্ষের দ্বারা যেভাবেই হোক না কেন।

একাদশ অধ্যায়

# আমদানী পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর

## ১১.১। আমদানী শুল্ক অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোন পণ্যের ওপর কি মূল্য সংযোজন কর আরোপ যোগ্য?

আমদানী শুল্ক বা মূল্য সংযোজন করদায়িতার বিষয়ে স্বয়ংক্রিয় কোন যোগসূত্র নেই। পণ্য সামগ্রী মূল্য সংযোজন কর মওকুফ বা অব্যাহতিপ্রাপ্ত হতে পারে শুধুমাত্র মূল্য সংযোজন কর আইন দ্বারা, শুল্ক আইন বা অন্য কোন বিধান দ্বারা নয়।

## ১১.২। পণ্য আমদানী করলে মূল্য সংযোজন কর কিভাবে নিরূপিত হয়?

আমদানী পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর আরোপিত হয়, পণ্যের CIF মূল্য, আমদানী পণ্যের ওপর প্রদেয় অগ্রীম আয়কর এবং মূল্য সংযোজন কর বাদে আমদানী শুল্ক এবং অন্যান্য শুল্ক ও করের মোট পরিমানের ওপর। সুতরাং কর যোগ্য মূল্যের উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে পণ্যের আমদানী, পরিবহণ খরচ, শুল্ক নির্ণয় স্থান পর্যন্ত বীমা খরচ, আমদানী শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক এবং অন্যান্য কর। উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাক ঢাকার একজন ব্যবসায়ী, কোলকাতার একটি কোম্পানী থেকে টাকা ১০০,০০০ মূল্যের পণ্য ক্রয় করলেন। কোলকাতা থেকে বেনাপোল সীমান্ত শুল্ক পয়েন্টে পণ্য চালানটির পরিবহণ খরচ হল টাকা ৩,০০০ এবং পণ্যের বীমা খরচ হ'ল টাকা ১,০০০। এই পণ্যের ওপর নির্ধারিত আমদানী শূল্ক হল ১২% (শতকরা ১২ শতাংশ) এবং সম্পূরক শুল্ক হল ২৫%। এই ক্ষেত্রে আমদানীকৃত পণ্য চালানটির জন্য মূল্য সংযোজন করভিত্তি নির্ণিত হবে নিম্নরূপেঃ

| | |
|---|---|
| পণ্যের মূল্য | টা- ১০০,০০০ |
| পরিবহণ খরচ | টা- ৩,০০০ |
| বীমা খরচ | টা- ১,০০০ |
| মোট সিআইএফ | টা- ১০৪,০০০ |
| আমদানীশুল্ক ১২% হারে | টা- ১২,৪৮০ |
| সম্পূরক শুল্কের ভিত্তি | ১১৬,৪৮০ |
| সম্পূরক শুল্ক ২৫% হারে | টা- ২৯,১২০ |
| মূল্য সংযোজন করের ভিত্তি | টা- ১৪৫,৬০০ |
| মূল্য সংযোজন কর ১৫% | টা- ২১,৮৪০ |



## ১১.৩। আমদানী শুল্কের ভিত্তি কি রূপে নিরূপিত হয়?

২০১৩ সালের ৩০ শে জুন সময় পর্যন্ত অব্যাহতিপ্রাপ্ত কিছু সুনির্দিষ্ট পণ্য (যেমন পচনশীল দ্রব্য এবং ছাপান পুস্তক) ব্যতীত আমদানীকৃত সকল পণ্য জাহাজীকরণের পূর্বে আবশ্যিকভাবে "প্রিশিপমেন্ট ইন্সপেকশন (PSI)" করিয়ে নিতে হত।

এই ব্যবস্থায় পিএসআই কোম্পানী উৎস দেশে সরবরাহকারীর নিকট তদন্ত করে বা অন্যান্য পন্থায় ঘোষিত মূল্যের যথার্থতা যাচাই করে থাকে। অতঃপর ঘোষিত মূল্য নিশ্চিত করে একটি "ক্লিন রিপোর্ট অব ফাইন্ডিংস" বা CRF প্রত্যয়নপত্র ইস্যু করে। এই CRF ই হল আমদানী বিল অব এন্ট্রি এর মাধ্যমে ঘোষিত মূল্যের ভিত্তি। এই পরিদর্শন প্রক্রিয়ার জন্য আমদানীকারকগণ প্রতিটি পণ্য চালান শিপমেন্ট এর মূল্যের ১% হারে ফি প্রদান করে থাকেন (এই ১% ভাগ ফি অবশ্য শুল্ক মূল্যের অংশ নয়)।

পণ্য পি.এস.আই ভুক্ত হোক বা না হোক, বিশ্বের বেশির ভাগ দেশে শুল্ক মূল্যের ভিত্তি হলঃ-

- বিনিময় বা Transaction Value
- অবরোহী বা Deductive Value
- হিসাবকৃত বা Computed Value

সাধারণভাবে ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত নন এরূপ ক্ষেত্রে আমদানী স্থলে বাণিজ্যিক চালানের (Commercial invoice) উল্লেখিত CIF Value হবে শুল্ক নিরূপণের জন্য ভিত্তি।

সুনির্দিষ্ট কিছু পণ্যের জন্য অবশ্য আমদানী এবং স্থানীয়ভাবে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে 'ট্যারিফ মূল্য' আরোপিত হয়।

## ১১.৪। শুল্ক কর্তৃপক্ষ যদি আমদানী পণ্যের ঘোষিত মূল্য গ্রহণ না করে তবে কি হতে পারে?

পিএসআই কোম্পানী কর্তৃক প্রত্যয়িত হলেও আমদানী পণ্যের ঘোষিত মূল্য বিষয়ে অনুসন্ধান করার এখতিয়ার শুল্ক কর্তৃপক্ষের রয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে শুল্ক কর্তৃপক্ষ তার নিজস্ব পদ্ধতিতে মূল্য ঘোষণার যথার্থতা যাচাই করবেন উপরোক্ত তিন পদ্ধতির যে কোন একটি নিয়মে। যদি আমদানীকারক এই যাচাই গ্রহণ করেন, এবং আমদানী শুল্ক পরিশোধ করেন, তাহলে এই মূল্যের ভিত্তিতে মূসক ভিত্তি নির্ণিত হবে।

### ১১.৫। আমদানী পণ্যের মূল্য বিতর্কিত হলে শুল্ক এবং মূল্য সংযোজন কর কি রূপে নির্ধারিত হয়?

যদি আমদানীকৃত পণ্যের মূল্যের ওপর বিতর্ক নিষ্পত্তি না হয় তবে প্রাক্কলিত মূল্যে (estimated price) সাময়িক শুল্কায়নের মাধ্যমে শুল্ক "রেভেনিউ ডিপোজিট" হিসেবে আদায় হয়। মূল্য সংযোজন করও একই ভিত্তিতে আদায় করা হয় যেন আমদানীকৃত পণ্য ছাড় দেওয়া যায়। আমদানীকৃত পণ্যের নিষ্পত্তি হওয়ার পর শুল্কায়ন চূড়ান্ত করা হয় এবং জমাকৃত শুল্কের সাথে সমন্বয়ের পর ট্রেজারীতে জমা হয়। কিন্তু সাময়িক শুল্কায়িত মূল্য সংযোজন কর চূড়ান্ত হিসাবেই বিবেচিত হয় এবং করদাতা প্রদত্ত উপকরণ করের পরিমাণই রেয়াত নিতে পারেন।

### ১১.৬। আমদানী স্থলে কখন এবং কোথায় মূল্য সংযোজন কর প্রদান করা হয়?

আমদানী পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর আমদানী শুল্ক ও অন্যান্য করের সঙ্গে প্রদান করা হয়। আমদানী শুল্ক, মূল্য সংযোজন করও অন্যান্য কর প্রদান না করা হলে 'শুল্ক বন্দর' থেকে শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পণ্য ছাড় দেওয়া হয় না।

### ১১.৭। আমদানী পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর প্রদানের প্রমাণস্বরূপ কি কি কাগজ সংরক্ষণ করতে হয়?

আমদানী পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর প্রদানের প্রমাণ স্বরূপ নিম্নলিখিত কাগজ পত্র সংরক্ষণ করতে হয়ঃ

- আমদানী বিল অব এন্ট্রি
- শুল্ক কর্তৃপক্ষের রশিদ,এসেসমেন্ট নোটিশ, রিলিজ অর্ডার (যেটি প্রযোজ্য)
- আমদানী সংক্রান্ত বাণিজ্যিক কাগজ পত্র যেমন-
    - ঋণপত্র
    - ইনভয়েস
    - পরিবহণ ব্যয় চালানপত্র (B/L, AWB/ ট্রাক রসিদ/রেল রসিদ)
    - পণ্যের উৎস সার্টিফিকেট
    - সরবরাহকারীকে মূল্য পরিশোধ করার প্রমাণ পত্র
    - বীমা খরচ চালান পত্র (কভার নোট ও প্রিমিয়াম রসিদ)



### ১১.৮। আমদানীকারক কর্তৃক পণ্য বিক্রয়কালে প্রদেয় উৎপাদ করের বিপরীতে আমদানীর উপর প্রদত্ত উপকরণ কর রেয়াত নেয়া যায় কি?

হ্যাঁ। স্বাভাবিক মূসক ব্যবস্থার অধীনস্থ আমদানীকারকের ক্ষেত্রে প্রদত্ত মূসক উপকরণ কর হিসাবে বিবেচিত হয়। সাধারণ বিধি মোতাবেক তা কর্তন বা সমন্বয় করা যায় বা রেয়াত নেয়া যায়।

### ১১.৯। আমদানীকৃত পণ্যের ওপর প্রদত্ত মূল্য সংযোজন কর কর্তনের জন্য কি কি শর্ত রয়েছে?

আমদানীকৃত পণ্যের ওপর প্রদত্ত মূল্য সংযোজন কর উপকরণ কর হিসাবে রেয়াত নিতে হলে কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে। এগুলি মোটামুটি ভাবে অন্যান্য উপকরণ কর রেয়াতের বেলায় প্রযোজ্য শর্তের অনুরূপঃ-

- আমদানীকালে আমদানীকারককে মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধন নিতে হবে
- আমদানী পণ্যের ওপর প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর পরিশোধ করতে হবে।
- রাজস্ব কর্মকর্তাগণ চাইলে যাতে দেখতে পারেন সেজন্য কোন নির্দিষ্ট পণ্য আমদানীর স্বপক্ষে প্রমাণ পত্র সমূহ আমদানীকারক সংরক্ষন করবেন।
- কেবল মাত্র আমদানীকারকগণই উপকরণ কর রেয়াত নিতে পারেন। তবে যদি পুনঃবিক্রয়ের জন্য পণ্য আমদানী করা হয়ে থাকে এবং সংকুচিত মূল্যে পণ্যের মূসক নিরূপণ করা হয় তবে সে ক্ষেত্রে অন্য ব্যবস্থা প্রযোজ্য।

### ১১.১০। সংকুচিত ভিত্তি ব্যবস্থা আমদানীর ক্ষেত্রে কি রূপে আরোপিত হয়?

সংকুচিত ভিত্তি ব্যবস্থার একটি রূপান্তরিত ব্যবস্থা "Advance Trading VAT (ATV)" আমদানীকারকদের জন্য প্রযোজ্য। ATV নির্ণয়ে মূল্য সংযোজন করের ভিত্তিকে বর্ধিত করে (বর্তমানে ২৬.৬৭%) সেই বর্ধিত ভিত্তি মূল্যের ৪% হারে (ATV) মূল্য সংযোজন কর এবং সেই সঙ্গে অবশ্যই মূল ভিত্তি মূল্যের ১৫% হারে স্বাভাবিক (মূসক) মূল্য সংযোজন কর পরিশোধ করতে হবে; যেমন-

| | |
|---|---|
| মূল সংযোজন করের ভিত্তি (অনুচ্ছেদ ১০.২ অনুসারে) | টা- ১৪৯,৭৬০ |
| স্বাভাবিক মূল্য সংযোজন কর ১৫% | টা- ২২,৪৬৪ |
| মূল্য সংযোজন কর ভিত্তি মূল্যের বর্ধিত অংশ (২৬.৬৭%) | টা- ৩৯,৯৩৬ |
| সংকুচিত হারে (ATV) এর জন্য ভিত্তি | টা- ১৮৯,৬৯৬ |
| সংকুচিত মূল্য সংযোজন কর (ATV) ৪% হারে | টা- ৭,৫৮৮ |
| আমদানীকারককে প্রদান করতে হবে মূসক হিসাবে মোট | টা- ৩০,০৫২ |

## ১১.১১। ATV ব্যবস্থায় উপকরণ কর রেয়াত কিরূপে হয়?

যে সকল আমদানী কারক ATV ব্যবস্থায় আমদানী করেন তারা উপকরণ কর হিসাবে প্রদত্ত মূল্য সংযোজন কর স্বাভাবিকভাবে রেয়াত নিতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি আমদানী পর্যায়ে অগ্রিম মূসকের জন্য গৃহীত সংকুচিত ভিত্তিকে বিক্রয় মূল্য ধরে পণ্য বিক্রয় করেন তবে উপকরণ কর রেয়াত নেবার দরকার হবে না। অন্যান্য ক্ষেত্রে তাকে উপকরণ কর রেয়াত নিয়ে স্বাভাবিক নিয়মে পণ্য বিক্রয় করতে হবে। সকল ক্ষেত্রেই তাকে মূসক সংক্রান্ত দলিলাদি সংরক্ষণ করতে হবে। পণ্য বিক্রয়কারী ব্যবসায়ীগণ যদি সংকুচিত ব্যবস্থায় পণ্য বিক্রয় করেন অথবা আমদানী বা উৎপাদন পর্যায়ের পূর্ণাঙ্গ মূসক পরিশোধের কর চালান পত্রসহ পণ্য ক্রয় না করে থাকেন তবে তার উপর উপকরণ রেয়াত নিতে পারবেন না। অন্যথায় সকল ক্ষেত্রে মূল্য ঘোষণাপূর্বক স্বাভাবিক নিয়মে মূসক পরিশোধ এবং উপকরণ রেয়াত নেবার সুযোগও বিদ্যমান থাকে।

যদি আমদানীকারকগণ তাদের পণ্য উৎপাদক বা প্রস্তুতকারকের নিকট পণের বিনিময়ে সরবরাহ করেন, তবে সেই ক্রেতা আমদানীকারক কর্তৃক ১৫% হারে প্রদত্ত মূল্য সংযোজন কর এবং ATV সহ পরিশোধিত সমুদয় মূসক উপকরণ কর হিসাবে স্বাভাবিক বিধি-বিধান অনুসারে রেয়াত নিতে পারবেন। এই সুবিধা ক্রেতাকে দিতে হলে আমদানীকারক কর চালান পত্রের সাথে তার পণ্য আমদানীর বিল অব এন্ট্রি এবং ইনভয়েসের কপি প্রদান করবেন যাতে প্রদত্ত মূল্য সংযোজন করের পরিমাণ উল্লেখ থাকে।

## ১১.১২। ATV ব্যবস্থা কি আমদানীকারকের জন্য আবশ্যক?

ATV ব্যবস্থা বাণিজ্যিক আমদানীকারকদের জন্য আবশ্যক। আমদানীকৃত চালানের জন্য শুল্ক কর্মকর্তা কর্তৃক নিরূপিত মূল্যের সাথে প্রযোজ্য আমদানী শুল্ক ও সম্পূরক শুল্ক (যদি থাকে) যোগ করে প্রাপ্ত মোট মূল্যের উপর মূল্য সংযোজন (বর্তমানে ২৬.৬৭%) যোগ করে প্রাপ্ত মূল্যের উপর প্রযোজ্য (বর্তমানে ৪%) হারে ATV বা অগ্রিম মূসক আদায়যোগ্য হবে।

## ১১.১৩। শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাজেয়াপ্ত পণ্য নিলামে ক্রয়কারীকে মূসক দিতে হবে কিনা?

শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাজেয়াপ্ত পণ্য নিলাম ক্রয়কারীকে তাঁর ক্রয় মূল্যের ওপর মূল্য সংযোজন কর প্রদান করতে হবে। এই পণ্যের ক্রেতা প্রদত্ত এই কর উপকরণ কর হিসাবে স্বাভাবিক নিয়মে রেয়াত নিতে পারবেন।

## ১১.১৪। পণ্য আমদানীকালে অন্যান্য কি কি শুল্ক কর পরিশোধ করতে হয়?

আমদানী কারকগণকে আমদানী পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর ব্যতীত নিম্নলিখিত শুল্ক কর পরিশোধ করতে হয়ঃ-



**আমদানী শুল্কঃ**

আমদানীকারককে পণ্যের ট্যারিফ শ্রেণী বিন্যাস অনুসারে শুল্কায়নযোগ্য মূল্যের অনধিক ২৫% পর্যন্ত বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট হারে আমদানী শুল্ক পরিশোধ করতে হয়।

**সম্পূরক শুল্কঃ**

একটি ব্যাপক পণ্য তালিকা অনুসারে ২০% থেকে ৫০০% পর্যন্ত (২০, ৩০, ৪৫, ৬০, ১০০, ১৫০ ২৫০, ৩৫০ এবং ৫০০) বিভিন্ন হারে সম্পূরক শুল্ক আদায় হয়। এই পণ্য তালিকা মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ এর তৃতীয় তফসিল এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

**অগ্রিম আয় করঃ**

প্রতি বৎসরের অর্থ আইন দ্বারা নির্দিষ্ট বিভিন্ন হারে আমদানী পণ্যের ওপর অগ্রিম আয়কর আরোপ করা হয়।

দ্বাদশ অধ্যায়

# রপ্তানী কার্যক্রম

## ১২.১। রপ্তানী পণ্যের উপর কি মূসক প্রযোজ্য হয়?

কোন পণ্য রপ্তানী করার জন্য অন্যান্য বিক্রয় বা হস্তান্তরের মত মূসক পরিশোধ করতে হয় না কিন্তু মূল্য সংযোজন কর সংশ্লিষ্ট সমুদয় বিধি-বিধান মানতে হয় এবং পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। সেই জন্য রপ্তানীকে মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত না বলে শূন্য হারে মূসক আরোপিত বলা হয়। মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের জন্য উপকরণ কর রেয়াত পাওয়া যায় না কিন্তু শূন্য হারে মূসক আরোপিত রপ্তানী পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের জন্য উপকরণ কর রেয়াত পাওয়া যায়। সুতরাং সোজা কথায় বলা যায় যে, রপ্তানী পণ্যের উপর শুন্য হারে মূসক প্রযোজ্য হয়।

## ১২.২। মূল্য সংযোজন কর আইন অনুসারে পণ্য রপ্তানী করার জন্য কি পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে?

রপ্তানীতব্য পণ্যকে যে মোড়কে মোড়কজাত করা হয় তার প্রতিটির উপর অমোচনীয় কালিতে বৎসর ওয়ারী একটি ক্রমিক সংখ্যা এবং রপ্তানীকারকের নাম ও অন্য কোন মার্কা থাকলে তা উল্লেখ করতে হবে এবং প্রতিটি মোড়কের উপর অমোচনীয় কালিতে "রপ্তানীর জন্য" চিহ্ন সম্বলিত সীল মোহর দ্বারা সীল করতে হবে।

যদি কোন রপ্তানীকারক তৎকর্তৃক রপ্তানীতব্য পণ্যের পরীক্ষা পণ্য প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদনস্থল বা অন্য কোন অনুমোদিত স্থানে সম্পন্ন করাতে চান তা হলে তিনি এই মর্মে উক্ত রপ্তানীতব্য পণ্য রপ্তানী বন্দরে প্রেরণের জন্য পণ্য প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদনস্থল বা অন্য কোন অনুমোদিত স্থান হতে অপসারণের কমপক্ষে চব্বিশ ঘণ্টা পূর্বে ফরম "মূসক-২০" এ আবেদনপত্রের চারটি অনুলিপি ও চালানপত্রের মূল ও দ্বিতীয় অনুলিপি স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে পেশ করবেন এবং রাজস্ব কর্মকর্তা-এর নির্দেশক্রমে তাহার অধীনস্থ কোন কর্মকর্তা, পদ মর্যাদায় সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা এর নীচে নয়, উক্তভাবে নির্দেশিত হওয়ার বারো ঘণ্টার মধ্যে রপ্তানীকারকের পণ্য প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদনস্থল বা অন্য কোন অনুমোদিত স্থানে উপস্থিত হয়ে রপ্তানীতব্য পণ্যের পরীক্ষা সম্পন্ন করবেন। পরীক্ষার জন্য উপস্থাপিত পণ্য আবেদনপত্রে বর্ণিত পণ্যের সাথে হুবহু এক ব'লে সন্তুষ্ট হলে উক্ত কর্মকর্তা প্রতিটি মোড়ক **"মূল্য সংযোজন কর বিভাগ কর্তৃক পরীক্ষিত"** চিহ্ন সংবলিত সীলমোহর দ্বারা সিল করবেন এবং তিনি আবেদনপত্রের চারটি অনুলিপিতে ও চালানপত্রের মূল ও দ্বিতীয় অনুলিপিতে **"পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে"** এই মর্মে উল্লেখ করে তাঁর স্বাক্ষর ও সীল প্রদানপূর্বক



আবেদনপত্রের মূল, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুলিপি এবং চালানপত্রের মূল অনুলিপি রপ্তানীকারকের নিকট ফেরত দেবেন এবং আবেদনপত্রের চতুর্থ অনুলিপি ও চালানপত্রের দ্বিতীয় অনুলিপি স্থানীয় মূল্য সংযোজন করকার্যালয়ে জমা দিয়ে পণ্য রপ্তানী বন্দরে প্রেরণের অনুমতি প্রদান করবেন।

পণ্যের চালান রপ্তানী বন্দরে পৌঁছালে, শুল্ক কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় পরিদর্শনের পর পণ্যের সীলমোহরযুক্ত মোড়ক অক্ষত দেখলে রপ্তানীর অনুমতি প্রদান করবেন এবং আবেদনপত্রের মূল, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুলিপি এবং চালানপত্রের মূল অনুলিপিতে **"রপ্তানী সম্পন্ন হয়েছে"** এই মর্মে প্রত্যয়ন করবেন।

সহকারী কমিশনার ও তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কোন কর্মকর্তা, প্রয়োজনবোধে, পরীক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও রপ্তানী পণ্য চালান বন্দরে পুনরায় পরীক্ষার আদেশ দিতে পারবেন।

কোনো রপ্তানীকারক রপ্তানীতব্য পণ্যের পরীক্ষা রপ্তানী বন্দরে সম্পন্ন করাতে চাইলে তিনি রপ্তানীতব্য পণ্যচালানটি প্রস্তুত করে উপরে বর্ণিত আবেদনপত্রের চারটি অনুলিপি এবং চালানপত্রের মূল ও দ্বিতীয় অনুলিপি স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে দাখিল করবেন। অতঃপর সংশ্লিষ্ট রাজস্ব কর্মকর্তার নির্দেশক্রমে, তাঁর অধীনস্থ কোন কর্মকর্তা আবেদনপত্রের চারটি অনুলিপি এবং চালানপত্রের মূল ও দ্বিতীয় অনুলিপিতে **"পরীক্ষা রপ্তানী বন্দরে সম্পন্ন হবে"** এই মর্মে উল্লেখ করে তাঁর স্বাক্ষর ও সীল প্রদানপূর্বক আবেদনপত্রের মূল, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুলিপি এবং চালানপত্রের মূল অনুলিপি রপ্তানীকারকের নিকট ফেরত দেবেন এবং আবেদনপত্রের চতুর্থ অনুলিপি ও চালানপত্রের দ্বিতীয় অনুলিপি স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে জমা প্রদান করে পণ্য রপ্তানী-বন্দরে প্রেরণের অনুমতি প্রদান করবেন।

বর্ণিত রপ্তানীতব্য পণ্য রপ্তানী-বন্দরে পৌঁছালে রপ্তানীকারক তা পরীক্ষার জন্য আবেদনপত্রের মূল, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুলিপি এবং চালানপত্রের মূল অনুলিপি শুল্ক কর্মকর্তার সম্মুখে উপস্থাপন করবেন এবং শুল্ক কর্মকর্তা পণ্যচালানটি যথাযথভাবে পরীক্ষার পর আবেদনপত্র ও চালানপত্রের বর্ণনা অনুযায়ী সঠিক পেলে পণ্য চালানটি রপ্তানীর অনুমতি প্রদান করবেন এবং আবেদনপত্রের মূল, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুলিপিতে এবং চালানপত্রের মূল অনুলিপিতে **"রপ্তানী সম্পন্ন হয়েছে"** এই মর্মে প্রত্যয়ন করবেন।

রপ্তানী সম্পন্ন হওয়ার পর আবেদনপত্রের দ্বিতীয় অনুলিপিটি রপ্তানী বন্দরের শুল্ক স্টেশনে জমা রাখতে হবে। আবেদনপত্রের মূল ও তৃতীয় অনুলিপি ও চালানপত্রের মূল অনুলিপি রপ্তানীকারককে ফেরত প্রদান করতে হবে এবং রপ্তানীকারক তা পাওয়ার ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে তৃতীয় অনুলিপিটি সংশ্লিষ্ট স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে দাখিল করবেন।

ডাকযোগে পণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে রপ্তানী সম্পন্ন হওয়ার পর বৈদেশিক ডাকঘরের প্রধান ডাক কর্মকর্তা আবেদনপত্রের মূল, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুলিপি এবং চালানপত্রের মূল অনুলিপিতে **"রপ্তানী সম্পন্ন হয়েছে"** এই মর্মে প্রত্যয়ন করে আবেদনপত্রের দ্বিতীয় অনুলিপিটি বৈদেশিক

ডাকঘরের শুল্ক কর্মকর্তার নিকট হস্তান্তর করবেন। আবেদনপত্রের মূল ও তৃতীয় অনুলিপি এবং চালানপত্রের মূল অনুলিপি রপ্তানীকারকের নিকট ফেরত দেবেন এবং রপ্তানীকারক তা পাওয়ার ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে তৃতীয় অনুলিপিটি সংশ্লিষ্ট স্থানীয় মূল্য সংযোজন করকার্যালয়ে দাখিল করিবেন।

উৎপাদক রপ্তানীকারক ব্যতীত অন্যান্য রপ্তানীকারক, ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে সংগৃহীত পণ্য বা সেবা রপ্তানীর ক্ষেত্রে, রপ্তানী সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট পণ্য বা সেবা সরবরাহকারীর অঙ্গণ (Premises) থেকে, মূল্য সংযোজন করকর্মকর্তাকে অবহিত রেখে, উক্ত পণ্য বা সেবা সরাসরি রপ্তানী বন্দরে প্রেরণ করবেন।

**১২.৩। কর মওকুফ এবং শূন্য হারে কর আরোপের মধ্যে পার্থক্য কি?**

করমুক্ত বা অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্যের উপর মূসক প্রযোজ্য হয় না, মূসক সংক্রান্ত বিধি-বিধান মানার প্রয়োজন হয় না বা মূসক সংক্রান্ত কোন খাতাপত্রও সংরক্ষণ করতে হয় না। শূন্য হারে কর আরোপের ক্ষেত্রেও পণ্যের উপর মূসক প্রযোজ্য হয় না কিন্তু মূসক সংক্রান্ত বিধি-বিধান মানতে হয় এবং মূসক আইনে প্রযোজ্য সকল খাতাপত্রও সংরক্ষণ করতে হয়। শূন্য হারে কর আরোপের অর্থ হলো ঐ পণ্যের উপর মূসক প্রযোজ্য তবে তার হার হলো শূন্য ।

**১২.৪। রপ্তানী পণ্যের উপকরণের উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর কি ভাবে রেয়াত নেওয়া যায়?**

সাধারণতঃ পণ্যের উপকরণের উপর পরিশোধিত মূল্য মূল্য সংযোজন কর রেয়াত নেওয়া হয়ে থাকে একাউন্ট কারেন্ট বা চলতি হিসাবে সমন্বয়ের মাধ্যমে। রপ্তানী পণ্যের উপর মূসকের হার শূন্য হওয়ায় কোন মূসক প্রদেয় হয় না। তাই সমুদয় উৎপাদিত পণ্য রপ্তানী করেন এমন উৎপাদকের পক্ষে চলতি হিসাবে সমন্বয়ের সুযোগ থাকে না। যে উৎপাদক মূসকযোগ্য পণ্য উৎপাদন করেন এবং তা একই সাথে স্থানীয়ভাবে বিক্রয় করেন এবং রপ্তানীও করেন, তাঁর সমন্বয়যোগ্য উপকরণ করের চেয়ে স্থানীয় বিক্রয়ের জন্য প্রদেয় উৎপাদ করের পরিমাণ বেশী হলে চলতি হিসাবে সমন্বয়ের মাধ্যমে রেয়াত নিতে পারবেন।

অন্য সকল ক্ষেত্রে উপকরণের উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর রেয়াত নিতে হলে প্রত্যর্পণ আকারে নিতে হবে এবং তার জন্য নির্দিষ্ট ফরমে প্রত্যর্পণ দপ্তরে আবেদন করতে হবে।

**১২.৫। প্রত্যর্পণ কাকে বলে? মূসক আইন অনুসারে কোন কোন কর প্রত্যর্পণ নেওয়া যায়?**

প্রত্যয়নের কোন সংজ্ঞা মূসক আইন বা বিধিমালায় দেওয়া হয়নি। আভিধানিক অর্থে প্রত্যর্পণ হলো পরিশোধ বা ফেরত। অর্থাৎ যে কর চূড়ান্ত বিচারে আদায়যোগ্য নয় কিন্তু আইনগত কারণে বা নিরাপত্তার স্বার্থে তা পূর্বাহ্নে আদায় করা হয়েছে, তেমন কর করদাতা বা তার আইনানুগ সুবিধাভোগীকে ফেরত দেওয়া। প্রত্যয়ন হল বিশেষ ধরণের ফেরত।



যে কোন ব্যক্তি তৎকর্তৃক রপ্তানীকৃত পণ্য প্রস্তুতে বা উৎপাদনে বা রপ্তানীকৃত সেবায় বা রপ্তানীকৃত বলিয়া গণ্য পণ্যে বা সেবায় বা বাংলাদেশ থেকে বিদেশগামী কোন যানবাহনে বাংলাদেশের বাইরে ভোগের জন্য সরবরাহকৃত খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রীতে ব্যবহৃত উপকরণের উপর প্রদত্ত মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক, আমদানী শুল্ক, আবগারী শুল্ক ও অন্যান্য সকল প্রকার শুল্ক ও কর (আগাম প্রদত্ত আয়কর এবং রপ্তানী পণ্য প্রস্তুতকরণে বা উৎপাদনে ব্যবহৃত, সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত, কোন উপকরণের উপর প্রদত্ত সম্পূরক শুল্ক ব্যতীত) প্রত্যর্পণ হিসেবে পাওয়ার অধিকারী হবেন।

তবে কোন রপ্তানীকৃত বা রপ্তানীকৃত বলিয়া গণ্য পণ্য বা সেবা রপ্তানীর তারিখের এবং যেক্ষেত্রে নিশ্চিত ও অপরিবর্তনীয় রপ্তানী ঋণপত্রের অথবা অভ্যন্তরীণ ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র অথবা স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক দরপত্রের শর্ত মোতাবেক আংশিক জাহাজীকরণের (Partial Shipment) ভিত্তিতে পণ্য রপ্তানী করা হয় সেক্ষেত্রে সর্বশেষ রপ্তানীর তারিখের ছয় মাসের মধ্যে প্রত্যর্পণ (Drawback) দাবী করা না হলে, এই ধারার অধীন প্রত্যর্পণ (Drawback) প্রদেয় হবে না।

**১২.৬। কোন ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ প্রাপ্য হবে? কোন কোন ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ প্রদানযোগ্য নয়?**

(১) বাংলাদেশ থেকে রপ্তানীকৃত পণ্য বা সেবা, (২) রপ্তানীকৃত বলিয়া গণ্য পণ্য বা বা সেবা এবং (৩) বাংলাদেশ থেকে বিদেশগামী কোন যানবাহনে বাংলাদেশের বাহিরে ভোগের জন্য সরবরাহকৃত খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রীর উপর মূসক আইন অনুসারে প্রত্যর্পণ প্রাপ্য হবে।

(১) বাংলাদেশে পুনঃআমদানীকৃত বা পুনঃ আমদানীর জন্য নির্দিষ্ট কোন পণ্য বা সেবা, (২) রপ্তানীর জন্য উপস্থাপিত কিন্তু নির্দিষ্ট বা বৈধভাবে বর্ধিত সময়ের মধ্যে রপ্তানী হয়নি এমন পণ্য বা সেবা, (৩) রপ্তানী হওয়া সত্ত্বেও রপ্তানী মেনিফেস্টো অন্তর্ভূক্ত হয়নি এমন পণ্য বা সেবা, (৪) রপ্তানীর তারিখের ছয় মাসের মধ্যে প্রত্যর্পণ (Drawback) দাবী করা হয় নি এমন পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ প্রদানযোগ্য হবে না।

**১২.৭। প্রত্যর্পণ প্রাপ্তিযোগ্য কে? প্রত্যর্পণ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কে?**

সকল ধরণের রপ্তানীকারক প্রত্যর্পণ পেতে পারেন। অতএব রপ্তানী পণ্যের নিবন্ধিত উৎপাদক, শতভাগ রপ্তানীকারক, বাণিজ্যিক রপ্তানীকারক, প্রচ্ছন্ন রপ্তানীকারক, সেবা প্রদানকারী রপ্তানীর বিপরীতে প্রত্যর্পণ দাবী করতে পারেন।

মূসক ব্যবসায়ী নিয়ন্ত্রিত একটি স্বয়ংক্রিয় কর ব্যবস্থা। সুতরাং যতদূর সম্ভব প্রত্যর্পণ প্রাপকগণ নিজেরাই প্রত্যর্পণ নিতে পারেন, যদি স্থানীয় বিক্রয়জনিত কারণে করদায়িতার পরিমাণ প্রত্যর্পণযোগ্য অর্থের পরিমাণের চেয়ে বেশী হয়। অন্য সকল ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পক্ষে প্রত্যর্পণ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করে শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ

পরিদপ্তর (Duty Exemption and Drawback Office বা DEDO)। তারাই প্রত্যর্পণ সম্পর্কিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন।

**১২.৮। শতভাগ রপ্তানীকারক কাকে বলে?**

যে উৎপাদক তার উৎপাদিত পণ্যের সম্পূর্ণটাই রপ্তানী করে তাকে শতভাগ রপ্তানী কারক বলে। একটি প্রজ্ঞাপন দ্বারা শতভাগ রপ্তানীকারকগণকে তাদের উৎপাদনের অনধিক ২০% পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

**১২.৯। প্রচ্ছন্ন রপ্তানী কারক কাকে বলে?**

প্রচ্ছন্ন রপ্তানীকারক অর্থ এমন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যিনি অভ্যন্তরীণ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র অথবা স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে পণ্য সরবরাহ অথবা সেবা প্রদান করেন।

**১২.১০। কোন কোন পদ্ধতিতে প্রত্যর্পণ পাওয়া যেতে পারে?**

প্রধানতঃ দুইভাবে প্রত্যর্পণ পাওয়া যেতে পারে- (১) উপকরণ কর চলতি হিসাবে সমন্বয়ের মাধ্যমে এবং (২) শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ দপ্তরের মাধ্যমে। শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ দপ্তর থেকে প্রত্যর্পণ পাওয়ার জন্য দুটি পদ্ধতি রয়েছে। Flat Rate বা গড়হারে এবং Actual Rate বা প্রকৃত পরিমাণের ভিত্তিতে।

উপকরণ কর চলতি হিসাবে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রত্যর্পণ উৎপাদক রপ্তানীকারক নিজেই নিতে পারেন। যদি তার উৎপাদিত পণ্য রপ্তানীর সাথে সাথে স্থানীয়ভাবে বিক্রয় করার মাধ্যমে এমন করদায়িতা সৃষ্টি হয় যে, প্রত্যর্পণযোগ্য অর্থের পরিমাণ করদায়ীতার চেয়ে কম হয়। চলতি হিসাবে সমন্বয়ের মাধ্যমে যেভাবে উপকরণ কর রেয়াত নেওয়া হয় সেই একইভাবে প্রত্যর্পণের অর্থও সমন্বয় করা যায়।

যে সকল পণ্য নিয়মিত ও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে রপ্তানী হয়, একাধিক উৎপাদক ও রপ্তানীকারক পণ্যটি রপ্তানী করে এবং একক প্রতি প্রত্যর্পণযোগ্য অর্থের পরিমাণ অর্থাৎ সহগ নির্ণয় করা বেশ সহজ, সে সকল ক্ষেত্রে শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ দপ্তর বা ডেডো পণ্যটির সহগ ও একক প্রতি প্রত্যর্পণযোগ্য অর্থের পরিমাণ নির্ণয় করে এবং ঐ পণ্যের জন্য এককপ্রতি প্রত্যর্পণ স্থির করে আদেশ জারী করে। ফলে ঐ পণ্যটির যে কোন রপ্তানীকারক রপ্তানীর সত্যতা এবং রপ্তানীর পরিমাণের প্রমাণ হিসাবে রপ্তানীর কাগজপত্র দাখিল করে সহজেই প্রত্যর্পণ পায়।

যে সকল পণ্য নিয়মিত উৎপাদন ও রপ্তানী হয় না বা পৃথক পৃথক উৎপাদকের জন্য প্রত্যর্পণের পরিমাণ কম বা বেশী হতে পারে, সে সকল ক্ষেত্রে রপ্তানীকারক তার রপ্তানী ও উৎপাদন সম্পর্কিত সকল তথ্য ও প্রমাণসহ নির্দিষ্ট ফরমে ( ফরম মূসক-২২) শুল্ক রেয়াত ও



প্রত্যর্পণ দপ্তর বা ডেডো-তে আবেদন করে। ডেডো তার এতদ্‌সংশ্লিষ্ট এক্সপার্টদের দিয়ে যাচাই ও তদন্ত করে রপ্তানীকৃত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের উপরে প্রকৃত পরিশোধিত ও প্রত্যর্পণযোগ্য বিভিন্ন প্রকার শুল্ক ও করের পরিমাণ নির্ণয় করে প্রত্যর্পণ মঞ্জুর করে ।

**১২.১১। রপ্তানী পণ্যের সহগ কি এবং তা কিভাবে নির্ধারণ করা হয়?**

সহগ শব্দটি কিছুটা অর্থহীন, এটি প্রকৃতপক্ষে 'উপকরণ-উৎপাদ সহগ' বা Input-Output co-efficient, যা উৎপাদিত পণ্যের উপকরণের মূল্যের সাথে উৎপাদিত পণ্যের মূল্যের তুলনা। প্রতি একক পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করতে কোন উপকরণ কি পরিমাণে প্রয়োজন হয় এবং এর প্রতিটির মূল্য কত, তার উপর প্রযোজ্য বা পরিশোধিত বিভিন্ন প্রকার করই বা কত তা বাস্তব পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বের করা হয়। এটি করার জন্য ডেডো-র নিজস্ব অভিজ্ঞ লোকবল আছে। প্রয়োজনে বাইরে থেকে লোক নিয়োগও করা হয়।

**১২.১২। প্রত্যর্পণ প্রদানের সাধারণ পদ্ধতি কি?**

- নির্দিষ্ট ছকে ১৫০/-(একশত পঞ্চাশ) টাকা মূল্যের নন-জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্পে একটি অঙ্গীকারনামা;
- বিল অব এক্সপোর্টের মূল তৃতীয় কপি;
- কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত রপ্তানী মূল প্যাকিং লিস্ট;
- রপ্তানী ঋণপত্রের ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
- ইএক্সপি ফরম-এর ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত কপি;
- বিল অব ল্যান্ডিং (**B/L**) / এয়ারওয়ে বিল (**AWB**) / রেলওয়ে রিসিপ্ট (**RR**)
- ট্রাক চালান এর ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত কপি; এবং
- রপ্তানী মূল্যের বৈদেশিক প্রত্যাবাসন সনদপত্র (Proceeds Realisation Certificate) বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত ছকে।
- উপকরণ আমদানীর স্বপক্ষে আমদানী বিল অব এন্ট্রির কাস্টমস কর্তৃক স্বাক্ষরিত মূল কপি;
- কাস্টমস কর্তপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত আমদানী মূল ইনভয়েস/সত্যায়িত ফটোকপি;
- কাস্টমস কর্তপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত আমদানী মূল প্যাকিং লিস্ট/সত্যায়িত ফটোকপি;
- রপ্তানীকৃত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল স্থানীয় ভাবে ক্রয়ের ক্ষেত্রে মূসক-**১১** চালানপত্র; এবং

- অনুমোদিত সহগ সহ নির্ধারিত ফরমে প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ আবেদন করা হলে ডেডো কর্তৃপক্ষ যাচাই-বাছাই করে সঠিক পেলে প্রত্যর্পণ মঞ্জুর করে। পূর্ব থেকে সমহার নির্ণয় ও ঘোষণা করা থাকলে শুধু রপ্তানী ও তার পরিমাণ নাশ্চত হয়ে প্রত্যর্পণ মঞ্জুর করা হয় এবং সে ক্ষেত্রে উপকরণ সংগ্রহ সম্পর্কিত তথ্য প্রয়োজন হয় না। অন্যথায় উৎপাদন পরিদর্শন করে সহগ নির্ণয় করা হয় এবং তার পরে প্রত্যর্পণ নির্ণয় ও মঞ্জুর করা হয়।

**১২.১৩। প্রত্যর্পণ গ্রহণের জন্য কি কি দলিলাদি আবেদন পত্রের সাথে দাখিল করতে হয়?**

এই একটি ক্ষেত্রে সাধারণ কোন অভিন্ন ব্যবস্থা নেই। তবে সকল ক্ষেত্রে

- নির্দিষ্ট ছকে ১৫০/-(একশত পঞ্চাশ) টাকা মূল্যের নন-জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্পে একটি অঙ্গীকারনামা;
- বিল অব এক্সপোর্টের মূল তৃতীয় কপি;
- কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত রপ্তানী মূল ইনভয়েস;
- কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত রপ্তানী মূল প্যাকিং লিস্ট;
- রপ্তানী ঋণপত্রের ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
- ইএক্সপি ফরম-এর ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত কপি;
- বিল অব ল্যাডিং (**B/L**) / এয়ারওয়ে বিল (**AWB**) / রেলওয়ে রিসিপ্ট (**RR**)
- ট্রাক চালান এর ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত কপি; এবং
- রপ্তানী মূল্যের বৈদেশিক প্রত্যাবাসন সনদপত্র [(Proceeds Realisation Certificate) বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত ছকে।]

  প্রয়োজন হয়।
- উপকরণ আমদানীর স্বপক্ষে আমদানী বিল অব এন্ট্রির কাস্টমস কর্তৃক স্বাক্ষরিত মূল কপি;
- কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত আমদানী মূল ইনভয়েস/সত্যায়িত ফটোকপি;
- কাস্টমস কর্তপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত আমদানী মূল প্যাকিং লিস্ট/সত্যায়িত ফটোকপি;
- রপ্তানীকৃত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল স্থানীয় ভাবে ক্রয়ের ক্ষেত্রে মূসক-১১ চালানপত্র; এবং
- অনুমোদিত সহগ



এই কাগজপত্রগুলি সমহার প্রত্যর্পণের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় না কিন্তু অন্য সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়।

নিম্নবর্ণিত দলিলাদি শুধুমাত্র প্রত্যর্পণযোগ্য দরপত্রের বিপরীতে সরবরাহের মাধ্যমে কৃত প্রচ্ছন্ন রপ্তানীর বিপরীতে প্রদানযোগ্য প্রত্যর্পণের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়-

- দরপত্রের ক্ষেত্রে দরপত্র বিজ্ঞাপনের কপি;
- মূল দরপত্র/বিডি ডকুমেন্টসএর Financial Part এর সত্যায়িত ফটোকপি (কার্যাদেশ প্রদানকারী কর্মকর্তা বা তার মনোনীত কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত);
- কার্যাদেশের সত্যায়িত কপি (কার্যাদেশ প্রদানকারী কর্মকর্তা বা তার মনোনীত কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত);
- চুক্তিপত্রের সত্যায়িত কপি (কার্যাদেশ প্রদানকারী কর্মকর্তা বা তার মনোনীত কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত);
- পণ্য সরবরাহের মূসক-১১ চালান পত্রের মূল কপির ফটোকপি সংশ্লিষ্ট মূল্য সংযোজন করকর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত;
- পণ্য সরবরাহের প্রাপ্তি স্বীকার পত্রের মূল কপি (কার্যাদেশ প্রদানকারী কর্মকর্তা বা তার মনোনীত কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত);

প্রচ্ছন্ন রপ্তানীকারক ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ শিল্প কর্তৃক প্রকৃত রপ্তানীকারক শিল্পের কাছে রপ্তানীর উপর প্রত্যর্পণ পাওয়ার জন্য নিম্নবর্ণিত দলিলাদি প্রয়োজন হয়-

- সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত ইউডি কপি;
- সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত ইউপি কপি;
- বন্ড লাইসেন্সের কপি;

নিম্নবর্ণিত দলিলাদি কখনও কখনও প্রয়োজন হয় রপ্তানীকারকের যথার্থতা অনুধাবনে বা আইনের টেকনিক্যাল কারণে-

- মূসক নিবন্ধন পত্রের সত্যায়িত কপি
- আইআরসি এবং ই আর সি এর সত্যায়িত কপি

প্রয়োজনীয় দলিলাদির তালিকা সময়ে সময়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা ডেডো কর্তৃক সংশোধিত হতে পারে।

**১২.১৪। প্রত্যর্পণের আবেদনপত্র দাখিলের সময়সীমা কতদিন?**

প্রত্যর্পণের আবেদনপত্র দাখিলের সময়সীমা ৬ মাস। রপ্তানীর তারিখ অর্থাৎ শুল্ক কর্তৃপক্ষের কাছে শিপমেন্টের অনুমতি চেয়ে বিল অব এক্সপোর্ট দাখিল করার তারিখ থেকে নির্ধারিত

সময়ের মধ্যে (৬ মাসের মধ্যে) প্রত্যর্পণের আবেদন শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরে (Duty Exemption and Drawback Office বা DEDO) দাখিল করতে হবে।

তবে যেক্ষেত্রে নিশ্চিত ও অপরিবর্তনীয় রপ্তানী ঋণপত্রের অথবা অভ্যন্তরীণ ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র অথবা স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক দরপত্রের শর্ত মোতাবেক আংশিক জাহাজীকরণের (Partial Shipment) ভিত্তিতে পণ্য রপ্তানী করা হয় সেক্ষেত্রে সর্বশেষ চালানটি রপ্তানীর তারিখের ছয় মাসের মধ্যে প্রত্যর্পণ (Drawback) দাবী করতে হবে। অন্যথায় প্রত্যর্পণ (Drawback) প্রদেয় হবে না।



ত্রয়োদশ অধ্যায়

# ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প

বাংলাদেশের মত বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশে বৃহদায়তন শিল্পের সম্ভাবনা খুব বেশী নয়। এখানে ভারী এবং মৌলিক শিল্প নেই। সারাদেশটিই চাষাবাদযোগ্য উর্বর মাটি দিয়ে গড়া। তাই শিল্প গড়তে গেলেই কিছু আবাদি জমির মায়া কাটাতে হয়। বিপুল জনসংখ্যাজনিত কারণে মাথা পিছু জমির পরিমাণ এখানে অত্যন্ত কম। সেই কম জমি থেকে শিল্পের জন্য বিশেষতঃ বড় শিল্পের জন্য জমি পাওয়া খুব দুরূহ এবং অনেক ক্ষেত্রে লাভজনকও নয়। আকরিকের অভাব, জ্বালানির অভাব, বিদ্যুতের অভাব এবং পুঁজির অভাব ইত্যাদি বাধা পেরিয়ে তাই এ দেশে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পই অধিক সম্ভাবনাময়। সেই সম্ভাবনার কথা বিবেচনায় রেখে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের জন্য মূল্য সংযোজন কর আইন ও বিধিমালায় কিছু বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

**১৩.১। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প বলতে কোন ধরণের শিল্পকে বোঝায়?**

মূসক আইনের সংজ্ঞা অনুসারে কুটির শিল্প-

(ক) জয়েন্ট স্টক কোম্পানী হবে না,

(খ) প্লান্ট, মেশিনারী ও ইকুইপমেন্ট বাবদ বিনিয়োগকৃত মোট মূলধন ৪০ লক্ষ টাকার বেশী হবে না; এবং

(গ) বার্ষিক উৎপাদন টার্ণওভার ৬০ লক্ষ টাকার বেশী হবে না।

**১৩.২। কোন কোন পণ্যের উৎপাদন কুটির শিল্প হিসাবে গণ্য হয় না?**

সকল প্রকার পামঅয়েল, সয়াবিন অয়েল এবং নারিকেল তেল, লজেন্স, বিস্কুট, মিনারেল ওয়াটার, জর্দা, এন্টিসেপ্টিক, ডিসইনফেক্ট্যান্ট, ঔষধ, পেইন্ট, পিগমেন্ট, ভার্ণিশ, ত্বক, কেশ, হাত, পা, নখ, দাঁত ও মুখগহবরের পরিচর্যায় ব্যবহৃত টয়লেট ও প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি ও পারফিউম, অ ডি কোলোন, অ ডি টয়লেট, তরল সাবানসহ বিভিন্ন প্রকার সাবান এবং রুম ডি-অডোরেন্ট, পিভিসি পাইপ, সকল প্রকার ইট, মেটাল কন্টেনার, সুপার এনামেল্ড্ কপার ওয়াইর, গৃহস্থালী বৈদ্যুতিক পাখা, ড্রাইসেল ও স্টোরেজ ব্যাটারী, ভিডিও ক্যাসেট রেকর্ডার ও প্লেয়ার, রেডিও, টেলিভিশন, বৈদ্যুতিক বাল্ব, ওয়্যারস্ ও কেব্‌ল্‌স্, সকল প্রকার যানবাহন- উহার বডি ও চেসিস, ক্রুইজশিপ, এক্সকারশন বোট, ফেরিবোট, কার্গোশিপ, বার্জ এবং অনুরুপ পণ্য ও যাত্রীবাহী ভেসেল, ফিশিং ভেসেল ও ফ্যাক্টরী শিপ, ইয়ট ও

প্রমোদতরী, রোয়িং বোট ও ক্যানো, টাগ্‌স্‌ ও পুশারক্রাফট্‌ এবং রাবার ও প্লাস্টিক ফোম উৎপাদনকারী শিল্প কুটির শিল্প হিসাবে গণ্য হয় না।

**১৩.৩। কুটির শিল্প হিসাবে সুবিধা পাওয়ার জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানটিকে কি করতে হবে ?**

কুটির শিল্প হিসাবে সুবিধা পাওয়ার জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানটিকে তালিকাভুক্ত হতে হবে এবং সে জন্য নির্দ্দিষ্ট ফরমে মূসকের বিভাগীয় কর্মকর্তার কাছে আবেদন করতে হবে।

**১৩.৪। তালিকাভুক্তির জন্য বিভাগীয় কর্মকর্তা কি পদক্ষেপ নিয়ে থাকেন ?**

আবেদন প্রাপ্তির পর **বিভাগীয় কর্মকর্তা** তার অধীনস্ত একজন মূসক কর্মকর্তার দ্বারা প্লান্ট, মেশিনারী ও ইকুইপমেন্ট বাবদ বিনিয়োগকৃত মোট মূলধন এবং বার্ষিক উৎপাদন টার্ণওভার যাচাই করাবেন এবং আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানটির কুটিরশিল্প হিসাবে গণ্য হবার যোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন। তারপর বিভাগীয় কর্মকর্তা উক্ত প্রতিষ্ঠানকে এতদুদ্দেশ্যে রক্ষিত রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করে কুটিরশিল্প হিসাবে তালিকাভুক্ত করবেন, নির্ধারিত ফরমে একটি প্রত্যয়নপত্র দেবেন এবং স্থানীয় মূল্য সংযোজন কার্যালয়কে অবহিত করবেন।

**১৩.৫। তালিকাভুক্ত কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানকে কি কি আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হবে ?**

তালিকাভুক্ত কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান তার তালিকাভুক্তির প্রত্যয়নপত্র নিজ ব্যবসায় অঙ্গণের সহজে দৃষ্টিগোচরযোগ্য স্থানে স্থাপন ও সংরক্ষণ করবেন। পণ্য সরবরাহের সময় তালিকাভুক্তির নম্বরযুক্ত একটি ক্যাশ মেমো ক্রেতাকে প্রদান করবেন এবং তার একটি কপি ব্যবসায় প্রাঙ্গণে ৬ বৎসর কাল সংরক্ষণ করবেন। মাসিক লেনদেনের হিসাব নিম্নবর্ণিত ছকে সংরক্ষণ করবেন।

**মাসিক লেনদেনের হিসাব**

১। কুটির শিল্প হিসাবে তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের নামঃ

২। তালিকাভুক্তি নম্বরঃ

৩। মাস / করমেয়াদঃ

৪। বৎসরঃ

| ক্রমিক নম্বর | ক্রয়কৃত উপকরণের নাম | মোট মূল্য | উৎপাদিত পণ্যের নাম | উৎপাদিত পণ্যের মোট বিক্রয় মূল্য | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

তারিখ ----------- প্রতিষ্ঠানের মালিক/ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সীল



**১৩.৬। তালিকাভুক্ত কুটির শিল্প তার ব্যবসা পরিচালনাকালে যদি কুটির শিল্প হিসাবে গণ্য হওয়ার জন্য প্রযোজ্য শর্তসমূহ অতিক্রম করেন তাহলে কি হবে?**

তালিকাভুক্ত কুটির শিল্প তার ব্যবসা পরিচালনাকালে যদি কুটির শিল্প হিসাবে গণ্য হওয়ার জন্য প্রযোজ্য শর্তসমূহের যে কোন একটিও অতিক্রম করেন অর্থাৎ অধিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করেন ফলে প্লান্ট, মেশিনারী ও ইকুইপমেন্ট বাবদ বিনিয়োগকৃত মোট মূলধন ৪০ লক্ষ টাকার বেশী হয়ে যায় বা উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে বার্ষিক উৎপাদনের টার্ণওভার ৬০ লক্ষ টাকার বেশী হয়ে যায় বা জয়েন্ট স্টক কোম্পানী হিসাবে পুনর্গঠিত করে নিবন্ধন গ্রহণ করে তাহলে তা কুটির শিল্প হিসাবে গণ্য হওয়ার যোগ্যতা হারাবে।

এ রকম অবস্থায উপনীত হওয়ার সাথে সাথে উক্ত শিল্প মালিক বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ নিজ দায়িত্বে বিভাগীয় কর্মকর্তার কাছে ঘোষণা প্রদান করবেন এবং টার্ণওভার কর প্রদানকারী হিসাবে তালিকাভুক্ত হবেন বা মূসক প্রদানকারী শিল্প হিসাবে নিবন্ধন গ্রহণ করবেন (যেটা প্রযোজ্য হয়)।

তালিকাভুক্ত কুটির শিল্প ভুলবশতঃ বা ইচ্ছাকৃত ভাবে প্রয়োজনীয় ঘোষণা প্রদানে বিরত থাকলে এবং বিষয়টি যে কোনভাবে বিভাগীয় কর্মকর্তার গোচরীভূত হয়, তাহলে তিনি উক্ত শিল্পকে যথাযথ শুনানীর সুযোগ প্রদানপূর্বক কুটির শিল্প সুবিধা বাতিল করতে এবং টার্ণওভার কর প্রদানকারী হিসাবে তালিকাভুক্ত করতে বা মূসক প্রদানকারী শিল্প হিসাবে নিবন্ধিত করতে (যেটা প্রযোজ্য হয়) পারবেন।

উভয়ক্ষেত্রে বিভাগীয় কর্মকর্তা কুটির শিল্প সুবিধা বাতিল এবং টার্ণওভার কর প্রদানকারী হিসাবে তালিকাভুক্ত বা মূসক প্রদানকারী শিল্প হিসাবে নিবন্ধিত করার (যেটা প্রযোজ্য হয়) বিষয়টি কমিশনার এবং স্থানীয় মূল্য সংযোজন কার্যালয়কে অবহিত করবেন।

চতুর্দশ অধ্যায়

# মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি

নীতিগতভাবে দেশের অভ্যন্তরে ভোগকৃত বা ব্যবহৃত সকল পণ্য ও সেবা মূসক আরোপযোগ্য। কিন্তু দেশের বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে বেশ কিছু পণ্য ও সেবার উপর প্রযোজ্য মূসক অব্যাহতি দেওয়া হয় বা মওকুফ করা হয়। এই মওকুফ নিশর্ত বা শর্তসাপেক্ষ হতে পারে। কখনও কখনও তা সাধারণভাবে প্রযোজ্য, আবার কখনও তা বিশেষ পর্যায়ে প্রযোজ্য হয়ে থাকে। মূসক আইন, ১৯৯১ এর প্রথম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত সকল পণ্য সকল ক্ষেত্রে এবং মূসক আইন, ১৯৯১ এর দ্বিতীয় তফসিলে অন্তর্ভুক্ত সকল সেবা সকল ক্ষেত্রে মূসক থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত। এ ছাড়া সরকার বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রজ্ঞাপন জারী করে বিভিন্ন পর্যায়ে মূসক মওকুফ করে থাকে।

### ১৪.১। পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোন প্রকার মূসক অব্যাহতি আছে কি?

পণ্য উৎপাদনের বেশ কিছু ক্ষেত্রে মূসক অব্যাহতি আছে। মূসক আইন, ১৯৯১ এর প্রথম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত সকল পণ্য সকল ক্ষেত্রে মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত। এ ছাড়া নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে পণ্য উৎপাদন মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত -

(১) যে সকল শিল্পের বার্ষিক উৎপাদন ৮০ লক্ষ টাকা বা তার কম তারা মূসক না দিয়ে ৩% হারে টার্ণওভার কর দিতে পারেন;

(২) জয়েন্ট স্টক কোম্পানী নয় এমন অনধিক ৪০ লক্ষ টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি সজ্জিত এবং বার্ষিক অনধিক ৬০ লক্ষ টাকা মূল্যের পণ্য উৎপাদনক্ষম শিল্পের উৎপাদিত পণ্যসমুহ [এতদসংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে উল্লেখিত পণ্য ব্যতীত অন্যান্য পণ্য];

(৩) ০৬ জুন, ২০১৩ তারিখের ১৬৭-আইন/২০১৩/৬৭১-মূসক নম্বর প্রজ্ঞাপনের টেবিল - ২ ও টেবিল-৩ এর অন্তর্ভূক্ত পণ্যসমূহ;

(৪) ১৫/০২/১৯৯৩ তারিখের ২২৭-আইন/৯৩/৮৪-মূসক নম্বর প্রজ্ঞাপন অনুসারে সরকারের সাথে অংশিদারীত্বের ভিত্তিতে উৎপাদিত ও সরবরাহকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস, কন্ডেন্সেট এবং পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য; এবং

(৫) রপ্তানীকৃত (প্রচ্ছন্ন রপ্তানী সহ) পণ্য শূন্য মূসকযুক্ত বিধায় উৎপাদন ও রপ্তানীর সময়ে মূসক পরিশোধ করার দরকার হয় না উপরন্তু তার উপকরণের উপর পরিশোধিত মূসক (এবং অগ্রিম আয়কর ব্যতীত অন্যান্য শুল্ক-করও) প্রত্যর্পণ আকারে ফেরত পাওয়া যায়, যা অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্যের ক্ষেত্রে পাওয়া যায়না।

এ ছাড়া আরও কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে আদেশ দ্বারা মূসক মওকুফ করা হয়েছে।



### ১৪.২। আমদানীর ক্ষেত্রে কোন কোন পণ্য মূসক অব্যাহতি প্রাপ্ত?

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে আমদানীর সময়ে পণ্যের উপর মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত -

(১) মূসক আইন, ১৯৯১ এর প্রথম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত সকল পণ্য সকল ক্ষেত্রে মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত;

(২) ০৬ জুন, ২০১৩ তারিখের ১৬৭-আইন/২০১৩/৬৭১-মূসক নম্বর প্রজ্ঞাপনের টেবিল - ১ ও টেবিল-২ এর অন্তর্ভূক্ত পণ্যসমুহ;

(৩) শিল্প স্থাপনের জন্য আমদানীকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত;

(৪) স্বীকৃত শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গবেষণা কর্মের জন্য আমদানীকৃত তালিকাভুক্ত উপকরণ ও যন্ত্রপাতি মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত; এবং

(৫) ৩০০০ টনের উর্ধ্বে ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন (DWT) সমুদ্রগামী জাহাজ (পরিচালনার জন্য আমদানীকৃত); শিল্প স্থাপনের জন্য আমদানীকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত।

এ ছাড়া আরও কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে আদেশ দ্বারা মূসক মওকুফ করা হয়েছে।

# বিবিধ

## মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) বিষয়ক কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

**প্রশ্ন-১ ঃ** একটি প্রতিষ্ঠান তাদের নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য একটি স্কুল কর্তৃপক্ষকে দায়িত্ব দিয়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা নিয়ে রেজাল্ট দিয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠান বরাবরে বিল দাখিল করেছে। বিল পরিশোধের সময় উৎসে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) কর্তন করতে হবে কিনা?

**উত্তরঃ** এখানে প্রথমে দেখতে হবে স্কুল কর্তৃপক্ষ ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে যে সেবাটি প্রদান করল সে সেবাটির শিরোনাম কি। সেবাটি হল নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠান করা, খাতা পরীক্ষা করা এবং রেজাল্ট প্রদান করা। মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাটের আওতায় সেবাগুলোর যে সংজ্ঞা দেয়া আছে সেখানে এই সেবাকে সরাসরি কোন সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। সেবাটি কনসালটেন্সি সেবা এবং বিবিধ সেবা এ দুটি সেবার সংজ্ঞার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেবার সংজ্ঞা দুটির অধিকতর বিশ্লেষনে দেখা যায় যে, সেবাটি কনসালটেন্সি সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে না। কারণ, কনসালটেন্সি সেবার সংজ্ঞা অনুসারে কোন সম্ভাব্যতা যাচাই, প্রকল্প প্রণয়ন বা বাস্তবায়ন বা পরিকল্পনা প্রণয়ন বা বাস্তবায়নের পরামর্শ প্রদানকে কনসালটেন্সি সেবা বলা হয়। আলোচ্য সেবাটি এ ধরনের সেবা নয়। তাই, সেবাটি বিবিধ সেবা হিসেবে বিবেচনা করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। বিবিধ সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাটের হার ১৫%। এখানে উৎসে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) কর্তনের বিধান নেই। স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে সেবা প্রদানকারী মূসক চালানসহ বিল দাখিল করবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে স্কুল কর্তৃপক্ষ যেহেতু মূল্য সংযোজন করবা ভ্যাটযোগ্য কোন কার্যক্রম করে না, তাই তাদের কোন ভ্যাট চালান না থাকাই স্বাভাবিক। তারা বিলের সঙ্গে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) চালান দাখিল করতে পারবে না। তাই বিল পরিশোধের সময় ১৫% ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

**প্রশ্ন-২ঃ** মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান যদি কাস্টমারকে ডিসকাউন্ট দিতে চায় তাহলে কিভাবে দেবে। মোট বিল থেকে ডিসকাউন্ট বিয়োগ করে তার উপর মূল্য মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) পরিশোধ করতে হবে নাকি সর্বমোট বিলের উপর ভ্যাট পরিশোধ করে তারপর ডিসকাউন্ট দিতে হবে?

**উত্তরঃ** পণ্যের ক্ষেত্রে ডিসকাউন্ট দেওয়ার তিনটি শর্ত রয়েছে। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি-৩ এর উপবিধি (৬) এ ওই শর্তসমূহ উল্লেখ রয়েছে। শর্তসমূহ



হলঃ (১) একটি জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে হবে; (২) বার মাস সময়ে সর্বোচ্চ ত্রিশ দিন ডিসকাউন্ট প্রদান করা যাবে; (৩) ঘোষিত/অনুমোদিত মূল্যের ১৫% এর বেশী ডিসকাউন্ট প্রদান করা যাবে না। কিন্তু সেবার ক্ষেত্রে এ যাবৎ কোন মূল্য ঘোষণা দেবার বিধান ছিল না। বিগত ০৭.০৬.২০১২ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৬/মূসক/২০১২ এর মাধ্যমে ২৪ টি সেবার ক্ষেত্রে মূল্য ঘোষণা প্রদানের বিধান করা হয়েছিল, যা ২০১৩ বাজেটে আনার রহিত করা হয়েছে। মোবাইল ফোন ও ইন্টারন্টে সেবার ক্ষেত্রে মূল্য ঘোষনা প্রদান করার বিধান নেই। তাই এই সেবার ক্ষেত্রে কোন মূল্য থেকে ডিসকাউন্ট দিতে হবে এ ধরনের প্রশ্নই আসে না। মূল্য সংযোজন কর আইন-১৯৯১ এর ধারা-৫ এর উপধারা (৪) অনুসারে, সেবার ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট ধার্য্য করতে হবে সর্বমোট প্রাপ্তির উপর। একই আইনের ধারা-২ এর দফা (ভ) অনুসারে "সর্বমোট প্রাপ্তি" অর্থ হল কোন সেবা প্রদানের বিনিময়ে কমিশন বা চার্জসহ প্রাপ্য বা প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ। অর্থাৎ সেবা প্রদান করার বিনিময়ে যে মূল্য গ্রহণ করা হয়, সেটাই হল সর্বমোট প্রাপ্তি। এই সর্বমোট প্রাপ্তির উপর মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) প্রয়োজ্য হবে। সেবাার ক্ষেত্রে মূল্য ঘোষনা দেওয়ার বিধান নেই বিধায় যে মূল্য গ্রহণ করা হবে সে মূল্যই হল সর্বমোট প্রাপ্তি। মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট সেবার ক্ষেত্রে মূল্য ঘোষণা প্রদান করার বিধান নেই। তাই, সেবা প্রদানকারী সেবা প্রদান করার বিনিময়ে যে মূল্য গ্রহণ করবে সে মূল্যের উপর মূল্য মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) প্রযোজ্য হবে। মূল্যে হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে। এজন্য আলাদা কোন আনুষ্ঠানিকতা পরিপালন করতে হবে না।

# পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ২.১

নিবন্ধন/তালিকাভুক্তির আবেদনপত্র -মূসক-৬

**Government of the People's Republic of Bangladesh**
**National Board of Revenue**
**Application Form for Registration/Enlistment**
**(VAT/Turnover Tax/Cottage Industry)**

Two Copies of attested Photograph of the Chairman/ Managing Director/Proprietor and Authorized Signatory

1. Name of Organization / Individual

2. Type of Organization [Use Tick mark]

| **Corporate (private)** | **Corporate (Public)** | **Partnership** | **Proprietorship** |
|---|---|---|---|

3. Name of Corporate or Group (if applicable)

4. Business Address

Phone Fax

E-mail Address

5. Factory Address

Phone Fax

E-mail Address

6. Head Office Address (if any)

Phone Fax

E-mail Address

7. Permanent address of the Chairman/Managing Director/Proprietor

Phone Fax

E-mail Address

8. Bank Account No. of Company/Proprietor

| | | | |
|---|---|---|---|
| A/C No. | | | |
| Bank Name | | | |
| Branch Name | | Address | |

9. Subsidiary Units (if any)

| Sl. No. | Name | Address | BIN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

10. Taxpayer Classification *[Use Tick mark (√ ) where applicable]*

| Tax Category | | Taxpayer Type | | ***Other Information*** |
|---|---|---|---|---|
| VAT | | Supplier (manufacturer) | | Trade License No. : Authority : Fiscal Year: |
| | | Supplier (Trader) | | |
| Turnover Tax (Yearly/Quarterly/Monthly) | | Service Renderer | | Import Reg. No.: (Put an 'X' if exempted) |
| Cottage Industry | | Importer | | Export Reg. No. : (Put an 'X' if exempted) |
| Other | | Exporter | | |

11. Type of Registration: Unit ☐ Central (Franchise) ☐

12. TIN of the Chairman/Managing Director/Director/Prpprietor

12a. TIN of the company (if any)

13. Previous Registration/Enlistment Number (if any)

14.National ID Number of the Chairman/Managing Director/Director/Prpprietor

15. Item (s) to be produced and/or traded / Service (s) to be rendered:

| **Name** | **H. S. Code / Service Code** | **Probable yearly Turnover** |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

**General Instructions**

Application form must be filled in capital letters.
Registration Number (BIN#) cannot be allotted unless this application form is properly filled in.

I hereby declare that the information furnished above is true and complete.

| | |
|---|---|
| Position / Title | Signature |
| Date | Name |

**For Official Use Only**

| To be filled at the issuing office | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Status of Application | New | | Change | | Close | BIN | | | | |
| Effective Date of Registration | | | / | | | / | | | | |
| Activity Code | | | | | | | | | | |
| Application Category | Mandatory | | Optional | | Forced | | | | | |
| Circle Code: | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Seal of the Office | Name/Designation of Authorized Officer |
| Date | Signature |



## আবেদনকারীর জন্য ফরম (মূসক-৬) পূরণের নির্দেশিকা

| ক্রমিক নং | পূরণের বিষয় | পূরণের নির্দেশিকা |
|---|---|---|
| ১। | Name of Organization / Individual | ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ নাম লিখিতে হইবে। |
| ২। | Name of Corporate or Group (if applicable) | প্রতিষ্ঠানটি যদি কর্পোরেট অথবা ব্যবসায়িক গ্রুপ হয় তবে উক্ত কর্পোরেট অথবা গ্রুপের নাম স্পষ্টভাবে লিখিতে হইবে। |
| ৩। | Business Address | যে স্থানে করযোগ্য কার্যক্রম তথা ব্যবসায় পরিচালনা করা হইতেছে সেই স্থানের পূর্ণ ঠিকানা, ই-মেইল এবং টেলিফোন/ ফ্যাক্স নম্বর স্পষ্ট অক্ষরে লিখিতে হইবে। বাড়ী বা হোল্ডীং নং, সড়ক ও এলাকার নাম, ডাকঘর, থানা ও জেলার নাম এবং পোস্টকোড উল্লেখ করিতে হইবে। |
| ৪। | Factory Address | যে স্থানে করযোগ্য পণ্যের উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করা হইতেছে সেই স্থানের পূর্ণ ঠিকানা, ই-মেইল এ্যাড্রেস এবং টেলিফোন/ ফ্যাক্স নম্বর স্পষ্ট অক্ষরে লিখিতে হইবে। বাড়ী বা হোল্ডীং নং, সড়ক ও এলাকার নাম, ডাকঘর, থানা ও জেলার নাম এবং পোস্টকোড উল্লেখ করিতে হইবে। |
| ৫। | Head Office Address | যদি প্রতিষ্ঠানটি একক মালিকানাধীন হয় তবে করযোগ্য কার্যক্রম পরিচালনাকারী বা ব্যবসায়ীর স্থায়ী ঠিকানা এবং টেলিফোন/ ফ্যাক্স নম্বর স্পষ্টভাবে লিখিতে হইবে। যদি প্রতিষ্ঠানটি কর্পোরেট বা ব্যবসায় গ্রুপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রতিষ্ঠানটির মূল তথা রেজিস্টার্ড অফিসের পূর্ণ ঠিকানা এবং টেলিফোন/ ফ্যাক্স নম্বর স্পষ্টভাবে লিখিতে হইবে। |
| ৬। | Permanent Address | প্রতিষ্ঠানটি ব্যক্তি মালিকানাধীন বা অংশীদারী হলে মালিকের স্থায়ী ঠিকানা যেমনঃ গ্রাম, উপজেলা, ডাকঘর, জেলা এবং লিমিটেড কোম্পানীর ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান/ এমডি/ ইডি/ ডাইরেক্টরগণের স্থায়ী ঠিকানা যেমনঃ গ্রাম, উপজেলা, ডাকঘর ও জেলা উল্লেখ করিতে হইবে। |
| ৭। | Bank Account Number | ব্যক্তি মালিকানাধীন বা অংশীদারী প্রতিষ্ঠান হলে মালিক ও অংশীদারগণের এবং লিমিটেড কোম্পানী হলে কোম্পানীর তালিকাভুক্ত ব্যাংক বা ব্যাংক সমূহের হিসাব নম্বর উল্লেখ করিতে হইবে। |
| ৮। | Subsidiary units | একক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উক্ত মালিক আরও যে সকল প্রতিষ্ঠানের মালিক সেই সকল প্রতিষ্ঠানের, প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর ক্ষেত্রে পরিচালকবৃন্দের মালিকানাধীন/অংশীদারিত্বের সকল প্রতিষ্ঠানের এবং কর্পোরেট বা পাবলিক লিমিটেড |

| | | |
|---|---|---|
| | | কোম্পানীর ক্ষেত্রে উক্ত কোম্পানীর মালিকানাধীন সকল প্রতিষ্ঠানের তথ্য প্রদান করিতে হইবে। প্রয়োজনে আলাদা শীট ব্যবহার করা যাইবে। |
| ৯। | Taxpayer's Classification | Tax Categoryএর ডান পাশে একটি (✓) চিহ্ন ও Taxpayer Type এর ডানপার্শ্বে এক বা একাধিক (✓) চিহ্ন দিন। ট্রেড লাইসেন্স নম্বর ও অর্থবছর অবশ্যই লিখিতে হইবে। আমদানী বা রপ্তানী রেজিস্ট্রেশন হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইলে রেজিস্ট্রেশন নম্বরের ডান পাশে একটি (x) চিহ্ন দিতে হইবে। |
| ১০। | TIN | করযোগ্য কার্যক্রম পরিচালনাকারী বা করযোগ্য প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান/ এমডি/ ইডি/ ডাইরেক্টরগণের আয়কর বিভাগ প্রদত্ত TIN (যদি থাকে) উল্লেখকরিতে হইবে। এ জন্য ১০টি ঘর রহিয়াছে, এক একটি ঘরে এক একটি সংখ্যা লিখিতে হইবে। |
| ১১। | National ID Number | প্রতিষ্ঠানটি ব্যক্তি মালিকানাধীন বা অংশীদারী হলে মালিক ও অংশীদারগণের এবং লিমিটেড কোম্পানী হলে প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান/ এমডি/ ইডি/ ডাইরেক্টরগণের জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর উল্লেখ করিতে হইবে। |
| ১২। | Item(s) to be produced and/or traded/Service(s) to be rendered: | আবেদনকারী যে পণ্য উৎপাদন করেন বা যে পণ্যের ব্যবসায় করিয়া থাকেন অথবা যে সেবা প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা উল্লেখ করিতে হইবে। টেবিলের ডান পার্শ্বে ''Probable Yearly Turnover" ঘরে সরবরাহকৃত পণ্য বা প্রদত্ত সেবার বিপরীতে প্রাপ্ত/প্রাপ্য মোট বার্ষিক বিক্রয়ের পরিমাণ লিখিতে হইবে। |



**পরিশিষ্ট-২.২**

**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**

শুল্ক, আবগারী ও মূল্য সংযোজন কর কমিশনারেট,......................................

বিভাগঃ

**মূল্য সংযোজন করনিবন্ধনপত্র/টার্ণওভার কর তালিকাভুক্তিপত্র/কুটির শিল্প তালিকাভুক্তিপত্র (মূসক-৮)**

[বিধি ১১/দ্রষ্টব্য বিধি ৪(২) দ্রষ্টব্য]

নামঃ

ঠিকানাঃ

TIN (যদি থাকে): | | | | | | | | | | |     ফোন নম্বর ঃ

পূর্ববর্তী BIN (যদি থাকে) | | | | | | | | | | |     ফ্যাক্স নম্বর ঃ

আপনাকে মূল্য সংযোজন করআইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২ নং আইন) এর অধীনে করদাতা হিসাবে.......................তারিখ হইতে নিবন্ধিত/টার্ণওভার কর/কুটির শিল্প তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে।

আপনার ব্যবসার প্রকৃতি ঃ

ব্যবসায় কার্যক্রম ঃ

কাজেই আপনাকে-

- সকল করযোগ্য পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন করও সম্পূরক শুল্ক, প্রদান করিতে হইবে;
- চলতি হিসাবে সমন্বয় অথবা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে ট্রেজারী বা অনুমোদিত ব্যাংকে অর্থ জমা প্রদানের মাধ্যমে সংযোজন কর/সম্পূরক শুল্ক/টার্ণওভার কর পরিশোধ করিতে হইবে; এবং
- যে কোনো মাস সম্পর্কিত মূল্য সংযোজন করদাখিলপত্র/টার্ণওভার কর দাখিলপত্র আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত কর মেয়াদ পরবর্তী মাসের দশ তারিখের মধ্যে পেশ করিতে হইবে।

আপনার করদাতা সনাক্তকরণ/তালিকাভুক্তি সংখ্যা ও এলাকা কোড নিম্নে উল্লেখ করা হইলঃ

| করদাতা সনাক্তকরণ/তালিকাভুক্তি সংখ্যা | এলাকা কোড |
|---|---|
| | |

এই সংখ্যাসমূহ আপনার দ্বারা প্রদত্ত সকল চালানপত্রে এবং মূল্য সংযোজন করকার্যালয়ের সহিত আপনার সকল যোগাযোগের ক্ষেত্রে উল্লেখ করিতে হইবে। আপনি মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এবং মূল্য সংযোজন করবিধিমালা, ১৯৯১ এর সকল বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করিতে বাধ্য থাকিবেন। এতদ্‌বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা বা তথ্যের প্রয়োজন হইলে আপনি স্থানীয় মূল্য সংযোজন করকার্যালয়ের সহিত অফিস চলাকালে যেকোনো সময়ে যোগাযোগ করিতে পারিবেন। আপনার নিবন্ধন/তালিকাভুক্তির আবেদন পত্রে প্রদত্ত তথ্যের কোনো পরিবর্তন হইলে তাহা অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট মূসক অফিসকে যথাযথভাবে জানাইতে হইবে।

তারিখঃ                                        বিভাগীয় কর্মকর্তা/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

**কর চালানপত্র-মূসক ফরম-১১**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

**চালানপত্র**

[বিধি ১৬ (১) দ্রষ্টব্য]

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নামঃ **মেসার্স পূবালী ট্রেডার্স**
ঠিকানাঃ
করদাতা সনাক্তকরণ সংখ্যাঃ **৫০৩১৩৪৫৬৭৬**

ক্রেতার নাম ঃ **মেসার্স 'যিন'** চালানপত্রের ক্রমিক সংখ্যা ঃ **২৩১**
ঠিকানা ঃ **বনানী** চালানপত্র প্রদানের তারিখ ঃ **০৪-১০-২০০৫**
করদাতা সনাক্তকরণ সংখ্যা/[১]ঃ **৫০৩১৩৪৫৬৭৬** চালানপত্র প্রদানের সময়/[৩] ঃ **সকাল ১০ঃ০০**
পণ্যের চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল **কুমিল্লা** পণ্য অপসারণের/অর্পণের বা
যানবাহনের প্রকৃতি এবং নম্বরঃ **ট্রাক- নং ঢাকা ট ২৩৫৪** সেবা প্রদানের প্রকৃত তারিখ ও সময়ঃ ০৪-১০-২০০৫ **অপরাহ্ন ১২ঃ০০**

| ক্রমিক সংখ্যা | সেবার নাম | পরিমাণ | সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য | সম্পূরক শুল্কের পরিমাণ | মূল্য সংযোজন করআরোপযোগ্য কলাম (৪) + (৫) | মূল্য সংযোজন করের পরিমাণ | সম্পূরক শুল্ক ও মূসকসহ মোট মূল্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | |
| **১** | **বল পয়েন্ট কলম** | **৫০,০০০ বক্স** | **১২,৫০,০০০** | **-** | **১২,৫০,০০০** | **১,৮৭,৫০০** | **১৪,৩৭,৫০০** |

- শুধুমাত্র নিবন্ধিত ক্রেতাকে পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান করা হইলেই ক্রেতার নাম, ঠিকানা ও করদাতা সনাক্তকরণ সংখ্যা উল্লেখকরিতে হইবে।
- পণ্য/সেবার চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল ক্রেতার ঠিকানা হইতে পৃথক হইলেই শুধুমাত্র প্রযোজ্য হইবে।
- চালানপত্র প্রদানের সময়, পণ্য অপসারণের/অর্পর্ণের বা সেবাপ্রদানের প্রকৃত তারিখ ও সময় অঙ্কে ও কথায় লিখিতে হইবে।
- সরাসরি অথবা প্রচ্ছন্ন রপ্তানী হইলে রপ্তানী ঋণপত্র অথবা অভ্যন্তরীন ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র অথবা স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক দরপত্রের ক্ষেত্রে কার্যাদেশের নম্বর ও তারিখ (ব্যাংকের নামসহ) ইত্যাদি তথ্য কলাম (২) এর তথ্যের সহিত উল্লেখ করিতে হইবে।
- পণ্যের/সেবার পরিমাণ অঙ্কে ও তার নীচে কথায় লিখিতে হইবে।

বিক্রেতার স্বাক্ষর ও তারিখ





**বিক্রয় ক্যাশ মেমো - মূসক-১১ (ক)**

**বিক্রয় ক্যাশ মেমো**
**মূল্য সংযোজন করচালানপত্র**
[বিধি ১৬ (১) দ্রষ্টব্য]

প্রতিষ্ঠানের নামঃ **মেসার্স পূবালী ট্রেডার্স**
ঠিকানাঃ **মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-০২**
মূল্য সংযোজন করনিবন্ধন নংঃ **৫৩১৩৪৫৬৭৬**

ক্রমিক নং- ৬৭৮

ক্রেতার নাম ঃ মেসার্স অভি ক্যাশ মেমো প্রদানের তারিখ ঃ **০৪-১০-২০০৫**
ক্রেতার ঠিকানা ঃ কুমিল্লা ক্যাশ মেমো প্রদানের সময় ঃ **সকাল ১০ঃ০০**

| পণ্যের নাম ও বিবরণ | পণ্যের পরিমাণ | মোট (সংযোজন করসহ) |
|---|---|---|
| **১। বল পয়েন্ট কলম** | **৫০ বাক্স** | **১৭,২৫০** |

বিঃ দ্রঃ- পণ্যের মূল্যের মধ্যে মূল্য সংযোজন করঅন্তর্ভুক্ত আছে।

তারিখঃ **০৪-১০-২০০৫**

**যে সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে করযুক্ত মূল্যে চালানপত্র ইস্যু করা যেতে পারেঃ**

১. হোটেল এবং রেষ্টুরেন্ট
২. ডেকোরেটর এবং ক্যাটারার
৩. মোটর গ্যারেজ ও ওয়ার্কশপ
৪. ডকইয়ার্ড
৫. নির্মান সংস্থা
৬. ছাপা খানা
৭. ভূমি উন্নয়ন সংস্থা
৮. ভিডিও ক্যাসেট, ভিডিও গেমস ও ভিডিও-অডিও রেকর্ডিং শপ
৯. যান্ত্রিক লন্ড্রি
১০.ইনডেন্টিং সংস্থা
১১.ফ্রেইট ফরোওয়ার্ডার্স
১২.ট্রাভেল এজেন্সি
১৩.রঙ্গীন ফটো নির্মাতা
১৪.জরীপ সংস্থা
১৫.১৫মিষ্টির দোকান





**ক্রেডিট নোট- মূসক-১২**

[বিধি ১৭ক দ্রষ্টব্য]

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ **মেসার্স পূবালী ট্রেডার্স**
টেলিফোন নং ঃ **৮০০০৪২১**
ঠিকানা ঃ **০২, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা**
ফ্যাক্স ঃ
করদাতা সনাক্তকরণ সংখ্যা ঃ **৫০৩১৩৪৫৬৭৬**
ক্রেতা/গ্রহীতার নাম ঃ **মেসার্স জুপিটর**
ঠিকানা ঃ **১২, গুলশান, ঢাকা**
করদাতা সনাক্তকরণ সংখ্যা ঃ **৫০৩১৮৭২৩৪৬**

ক্রেডিট নোটের ক্রমিক সংখ্যা ঃ **১২**
যানবাহনের প্রকৃতি ও নম্বর ঃ **ট্রাক- ঢাকা ট**
ক্রেডিট নোট প্রদানের তারিখঃ **০৪-১০-২০০৫**

| ক্রমিক সংখ্যা | চালান পত্রের ক্রমিক সংখ্যা ও তারিখ | প্রত্যর্পণকৃত পণ্য/সেবা | | | | চালানপত্রে উল্লিখিত [ধারা ১০ ও বিধি ১৭ক(১) সংশ্লিষ্ট] | | হ্রাসকৃত বা ত্রুটিপূর্ণ [ধারা ১০ ও বিধি ১৭ক(১) সংশ্লিষ্ট] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | নাম ও পরিমাণ | মোট (সকল প্রকার কর ব্যতীত) | অন্যান্য করের পরিমাণ | সংযোজন করের পরিমাণ | অন্যান্য করের পরিমাণ | সংযোজন করের পরিমাণ | অন্যান্য করের পরিমাণ | সংযোজন করের পরিমাণ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | |
| ১ | **২৩১ ১/১০/০৫** | **বল পয়েন্ট কলম ২০০ বাক্স** | ৫০,০০০ | - | ৭,৫০০ | - | ৬০,০০০ | - | ৫২৫০০ |

ক্রেডিট নোট প্রদানের কারণঃ

তারিখঃ **০৪-১০-২০০৫**

............................
বিক্রেতার স্বাক্ষর ও সীল

## ডেবিট নোট- মূসক-১২ (ক)

[বিধি ১৭ক দ্রষ্টব্য]

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ **মেসার্স জুপিটর** টেলিফোন নংঃ

ঠিকানা ঃ **১২, গুলশান, ঢাকা** ফ্যাক্স ঃ

করদাতা সনাক্তকরণ সংখ্যা ঃ **৫০৩১৮৭২৩৪৬**

ক্রেতা/গ্রহীতার নাম ঃ **মেসার্স পূবালী ট্রেডার্স**

ঠিকানা ঃ **০২, মতিঝিল বা/এ**

করদাতা সনাক্তকরণ সংখ্যা ঃ ডেবিট নোটের ক্রমিক সংখ্যা ঃ **১২**

যানবাহনের প্রকৃতি ও নম্বর ঃ **ট্রাক/১** ডেবিট নোট প্রদানের তারিখ ঃ**০৪-১০-২০০৫**

| ক্রমিক সংখ্যা | চালানপত্রের ক্রমিক সংখ্যা ও তারিখ | চালানপত্রে হস্তান্তরের তথ্য | | | | কম প্রদর্শিত পার্থক্যজনিত | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | পণ্য/সেবার নাম ও পরিমাণ | মোট (সকল প্রকার কর ব্যতীত) | অন্যান্য করের পরিমাণ | সংযোজন করের পরিমাণ | অন্যান্য করের পরিমাণ | সংযোজন করের পরিমাণ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | |
| **১** | **২৩১ ০৪/১০/ ২০০৫** | **বল পয়েন্ট কলম ১৬০০ বাক্স** | ৪,০০,০০০ | - | ৬০,০০০ | | - |
| ডেবিট নোট প্রদানের কারণঃ **মূল চালানপত্রে ভুল দেখানো**<br><br>...............................<br>তাং বিক্রেতার স্বাক্ষর ও সীল | | | | | | | |





## ক্রয় হিসাব পুস্তক- মূসক-১৬

[বিধি ২২(১) দ্রষ্টব্য]

| পণ্য/সেবার উপকরণ ক্রয় | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক সংখ্যা | তারিখ | মজুদ উপকরণ এর প্রারম্ভিক জের | | ক্রয়কৃত উপকরণ | | | | | | | | | | | | উপকরণ এর প্রান্তিক জের | | মন্তব্য |
| | | পরিমাণ | মূল্য | চালান পত্র/ বিল অব এন্ট্রি নং | তারিখ | বিক্রেতা / সরবরাহকারী | | | বিবরণ | পরিমাণ | (সম্পূরক শুল্ক ও মূসক বাদে) | সম্পূরক শুল্ক | মূসক | | | পরিমাণ | মূল্য | |
| | | | | | | নাম | ঠিকানা | নিবন্ধন নম্বর | | | | | | পরিমাণ | মূল্য | | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**বিশেষ দ্রষ্টব্য**

১। উপকরণ বলিতে, সকল ক্ষেত্রে, শ্রম, ভূমি, ইমারত, অফিস যন্ত্রপাতি ও যানবাহন ব্যতিরেকে, সকল প্রকার কাঁচামাল, যেকোনো গ্যাস, জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত যেকোনো পদার্থ, মোড়ক সামগ্রী, সেবা এবং যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশকে বুঝাইবে। তবে, ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে, বিক্রয়, বিনিময় বা প্রকারান্তরে হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে আমদানীকৃত, ক্রয়কৃত, অর্জিত বা অন্যকোনভাবে সংগৃহীত পণ্যকে বুঝাইবে।

**ব্যাখ্যাঃ** ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান সাপেক্ষে যে উপকরণের বিপরীতে উপকরণ কর রেয়াত দাবী করা হইবে আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (২) অথবা (৩) অনুযায়ী পণ্যের মূল্য সংযোজন করআরোপের জন্য নির্ধারিত মূল্যে উক্ত উপকরণের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হইবে।]

## বিক্রয় হিসাব পুস্তক- মূসক-১৭

[বিধি ২২(১) দ্রষ্টব্য]

| পণ্য/সেবার বিক্রয় | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক সংখ্যা | তারিখ | উৎপাদিত পণ্যের প্রারম্ভিক জের (ব্যবসায়ী দের ক্ষেত্রে আমদানী /ক্রয়কৃত পণ্যের প্রারম্ভিক জের) | | উৎপাদন (ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে আমদানী/ক্রয়কৃত পণ্য) | | ক্রেতা/সরবরাহ গ্রহীতা | | | চালান পত্রের | | সরবরাহকৃত পণ্য | | | | | উপকরণ এর প্রান্তিক জের | | মন্তব্য |
| | | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | নাম | নিবন্ধন নং | ঠিকানা | নম্বর | তারিখ ও সময় | বিবরণ | পরিমাণ | (সম্পূরকশুল্ক ও মূসক বাদে) | সম্পূরকশুল্ক | মূ স ক | পরিমাণ | মূল্য | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |





## চলতি হিসাব- মূসক-১৮

**[বিধি ২২(১) দ্রষ্টব্য ]**

করদাতা সনাক্তকরণ সংখ্যা ঃ
নাম ঃ
ঠিকানা ঃ
টেলিফোন ঃ

| ক্রমিক সংখ্যা | তারিখ | লেন-দেনের বর্ণনা[১] | ক্রয় বা বিক্রয় হিসাব পুস্তকের | | ট্রেজারী জমা | রেয়াত[২] | প্রদেয়[৩] | সমাপনী জের | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ক্রমিক নং | তারিখ | | | | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| | | | | | | | | | |

১। এই কলামে সকল প্রকার ক্রয়, বিক্রয়, ক্রয় ও বিক্রয় প্রত্যর্পণ, অর্থদন্ড, ট্রেজারী জমা, চলতি হিসাবের জের ইত্যাদি উল্লেখ করিতে হইবে।

২। এই কলামে সকল প্রকার উপকরণ কর, বিক্রয় প্রত্যর্পণজনিত কারণে রেয়াত, চলতি হিসাবের পূর্ববর্তী মাসের জের, ট্রেজারী জমা ও অন্যান্য সকল প্রকার পাওনা বা প্রত্যর্পণ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। এই কলামে সকল প্রকার প্রদেয় অর্থের পরিমাণ যথাঃ উৎপাদ কর, ক্রয় প্রত্যর্পণজনিত কারণে বাতিলকৃত রেয়াত, অর্থদন্ড ও অন্যান্য সকল প্রকার প্রদেয় অর্থের পরিমাণ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

## মূল্য সংযোজন করদাখিলপত্র- মূসক-১৯

**[ বিধি ২৪ (১) দ্রষ্টব্য ]**

**(এই ফরম পূরণের পূর্বে নির্দেশিকা পড়ুন)**

| | মাস | বৎসর |
|---|---|---|
| কর মেয়াদঃ | **সেপ্টেম্বর** | **২০০৫** |

করদাতা সনাক্তকরণ সংখ্যাঃ **৫০৩১২১৩৪৬৮৫**

নাম ঃ **মেসার্স সেঞ্চুরী লিঃ**
ঠিকানা ঃ **পান্থপথ, ঢাকা-১২**
টেলিফোন নম্বর ঃ **৯১২৩৩৩৩**

কর মেয়াদে কোন ক্রয় বা বিক্রয় হয় নাই

| | **বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্য** | **বিক্রয় মূল্য** | **সম্পূরক শুল্ক** | **মু স ক** |
|---|---|---|---|---|
| ১ | করযোগ্য পণ্য/সেবা/ পণ্য ও সেবার নীট বিক্রয় | ৪২০৮৮৩৩৬.২০ | - | ৬৩১৩২৫০.৪৩ |
| ২ | শূন্য-হারের পণ্য/সেবার বিক্রয় (রপ্তানী ) | | | |
| ৩ | অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য/সেবা/ পণ্য ও সেবার নীট বিক্রয় | | | |
| | **প্রদেয় হিসাব ঃ** | **পরিমাণ** | | |
| ৪ | মোট প্রদেয় কর (সারি ১ হইতে SD+VAT) | ৬৩১৩২৫০.৪৩ | | |
| ৫ | অন্যান্য সমন্বয়করণ(প্রদেয়/উৎসে কর্তন/বকেয়া/অর্থদন্ড/জরিমানা প্রভৃতি) | | | |
| ৬ | সর্বমোট প্রদেয় (সারি ৪+৫) | ৬৩১৩২৫০.৪৩ | | |
| | **ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য** | | **ক্রয় মূল্য** | **রেয়াতযোগ্য কর** |
| ৭ | স্থানীয় পর্যায়ে করযোগ্য পণ্য/সেবা/ পণ্য ও সেবার ক্রয় | | ১৫৭৮০৩.৬৭ | ২৩৬৭০.৫৫ |
| ৮ | করযোগ্য পণ্য/সেবা/ পণ্য ও সেবার আমদানী/ | | ২০৪৫৮৭.৩৯ | ১৬৩৬৬৯.৮৫ |
| ৯ | রপ্তানীর ক্ষেত্রে অন্যান্য কর রেয়াত | | ৩৯৬৯০৪৮৭.৬৭ | ৫৯৫৩৫৭৩.১৫ |
| ১০ | অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য/সেবা/ পণ্য ও সেবার ক্রয় | | | |
| | **উৎসে কর্তন/রেয়াত/প্রত্যর্পণ হিসাব** | | **পরিমাণ** | |
| ১১ | মোট রেয়াতযোগ্য কর (সারি ৭+৮+৯) | | ৬১৪০৯১৩.৫৫ | |
| ১২ | অন্যান্য সমন্বয়করণ (রেয়াত/পাওনা/আমদানী পর্যায়ে অগ্রিম মূসক /উৎসে প্রদত্ত মূসক) | | | |
| ১৩ | পুর্ববর্তী মাসের জের | | ২৩৬৮৩১২.১২ | |
| ১৪ | সর্বমোট রেয়াত (সারি ১১+১২+১৩) | | ৮৫০৯২২৫.৬৭ | |
| | **চূড়ান্ত হিসাব** | | **পরিমাণ** | |
| ১৫ | নীট প্রদেয় (সারি ৯-সারি ১৯) | | ২১৯৫৯৭৫ | |
| ১৬ | ট্রেজারীতে জমা | | - | |
| ১৭ | পরবর্তী মাসের প্রারম্ভিক জের | | ২১৯৫৯৭৫.২৪ | |
| ১৮ | পরিদপ্তর হইতে প্রত্যর্পণ | | | |
| | **সরবরাহকারী কর্তৃক উৎসে মূসক কর্তনের হিসাব** | | **পরিমাণ** | |
| ১৯ | উৎসে কর্তিত মোট মুসকের হিসাব | | | |



আমি ঘোষণা করিতেছি যে, এই দাখিলপত্রে উল্লিখিত সকল তথ্যাদি সত্য ও সঠিক।

**তারিখ ঃ -------------**

---------------
**করদাতার স্বাক্ষর**

*[অফিসের ব্যবহারের জন্য]*

]

(স্থানীয় মূল্য মূল্য সংযোজন করকার্যালয় পূরণ করিবে)

| | তারিখঃ | |
|---|---|---|
| ১। প্রাপ্তি | ০২-১০-২০০৫ | **মন্তব্যঃ** |
| ২। রাজস্ব কর্মর্তার নিকট প্রেরণ | ০২-১০-২০০৫ | সহকারী রাজস্ব কর্মর্তার **স্বাক্ষর ও সীল** |
| ১। প্রাপ্তি | ০৪-১০-২০০৫ | **মন্তব্যঃ** |
| ২। বন্টণ | | |
| ৩। কমিশনারেট অফিসে প্রেরণ | ০৭-১০-২০০৫ | রাজস্ব কর্মর্তার **স্বাক্ষর ও সীল** |
| **(কমিশনারেট অফিস পূরণ করিবে)**<br>১। প্রাপ্তি<br>২। পরিদপ্তরে প্রেরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)<br>৩। কম্পিউটারে এন্ট্রী<br>৪। ফলো আপ পত্র প্রেরণ | ০৭-১০-২০০৫ | **মন্তব্যঃ** **স্বাক্ষর ও সীল** |
| **(পরিদপ্তর পূরণ করিবে)** | | **মন্তব্যঃ**<br>**স্বাক্ষর ও সীল** |

১। প্রাপ্তির তারিখ

২। পর্যালোচনাঃ

৩। মন্তব্য ঃ----------------------------------------------------------------------------

মঞ্জুরকৃত টাকার পরিমাণ ----------------------------------------------

জমা প্রদানের একাউন্ট নম্বর ------------------------------------------

৪। কমিশনারেট অফিসে প্রেরণ (তারিখ) -------------------------------

**তারিখঃ ----------------------------** **কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল**



## ফরম "মূসক-১৯" পূরনের নির্দেশিকা

| ক্রমিক নং | পূরণের বিষয় | পূরণের নির্দেশিকা |
|---|---|---|
| ১। | কর মেয়াদ | কর মেয়াদের মাস সংশ্লিষ্ট ঘরে মাসের নাম এবং বৎসর সংশ্লিষ্ট ঘরে বৎসরের নাম লিখিতে হইবে। |
| ২। | করদাতা সনাক্তকরণ সংখ্যা | এই ঘরে নিবন্ধন নম্বর লিখিতে হইবে। |
| ৩। | নাম | নিবন্ধিত যে ব্যক্তির দাখিলপত্র পেশ করা হইতেছে তাহার নাম। |
| ৪। | ঠিকানা | নিবন্ধন পত্রে উল্লিখিত ঠিকানা অর্থাৎ উৎপাদন স্থল বা সেবা প্রদানের স্থান বা ব্যবসায়স্থল বা আমদানী-রপ্তানী ব্যবসা পরিচালনার স্থান উল্লেখ করিতে হইবে। |
| ৫। | শূন্য দাখিলপত্র (কর মেয়াদে কোন ক্রয় বা বিক্রয় হয় নাই) | সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদে কোন কর কার্যক্রম না হইয়া থাকিলে "√" চিহ্ন দিতে হইবে। |
| ৬। | করযোগ্য পণ্য/সেবা/ পণ্য ও সেবার নীট বিক্রয় | তৃতীয় কলামে সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদে করযোগ্য পণ্য/সেবার মোট বিক্রয় মূল্য, চতুর্থ কলামে সম্পূরক শুল্ক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং পঞ্চম কলামে প্রদেয় মূল্য সংযোজন করের পরিমাণ (গ্রস) লিখিতে হইবে। |
| ৭। | শুন্য-হারের পণ্য/সেবার বিক্রয় (রপ্তানী ) | সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদে কোন পণ্য বা সেবা রপ্তানীকৃত হইলে উক্ত পণ্যের / সেবার মোট বিক্রয় মুল্যের পরিমাণ উল্লেখ করিতে হইবে। |
| ৮। | অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য/সেবা/ পণ্য ও সেবার নীট বিক্রয় | সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদে অব্যাহতি প্রাপ্ত পণ্য বা সেবার মোট বিক্রয় মুল্যের পরিমাণ তৃতীয় কলামে লিখিতে হইবে। |
| ৯। | মোট প্রদেয় কর (সারি ১ হইতে SD+VAT) | ১(এক) নম্বর সারির চতুর্থ ও পঞ্চম কলামের যোগফল (অর্থাৎ প্রদেয় সম্পূরক শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর) লিখিতে হইবে। |
| ১০। | অন্যান্য সমন্বয়করণ (প্রদেয় / বকেয়া / অর্থদন্ড / জরিমানা / স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী) | সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদে কোন অর্থদন্ড বা জরিমানা বা উৎসে কর্তন বা বকেয়া বা স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণ বাবদ রাজস্ব পরিশোধ করা হইলে তৃতীয় কলামে তাহার পরিমাণ লিখিতে হইবে। তা ছাড়া, ভুলবশতঃ ইতোপুর্বে কোন রেয়াত গৃহীত হইলে বা অন্য কোন কারণে মূসক প্রদেয় হওয়ায় সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদে তা সমন্বয় করা হইলে সমন্বয়কৃত অর্থের পরিমাণ লিখিতে হইবে। |
| ১১। | সর্বমোট প্রদেয় (সারি ৪+৫) | ৪ ও ৫ নং সারির যোগফল তৃতীয় কলামে লিখিতে হইবে। |
| ১২। | স্থানীয় পর্যায়ে করযোগ্য পণ্য/সেবা/ পণ্য ও সেবার ক্রয় | কোন নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান হইতে বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত করযোগ্য পণ্য বা সেবা ক্রয় করা হইলে তৃতীয় কলামে মোট ক্রয় মূল্যের পরিমাণ এবং চতুর্থ কলামে মোট ক্রয়ের ক্ষেত্রে পরিশোধিত মূল্য সংযোজন করের পরিমাণ লিখিতে হইবে। |

| ক্রমিক নং | পূরণের বিষয় | পূরণের নির্দেশিকা |
|---|---|---|
| ১৩। | করযোগ্য পণ্য/সেবা/ পণ্য ও সেবার আমদানী | কোন করযোগ্য পণ্য বা সেবার সরাসরি আমদানী করা হইলে বা কোন আমদানীকারক হইতে মূসক-১১ চালানের মাধ্যমে ক্রয় করা হইলে তৃতীয় কলামে মোট ক্রয় মূল্যের পরিমাণ এবং চতুর্থ কলামে উক্ত পণ্য ক্রয়ের বিপরীতে পরিশোধিত মূল্য সংযোজন করের পরিমাণ লিখিতে হইবে। |
| ১৪। | রপ্তানীর ক্ষেত্রে অন্যান্য কর রেয়াত | সংশ্লিষ্টরকর মেয়াদে কোন পণ্য রপ্তানী করা হইলে উক্ত রপ্তানীকৃত পণ্যে যে পরিমাণ কাঁচামাল ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই পরিমাণ কাঁচামালের উপর আমদানী পর্যায়ে প্রদত্ত আমদানী শুল্ক, সম্পূরক শুল্কের পরিমাণ লিখিতে হইবে। তবে, যদি উক্ত নিবন্ধিত ব্যক্তি সরাসরি ডেডো হইতে উক্ত রপ্তানীর বিপরীতে প্রত্যর্পণ গ্রহণ করিতে চান, বা গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে সেই ক্ষেত্রে এই কলাম পূরণ করিতে হইবে না। |
| ১৫। | অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য/সেবা/ পণ্য ও সেবার ক্রয় | সংশ্লিষ্ট করমেয়াদে কোন অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য বা সেবা ক্রয় করা হইলে মোট ক্রয়মুল্যের পরিমাণ তৃতীয় লিখিতে হইবে। |
| ১৬। | মোট রেয়াতযোগ্য কর (সারি ৭+৮+৯) | সারি ৭, ৮ ও ৯ এর যোগফল তৃতীয় কলামে লিখিতে হইবে। |
| ১৭। | অন্যান্য সমন্বয়করণ (রেয়াত/পাওনা/আমদানী অগ্রিম মূসক পরিশোধ / উৎসে প্রদত্ত মূসক) | ভুলবশতঃ ইতোপুর্বে রেয়াত নেওয়া হয় নাই অথবা সমন্বয়যোগ্য কোন পাওনা থাকিলে তৃতীয় কলামে উক্ত অর্থের পরিমাণ লিখিতে হইবে। তাছাড়া আমদানী পর্যায়ে অগ্রিম পরিশোধিত মূসক বা উৎসে প্রদত্ত মূসক এই কলামে উল্লেখপুর্বক সমন্বয় করা যাইবে। |
| ১৮। | পূর্ববর্তী মাসের জের | পূর্ববর্তী কর মেয়াদে চলতি হিসাব রেজিষ্টারের ৬নং কলামে বর্ণিত জের এর পরিমাণ তৃতীয় কলামে লিখিতে হইবে। তবে, যেই ক্ষেত্রে চলতি হিসাব রাখার আইনগত বাধ্যবাধকতা নাই, সেই ক্ষেত্রে ইহা পূরণ করিতে হইবে না। |
| ১৯। | সর্বমোট রেয়াত (সারি ১১+১২+১৩) | সারি ১১, ১২ ও ১৩ এর যোগফল তৃতীয় কলামে লিখিতে হইবে। |
| ২০। | নীট প্রদেয় (সারি ৬-সারি ১৪) | ৬ নং সারি হইতে ১৪ নং সারির বিয়োগফল তৃতীয় কলামে লিখিতে হইবে। |
| ২১। | ট্রেজারীতে জমা | ট্রেজারীতে সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ তৃতীয় কলামে লিখিতে হইবে। তবে উল্লেখ্য, প্রদেয় মূসকের পরিমাণের চেয়ে রেয়াতযোগ্য মুসকের পরিমাণ বেশী হওয়ার কারণে যদি সংশ্লিষ্ট করমেয়াদে ট্রেজারীতে কোন জমা না করা হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে এই কলামে কিছু লিখিতে হইবে না। |



| ক্রমিক নং | পূরণের বিষয় | পূরণের নির্দেশিকা |
|---|---|---|
| ২২। | পরবর্তী মাসের প্রারম্ভিক জের | সারি ১৬ হইতে সারি ১৫ এর বিয়োগফল তৃতীয় কলামে লিখিতে হইবে। তবে, যেই ক্ষেত্রে রেয়াতযোগ্য মূসকের পরিমাণ প্রদেয় মূসকের পরিমাণের চেয়ে বেশী হওয়ায় সারি ১৬ এ কোন ট্রেজারী জমা থাকিবে না, সেই ক্ষেত্রে সারি ১৪ হইতে সারি ৬ এর বিয়োগফল সারি ১৭ এ তৃতীয় কলামে লিখিতে হইবে। |
| ২৩। | পরিদপ্তর হইতে প্রত্যর্পণ | সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদে ডেডো হইতে কোন প্রত্যর্পণ গৃহীত হইলে তৃতীয় কলামে উহার পরিমাণ লিখিতে হইবে। |
| ২৪। | উৎসে কর্তিত মোট মুসকের পরিমাণ | সংশ্লিষ্ট করমেয়াদে সরবরাহকারীর নিকট হইতে উৎসে কর্তিত মূসক এর পরিমাণ তৃতীয় কলামে লিখিতে হইবে। |

**বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ** কোন পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কোন নিবন্ধিত ব্যক্তিকে দাখিলপত্রের কোন কোন অংশ পূরণ করিতে হইবে সে বিষয়ে নিম্নোক্ত নির্দেশনা অনুসরণ করিতে হইবেঃ

(১) **শতভাগ রপ্তানীমূখী** প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ক্রমিক নং ২, ৫ ও ৬ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), ৭, ৮, ১০, ১৬ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও ১৮।

(২) সম্পূর্ণভাবে **উৎসে কর্তন** করা হয় এমন সেবা প্রতিষ্ঠান যথাঃ- নির্মাণ সংস্থা, ইজারাদার ইত্যাদির ক্ষেত্রে ক্রমিক নং ১, ৪, ৫, ৬, ও ১৬ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ।

(৩) **ইট ভাটার** ক্ষেত্রে ক্রমিক নং ১, ৫, ৬, ও ১৬ ।

(৪) স্থানীয় পর্যায়ে **ব্যবসায়ী** কর্তৃক সরবরাহের ক্ষেত্রে ক্রমিক নং ১, ৪, ৬, ৭, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬ ও ১৭।

(৫) যে সকল ব্যবসায়ী নির্দ্দিষ্ট মূল্য সংযোজনের ভিত্তিতে কর পরিশোধ করিবেন তাহাদের ক্ষেত্রে, ক্রমিক নং ১, ৪, ১৫, ১৬ ও ১৭।

(৬) যে সকল **সেবা প্রদানকারী সংকুচিত মুল্যের ভিত্তিতে** কর পরিশোধ করিবেন তাহাদের, স্বাভাবিক ক্ষেত্রে, ক্রমিক নম্বর ১, ৪, ৫, ১৫ও ১৬।

(৭) যে সকল নিবন্ধিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একই নিবন্ধন নম্বরের বিপরীতে একই সঙ্গে পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান করিয়া থাকেন, তাহাদের ক্ষেত্রে দাখিলপত্রের প্রযোজ্য সকল ক্রমিক নম্বর।

## প্রতিষ্ঠিত রপ্তানীকারক হিসাবে তালিকাভুক্তির আবেদনপত্র (মূসক-২১)
[ বিধি ২৮ দ্রষ্টব্য ]

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নামঃ | টেলিফোন নম্বরঃ | | রপ্তানী ঘোষণাপত্রের মেয়াদ | | | | |
| | করদাতা সনাক্তকরণ সংখ্যা | | মাস | বৎসর | হইতে | মাস | বৎসর |
| | | | | | | | |
| ঠিকানাঃ | এলাকা কোড ঃ | | | | | | |
| আবেনপত্র বা সমাহার ভিত্তিতে প্রত্যর্পণ | | | | দাখিলপত্রের ভিত্তিতে প্রত্যর্পণ | | | |

**বিগত বারো মাসে রপ্তানী সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিবরণী**

| ক্রমিক সংখ্যা | পণ্যের নাম | রপ্তানী হইতে প্রাপ্তি | | রেয়াত ও প্রত্যর্পণের পরিমাণ (টাকায়) | দেশীয় বিক্রয়ের পরিমাণ (করযোগ্য পণ্য প্রস্তুত বা উৎপাদনকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | বৈদেশিক মুদ্রায় | টাকায় | | |
| | | | | | |

**সংযোজনী**

১। বিল অব এক্সপোর্টের সত্যায়িত কপি ☐
২। রপ্তানী ঋণপত্রের সত্যায়িত কপি ☐
৩। বিগত বারো মাসের রেয়াত ও প্রত্যর্পণ রশিদের সত্যায়িত কপি ☐

**করদাতার জন্য নির্দেশিকা**

(১) রপ্তানী হইতে প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যেই বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে রপ্তানী সংঘটিত হইয়াছে, সেই মুদ্রার এককে রপ্তানী হইতে মোট প্রাপ্ত পরিমাণের উল্লেখরপ্তানীকারককে করিতে হইবে।

(২) উৎপাদন বা প্রস্তুতকারী রপ্তানীকারকগণ যদি তাহাদের উৎপাদিত বা প্রস্তুতকৃত করযোগ্য পণ্য দেশীয় বাজারে বিক্রয় করেন, তাহা হইলে সেই বিক্রয় হইতে প্রাপ্য মোট পরিমাণ উল্লেখকরিতে হইবে।

(৩) বিগত বারো মাসে রপ্তানী সংক্রান্ত বিবরণীর ক্ষেত্রে প্রতিটি রপ্তানী পৃথকভাবে উল্লেখ করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে যদি আবেদনপত্রে স্থান সংকুলান না হয় তবে অন্য একটি কাগজে রপ্তানীর বিবরণী সংযুক্ত করিতে হইবে।



**স্থানীয় মূল্য মূল্য সংযোজন করকার্যালয় কর্তৃক পুরণীয়**

১। আবেদনপত্র গৃহীত হইল। ☐
২। প্রযোজ্য সংযোজনী সমূহ সঠিক ☐

স্বাক্ষর

তারিখঃ -------------------- নামঃ -----------------

**(শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরের কার্যাবলী)**

১। আবেদনপত্র প্রাপ্তির তারিখ।

| দিন | মাস | বৎসর |
|---|---|---|
| | | |

২। নিরীক্ষণের পর আবেদনপত্রের উল্লিখিত তথ্যাবলী সঠিক বলিয়া গৃহীত হইল। ☐
৩। নিম্নলিখিত কারণে আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্যাবলী গ্রহণযোগ্য নহে। ☐

| ক্রমিক সংখ্যা | আপত্তির বিষয়সমুহ |
|---|---|
| | |

৪। আবেদনপত্রের তথ্যাবলী সঠিক বিধায় আবেদনকারীকে “প্রতিষ্ঠিত রপ্তানীকারক” হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হইল।

৫। আবেদনকারীর বিগত বারো মাসের রপ্তানী কার্যক্রম এবং প্রাপ্ত রেয়াতের উপর ভিত্তি করিয়া তাহাকে প্রতি মাসে টাকা -------------------------------পর্যন্ত স্বয়ংক্রিয় রেয়াত প্রদানের অনুমতি প্রদান করা হইল।

ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর

তারিখঃ --------------------- নামঃ ------------------

## রপ্তানীর ক্ষেত্রে শুল্ক ও কর প্রত্যর্পণের আবেদনপত্র (মূসক-২২)
[ বিধি ৩০ (১) দ্রষ্টব্য ]

| আবেদনের তারিখঃ | করদাতা সনাক্তকরণ সংখ্যা | করদাতা কি প্রতিষ্ঠিত রপ্তানীকারক ? হ্যাঁ ☐ না ☐ |
|---|---|---|
| নামঃ | | এলাকা কোডঃ |
| ঠিকানাঃ | | |
| আবেদনের প্রকৃতিঃ<br>(ক) সমহারের ভিত্তিতে প্রত্যর্পণ ☐<br>(খ) চালানভিত্তিক প্রত্যর্পণ ☐ | **সংযোজনী**<br>১। বিল অব এক্সপোর্ট ☐<br>২। বিল অব ল্যাডিং/এয়ার ওয়ে বিল/ডাকের দলিল ☐<br>৩। এল সি এর অনুলিপি ☐<br>৪। রপ্তানী পরীক্ষার সনদ ☐<br>৫। প্যাকিং লিষ্টের অনুলিপি ☐ | |

| রপ্তানীকৃত পণ্যের নাম | সামঞ্জস্য পূর্ণ কোড | পণ্যের একক | পণ্যের পরিমাণ | মূল্য | | শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর পূরণ করিবে |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | বৈদেশিক মুদ্রায় | টাকায় | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

আমি ঘোষণা করিতেছি যে, এই আবেদনে প্রদত্ত সকল তথ্যাদি সঠিক এবং সত্য।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর -----------------------

তারিখঃ ------------------ নামঃ

পদবী ঃ



### করদাতার জন্য নির্দেশিকা

যে সকল রপ্তানীকারক উৎপাদন বা সেবাপ্রদানকারী হিসাবে মূল্য মূল্য সংযোজন করকার্যক্রমের অধীনে নিবন্ধিত তাহাদের

ক্ষেত্রে এই আবেদনপত্র দাখিলের প্রয়োজন নাই। তাহাদের ক্ষেত্রে দাখিলপত্রই রপ্তানী সংশ্লিষ্ট প্রত্যর্পণের আবেদনপত্র হিসাবে গণ্য হইবে।

| স্থানীয় মূল্য মূল্য সংযোজন করকার্যালয়ে ব্যবহারের জন্য | তারিখ | স্বাক্ষর | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ১। গ্রহণ | | | |
| ২। শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরে প্রেরণের জন্য কালেক্টরেটে প্রেরণ | | | |

| পরিদপ্তরে ব্যবহারের জন্য | তারিখ | স্বাক্ষর |
|---|---|---|
| ১। প্রাপ্তি | | |
| ২। প্রত্যর্পণ নির্ণয়ের জন্য শাখায় প্রেরণ | | |

**প্রত্যর্পণ নির্ণয় শাখায় কার্যাবলী**

১। আবেদনপত্রে উল্লিখিত তথ্য অনুমোদন করা হইল ☐

২। আবেদনপত্র নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদন করা হইল ☐

| ক্রমিক সংখ্যা | শর্তাবলী |
|---|---|
| | |

৩। আবেদনপত্র নিম্নলিখিত কারণে বাতিল করা হইল ☐

| ক্রমিক সংখ্যা | বাতিলের কারণ |
|---|---|
| | |

৪। আবেদনপত্রে সমহারের ভিত্তিতে নির্ণীত ------------------ টাকা ☐ শর্তহীন ☐ শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন করা হইল

তারিখ ----------- ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর

**প্রত্যর্পণ প্রদান শাখার কার্যাবলী**

একাউন্ট নম্বর ------------------- তে চেক নম্বর ----------- মাধ্যমে ------------ পরিমাণ টাকা জমা দেওয়া হইল

তারিখ ----------- ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর

**পরিশিষ্ট-৯.০১**

যে সকল ব্যবসা আবশ্যিকভাবে সংকুচিত ভিত্তিতে মূল্য সংযোজন কর প্রদান করবেঃ

[ SRO No. ১৮২ -আইন/২০১২/৬৪০-মূসক]

| সেবা প্রদানকারী | সংযোজনের নির্ধারিত হারের ভিত্তি | সংযোজনের হার (%) | নীট সংযোজন করের হার (%) |
|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) |
| রেস্তোরাঁ | শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রেস্তোরাঁ কর্তৃক সেবার বিনিময়ে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ | ১০০ | ১৫ |
| | সাধারণ রেস্তোরাঁ (শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নয়) কর্তৃক সেবার বিনিময়ে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ | ৪০ | ৬ |
| মোটর গাড়ীর গ্যারেজ এবং ওয়ার্কসপ | যেকোনো প্রকার যান্ত্রিক যানবাহন মেরামত বা সার্ভিসিং এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী কর্তৃক উক্ত যানবাহনে সংযোজিত যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশের সহ সেবার বিনিময়ে প্রদত্ত সমুদয় অর্থ | ৩০ | ৪.৫ |
| ডকইয়ার্ড | যেকোনো প্রকার যান্ত্রিক নৌযান মেরামত বা সার্ভিসিং এর ক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারী কর্তৃক উক্ত নৌযান মেরামত বা সার্ভিসিং এ ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও উপকরণের সহ সেবার বিনিময়ে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ | ৩০ | ৪.৫ |
| নির্মাণ সংস্থা | যেকোনো নির্মাণ কাজের জন্য দরপত্রে উল্লিখিত | ৩৬.৬৭ | ৫.৫ |
| ভূমি উন্নয়ন সংস্থা | উন্নয়নকৃত ভুমি বিক্রয় বা হস্তান্তর বাবদ প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ | ১০ | ১.৫ |
| ভবন নির্মাণ সংস্থা | ভবন বিক্রয় বা হস্তান্তর বাবদ প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ | ১০ | ১.৫ |
| ফটো নির্মাতা | ফটো নির্মাতা কর্তৃক প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ | ৩০ | ৪.৫ |
| আসবাবপত্রের বিপণন কেন্দ্র | ক) উৎপাদন পর্যায়ে সর্বমোট প্রাপ্তি | ৪০ | ৬ |
| | খ) বিপণন পর্যায়ে সর্বমোট প্রাপ্তি (উৎপাদন পর্যায়ে ৬% মূসক পরিশোধের চালন থাকা সাপেক্ষে) | ২৬.৬৭ | ৪ |
| স্বর্ণকারও রৌপ্যকার এবং স্বর্ণের ও রৌপ্যের দোকানদার এবং স্বর্ণ পাকাকারী | স্বর্ণ, স্বর্ণালঙ্কার, রৌপ্য বা রৌপ্যালঙ্কার বিক্রয় বাবদ প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ | ১৩.৩৩ | ২ |
| এয়ার কন্ডিশন বাস সার্ভিস | সেবা প্রদানকারী কর্তৃক প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ | ৬৬.৬৭ | ১০ |
| এয়ারকন্ডিশন্ড লঞ্চ সার্ভিস | সেবা প্রদানকারী কর্তৃক প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ | ৬৬.৬৭ | ১০ |



| সেবা প্রদানকারী | সংযোজনের নির্ধারিত হারের ভিত্তি | সংযোজনের হার (%) | নীট সংযোজন করের হার (%) |
|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) |
| এয়ারকন্ডিশন্ড রেলওয়ে সার্ভিস | সেবা প্রদানকারী কর্তৃক প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ | ৬৬.৬৭ | ১০ |
| যোগানদার (Procurement provider) | সেবা প্রদানকারী কর্তৃক সরবরাহকৃত পণ্যের বা সেবার বা দরপত্রে উল্লিখিত | ২৬.৬৭ | ৪ |
| পরিবহণ ঠিকাদার | (ক) পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য পরিবহণে নিয়োজিত সেবা প্রদানকারী কর্তৃক প্রাপ্ত মোট মূল্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দরপত্রে উল্লিখিত) | ১৫ | ২.২৫ |
| | (খ) অন্যান্য পণ্য পরিবহণে নিয়োজিত সেবা প্রদানকারী কর্তৃক প্রাপ্ত মোট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, দরপত্রে উল্লিখিত) | ৩০ | ৪.৫ |
| বিদ্যুৎ বিতরণকারী | ব্যবহৃত বিদ্যুৎতর বিপরীতে প্রাপ্ত মোট বিদ্যুৎ বিল | ৩৩.৩৪ | ৫ |
| নিলামকৃত পণ্যের ক্রেতা | নিলামকৃত পণ্যের বিক্রয় | ২৬.৬৭ | ৪ |
| ইমিগ্রেশন উপদেষ্টা | সেবা প্রদানকারী কর্তৃক সেবার বিনিময়ে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ | ৩০ | ৪.৫ |
| ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল | সেবা প্রদানকারী কর্তৃক সেবার বিনিময়ে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ | ৩০ | ৪.৫ |
| স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী | স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণের ক্ষেত্রে ভাড়ার সমুদয় অর্থ | ৬০ | ৯ |
| নিজস্ব ব্রান্ড সম্বলিত তৈরী পোশাক বিপণন কেন্দ্র | বিপণন পর্যায়ের সর্বমোট প্রাপ্তি | ৩৩.৩৪ | ৫ |
| তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সেবা | সেবা প্রদানকারী কর্তৃক প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ | ৩০ | ৪.৫ |

**যে সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ‘প্রস্তুতকারক’ বুঝাবে-**

১। যে সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ‘প্রস্তুতকারক’ বুঝাবে- মূল্য সংযোজন করআইন **১৯৯১** এর ধারা ২ (থ) অনুসারে-

“**প্রস্তুতকারক**” বা “**উৎপাদক**” বলিতে নিম্নোক্ত কোন কার্যে নিয়োজিত ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত হইবেন, যথা:

(১) কোন পদার্থ এককভাবে অথবা অন্য কোন পদার্থ, সরঞ্জাম (materials) বা উৎপাদনের অংশবিশেষ (components) এর সহিত সংযোগ বা সম্মেলনের দ্বারা প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে অন্য কোন সুনির্দিষ্ট পদার্থ বা পণ্যে রূপান্তরকরণ বা উহাকে এইরূপে পরিবর্তিত, রূপান্তরিত বা পুনরাকৃতি প্রদানকরণ যাহাতে উক্ত পদার্থ ভিন্নভাবে বা সুনির্দিষ্টভাবে ব্যবহারের উপযোগী হয়;

(২) পণ্যের প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য কোন আনুষংগিক বা সহায়ক প্রক্রিয়া;

(৩) মুদ্রণ, প্রকাশনা, শিলালিপি বা মিনাকরণ প্রক্রিয়া;

(৪) সংযোজন, মিশ্রন, কর্তন, তরলীকরণ, বোতলজাতকরণ, মোড়কাবদ্ধকরণ বা পুনঃমোড়কাবদ্ধকরণ;

(৫) কোন প্রস্তুতকারক বা উৎপাদকের দেউলিয়াত্বের ক্ষেত্রে কোন স্বত্ব-নিয়োগী বা অছি, অবসায়ক, নির্বাহক বা তত্ত্বাবধায়কের কার্য এবং এইরূপ কোন ব্যক্তির কার্য যিনি আস্থাভাজনের যোগ্যতায় তাহার পরিসম্পতের নিষ্পত্তি করেন;

(৬) অর্থের বিনিময়ে নিজস্ব প্লান্ট, মেশিনারী বা যন্ত্রপাতি দ্বারা অন্য কোন ব্যক্তির মালিকানাধীন কাঁচামাল বা উপকরণ ব্যবহার করিয়া কোন পণ্য প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদনকরণ; ।

২। যে সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে “টেন্ডার ব্যবসায়ী” বুঝাবে-

মূল্য সংযোজন করআইন **১৯৯১** এর ধারা ২ অনুসারে-

“**ব্যবসায়ী**” বলিতে এমন ব্যক্তিকে বুঝাইবে যিনি তৎকর্তৃক আমদানীকৃত, ক্রয়কৃত, অর্জিত বা অন্যকোনভাবে সংগৃহীত পণ্যের কোনরূপ আকৃতি, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য বা গুণগত পরিবর্তন না করিয়া পণের বিনিময়ে অন্য কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় বা অন্যবিধভাবে হস্তান্তর করেন।

উপরোক্ত ব্যবসায়ী টেন্ডারের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় বা সরবরাহ করলে তাকে “টেন্ডার ব্যবসায়ী” আখ্যায়িত করা হয়।